# আর্য্যসঙ্গীত।

( উত্তর ভাগ। )

# আর্য্যসঙ্গীত।

জাতীয়নিগ্রহ

মহাকাব্য।

( উত্তর ভাগ )

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

"মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মণিকা প্রেস

১৩০৯। ১৫ই আশ্বিন।

মূল্য ১॥০ টাকা।

# উৎসর্গপত্র।

উৎকল সাহিত্য কমল-সবিতা

বিবিধভাষাভিজ্ঞ

বান্ধববর

**শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের**

করকমলে

পবিত্র শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

এই গ্রন্থ

উপহার প্রদত্ত হইল।

# মুখবন্ধ।

প্রবৃদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর নিকট শাসনভার গ্রহণ করিয়া সুসভ্য বিংশশতাব্দী আজ জগতের সিংহাসনে সমারূঢ়। জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল আলোকে সময়ের রাজবর্ত্ম পরিদীপ্যমান। বঙ্গসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আধুনিক অভিনেতার দল বিবিধ রঙ্গভঙ্গে লীলা করিয়া শ্রোতৃবর্গের সাময়িকরুচি ও কৌতূহল সমধিক যত্নের সহিত চরিতার্থ করিতেছেন। পূর্ব্বতন অভিনেতৃগণের মধ্যে অনেকেই আপনাপন মুখের রং ধৌত করিয়া বঙ্গের সাহিত্য-রঙ্গালয় হইতে অপসৃত হইয়াছেন। কেহ কেহ চিরদিনের মত বিদায় লইয়া স্বর্গরাজ্যের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। প্রথমোক্তদিগের মধ্যে অনেকেই জাতীয়সাহিত্যের বর্ত্তমান শোচনীয় গতিমতি প্রত্যক্ষ করিয়া লেখনী সংবরণপূর্ব্বক ভগ্নহৃদয়ে নিভৃতে কালযাপন করিতেছেন। এই কবি ইহাঁদিগের মধ্যে অন্যতম। আজ কাব্যামোদী মহোদয়দিগকে বড়ই আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে এবং সমালোচকদের উত্তেজনায় সংপ্রতি ইনি পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

কাব্যামোদী প্রবীণ পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, যিনি এক সময়ে "ভুবনমোহিনী প্রতিভা," "আর্য্যসঙ্গীত—পূর্ব্বভাগ," ও "সিন্ধুদূত" প্রভৃতি জাতীয়কাব্যের বজ্রগম্ভীর আগ্নেয়নির্ঘোষে বঙ্গ-সাহিত্যসমাজকে চমকিত করিয়াছিলেন, তিনিই আজ আবার তাঁহার স্বাভাবিক স্বদেশানুরাগ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই কাব্যখানি হস্তে লইয়া নব্যবঙ্গসাহিত্যের কোলাহলময় রঙ্গক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে "আর্য্যসঙ্গীতে"র পূর্ব্বভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা আজ তাহারই উত্তরভাগ সহৃদয় বঙ্গীয়পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।

জনৈক স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমিক হৃদয়বান আর্য্যযুবক ভারতভূমির বর্ত্তমান অধঃপতন ও দুরবস্থার পরিচিন্তনে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত ও অভিভূত হইয়া পড়েন। যে বীরপ্রসবিনী ভারতভূমির বীরপদদাপে একদিন এই সাগরাম্বরা ধরিত্রীর সুবিশালবক্ষ এক গভীর ভূকম্পনে টলটলায়মান হইয়া, অবনীমধ্যস্থ সমগ্র জাতিরই বিস্ময়নেত্র উন্মীলন করিয়া দিয়াছিল, "রূপে কি গৌরবে, মানে কি বৈভবে" যে একদিন এই পৃথ্বীতলে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল, যে আর্য্যজাতির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাস্রোত একদিন গৈরিক-নিস্রবের ন্যায় খরতরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া, জগতের চক্ষে এক অভিনব স্বর্গরাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিল, "এই কি সে আর্য্যাবর্ত্ত, পুণ্যের পবিত্রক্ষেত্র শান্তিনিকেতন?" আর "কে আমি? আমি কি সেই আর্য্যবংশধর?" এই সকল স্বগত-প্রশ্নের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় অসহ্য নির্ব্বেদকণ্ডূতির বিষদংশনে অধীর হইয়া উঠে। অতঃপর তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে, এই শোচনীয় জাতীয় অধঃপতনের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া, প্রথমতঃ বহুযুগবাহিনী পতিতপাবনী জাহ্নবীর নিকট গমন করেন। সুরধুনী এই ভারতভাববিহ্বল আর্য্যযুবকের নিবেদিত প্রস্তাবে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, আক্ষেপ সহকারে কহেন,—

"সম্প্রতি কলুষানলে, দেহ মনঃপ্রাণ জ্বলে
কণ্ঠরোধ হইয়াছে, হৃদয় শুকায়ে গেছে,
তবে যে কহেছি কথা না কহিলে নয়!
আর্য্যদের সবিশেষ কহিতে হইবে ক্লেশ,
অতএব যাও বাছা যথা হিমালয়।
বিনয়ে জিজ্ঞাস তাঁরে, কহিবেন সবিস্তারে
অনন্তকালের কথা আছে তাঁর মনে গাঁথা
অক্ষয় গিরীন্দ্র বাছা দেখেছে সকল,

কালসিন্ধু কতকাল? আছেন অনন্তকাল;
অনন্ত যুগান্ত হ'ল তবুও অটল।
অক্ষয় অক্ষুণ্ণ তনু, গেল হ'ল কত মনু,
রয়েছে যেমন তাই প্রকাণ্ড ভূধর।
নৈসর্গিক কোটিশত বিপ্লব ঘটিল, কত
মরু নদী হ'য়ে গেল, সাগর সে মরু হ'ল,
নগর অরণ্যারণ্য হইল নগর।
মোর মত কতশত তরঙ্গিণী হ'ল গত,
বসি উচ্চসিংহাসনে, দেখিছেন হৃষ্টমনে,
চন্দ্রসূর্য্য, দিবারাত্রি গিরি অনশ্বর।"

জাতীয় দুর্দ্দশাহত ভারতসন্তান, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর আদেশানুসারে তদীয় জনক নগাধিরাজ হিমাচলের নিকট উপস্থিত হইয়া, হৃদয়ের যাবতীয় বেদনাকাহিনী একে একে নিবেদন করিলেন। ভূতদর্শী মহাদ্রি তচ্ছ্রবণে যুগপৎ হর্ষবিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং অনেক আক্ষেপের পর, যুবককে সুমধুর প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, —

"কৌতূহলী তুমি হ'য়েছ নিতান্ত,
বলি তাই তবে শুন সবিশেষ,
দ্রৌপদী-নিগ্রহ জ্বলন্ত কাহিনী,
ভারত অদৃষ্টে আক্ষেপের শেষ।

*

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ যা'র ফলে,
যার ফলে হ'ল মহারক্ত পাত;
যার ফলে হ'ল কুরুকুল ধ্বংস,
আর্য্যবংশে হ'ল মহাবজ্রাঘাত।

বহু মহাবীর ধ্বংস হ'ল যাহে,
বহুধনজন হইল বিনাশ ;
নির্ব্বীর্য্য হইল আর্য্যজাতি যাহে,
হ'ল কলঙ্কিত আর্য্য ইতিহাস।

*

সেই শোকাবহ ঘটনার মূল
বলি সবিস্তারে শুনরে কুমার,
শুনিলে সে কথা হ'বে ভারতের
মৃতকল্পদেহে জীবনী সঞ্চার !"

তদনন্তর গগন-কিরীটী হিমালয় ভারত সন্তানের নিকট দ্রৌপদী-নিগ্রহ হইতে কুরুক্ষেত্রের সমরাভিনয় পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। "আর্য্যসঙ্গীত—পূর্ব্বভাগ" এইরূপেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে এই উত্তরভাগ আর্য্যসঙ্গীতে কবি পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান হইতে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণ পর্য্যন্ত হিমাদ্রির মুখ দিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ইহা কোনও গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে, অথবা কোনও গ্রন্থ-বিশেষ অবলম্বন করিয়াও ইহা রচিত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতে দেশকালাদির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে, আর্য্যজাতির জাতীয়জীবন কিরূপভাবে পরিচালিত হইয়া, ক্রমাবনতি সহকারে অল্পে অল্পে বর্ত্তমান অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহারই অস্থিমজ্জাদি অবলম্বনে কবি এই গ্রন্থের প্রণয়নকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া-ছেন। আর্য্যজাতির অতীত কীর্ত্তিকাহিনী এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার

সূচনাবৃত্তান্ত কাব্যাকারে বর্ণন করাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা পাঠ করিয়া, স্বদেশীয় একটি ভ্রাতারও যদি স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম এবং আত্মগৌরব ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষ হয়, তাহা হইলেই গ্রন্থকার তাঁহার শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।

নলহাটী।
১৩০৯ সাল।
১৫ই আশ্বিন।

প্রকাশক
শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

# আর্য্যসঙ্গীত।

## জাতীয়নিগ্রহ।

ভাগ।

### প্রথম সর্গ।

১

নীরব প্রকৃতি, বিশ্ব গভীর তন্ময়,
ভয়-বিস্ময়-বিভ্রান্ত-চিত্ত ভারতনন্দন।
—দেখিলা মানসনেত্রে, হত্যাভূমি কুরুক্ষেত্রে,—
আর্য্যরক্ত-তরঙ্গিণী বহে খরস্রোতে,
তাহে ভেসে যায় আর্য্যদের জাতীয়জীবন।

২

কাল-প্রভাবেতে, এই আর্য্যের অদৃষ্ট-তরী,
উজানে বহিতেছিল, অনুকূল বায়।
প্রতিকূল স্রোতোমুখে ভাঁটাল, ঘটনা পাকে
পড়িয়া দাঁড়াল কভু, পুনর্ব্বার স্রোতাধিক্যে
তর তর বেগে তরী অধঃপথে ধায়!

৩

নিম্ন হ'তে নিম্নতর, নামিতে নামিতে,
ক্রমে কিরূপে অতলে মগ্ন আর্য্যের নিয়তি?
এই কথা সবিস্তারে, জিজ্ঞাসি গিরীন্দ্রবরে,—
এইরূপ চিন্তি' চিত্তে ভারত সন্তান,
পুনঃ সম্ভ্রমে সম্ভাষি করে হিমালয়ে স্তুতি।

৪

অহো তাত, মহাকায় ! শৈলেশ বীরেশ
প্রভো ! অশেষ গুণের নিধি, প্রেমের আধার !
প্রকৃতির রাজা তুমি,— দেব ! তব ক্রীড়া ভূমি
বিশাল আসিয়া খণ্ড, অতুল প্রকৃতি-রত্নে
বিভূষিতা যেই, সেই চরণে তোমার !

৫

তব বিশ্বপ্রেমিকতা কে বর্ণিতে পারে ?
প্রভো ! তব গুণে, প্রকৃতির অতুল উন্নতি !
তোমার প্রেমাশ্রুপাতে, বহিতেছে খরস্রোতে,
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি,
মর্ত্ত্যে বিখ্যাত, বিশাল যত পূত স্রোতস্বতী।

৬

বিগত প্রলয়—জল-প্লাবনে, যখন—
প্রভো ! বহু সহস্রাব্দ জলে ছিলে নিমগন ;
পৃথ্বীর সর্ব্বোচ্চ ভাগে, তুমিই জাগিলে আগে,
তোমার শ্রীঅঙ্গ-ধৌত-কুসুম-চন্দনে,
সর্ব্ব প্রথমে, ভারতবর্ষ হইল সৃজন।

৭

এই সে কারণে তুমি সকলের আদি, প্রভো !
আর্য্যদের বিশেষজ্ঞ আশ্রয় মহান্।
তব অত্যুন্নত ক্রোড়ে, আর্য্যভাগ্য ক্রীড়া ক'রে,
কিরূপে ক্রমশ মগ্ন দক্ষিণসাগর
ঘোর অতলস্পর্শেতে ?—তাই কহ ভগবন্ !

৮

যে পথে আর্য্যের সেই অদৃষ্টতরণী, প্রভো !
গেছে অধঃপাতে, তাহা কর প্রদর্শন।
সেই পথে যাব সবে, অধঃপাত হয় হবে,—
অদৃষ্টের সঙ্গে তথা, হয় যদি দেখা,
তবে অবশ্যই উদ্ধারিব জাতীয়-জীবন।

৯

এতেক কহিয়া ধীর হইলা নীরব,
দেখ সহসা প্রকৃতি স্বর্গসৌন্দর্য্যে ভাসিল,
সহসা গগনে যেন নব ঘন গরজন—
শব্দ সুগম্ভীর, তাহে মধুর শীতল-প্রভা
স্বর্গীয় অমৃত ময়ী বিদ্যুৎ হাসিল !

১০

বহে স্বর্গগন্ধবহ সুরভিঅমৃতরেণু,
অপ্সরা-সুকণ্ঠ-গীতি, বীণাবেণুতান,
গিরিতরঙ্গিণী চয়, সহসা উজানে বয়,
বিরাট অক্ষয় শান্তি-প্রস্রবণ শৈল-রাজ,
সম্বোধি গম্ভীরে কহে ! "ভারত সন্তান—

১১

আর্য্যের নিয়তি-সূত্র ধরি মোর বাক্যপথে
চল পুত্র, অদৃষ্টের পাবে দরশন।
স্বজাতিবৎসল তুমি, তব প্রতি প্রীত আমি,
অবশ্য লঙ্ঘিবে তুমি দুর্ভাগ্যজলধি,
তবে শুন বলি—অতঃপর ঘটিল যেমন।

১২

মহাযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে ভারতের বীরবৃন্দ
করিলে শয়ন, হ'ল শান্তির উদয়!
আত্মহত্যা করিবারে, কিরূপ অকুতোভয়ে,
মহারণে বীরবৃন্দ প্রকাশি বিক্রম,
সবে, তৃণবৎ ত্যজে গেল সংসার আলয়!

১৩

আপনা-বধের পাপঅগ্নিতে, কিরূপে
নিজ বাহুবল-গর্ব্বাহুতি দিল আর্য্যগণ,
মনুষ্যের বাহুবলে, কিরূপ কুফল ফলে,
বাহুবল কতদূর পায় পরিণতি,
তাহা, স্বচক্ষে দেখিল ক্ষুব্ধ আর্য্যের নন্দন!

১৪

কুরুক্ষেত্রে শবারণ্যে শরশয্যা-শায়ী ভীষ্ম,
কহিলা যে শান্তিকথা, শুনিল সংসার।
গোবিন্দ কহিলা যোগ, 'শান্তিহীন ইহ লোক,
ধন জন বাহুবল, ব্যর্থ সমুদয়,
শুদ্ধ পরলোকসুখমাত্র স্থায়ী সত্যসার!'

১৫

শান্তি শান্তি শান্তি রবে পূরিল সংসার,
আহা শান্তি কি পদার্থ, শান্তি কোথা গেলে পাব?
কে আছে এমন জন, করে পথ প্রদর্শন?
ধন জন বাহুবল ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ-সুখ,
অশান্তি নিদান,—তবে কোথা সুখী হব?

১৬

ছাড় ধনুর্ব্বেদশাস্ত্র, শস্ত্রব্যবসায়,
ছাড় ইহলোক মায়ামোহ রাজ্য ধন জন।
চলহ সংসার ছেড়ে, সংসার-সমুদ্র-পারে,
আছে সুখশান্তিপূর্ণ স্বর্গপ্রাণারাম,
এস, এই পথে মহাযাত্রা করি ভ্রাতৃগণ!

১৭

এই শিক্ষা দিয়া পৃথ্বীপতি যুধিষ্ঠির
ভ্রাতা ভার্য্যাদি স্বগণ সহ গেল শান্তিপুরে,
শান্তির কারণে সবে, ব্যাকুল হইল ভবে,
ভূদেব ব্রাহ্মণগণ, শান্তিরাজ্যে নেতা,
তাঁরা কহিলা 'আমরা পথ দেখাব সবারে।

১৮

এই দেখ বেদ বিধি, মুক্তির মহৎ মন্ত্র
আমাদের হাতে, মোরা ধর্ম্ম-অবতার।
যা ক'বে ব্রাহ্মণগণ, ভক্তিভাবে তাই শুন,
বেদ ব্রহ্মে তোমাদের নাই অধিকার,
শুদ্ধ, আমাদের কথা শুনে পাইবে নিস্তার!'

১৯

যা চাহে সংসার তার শিক্ষক ব্রাহ্মণ,
ব্রহ্মবিদ্যা কি দুর্জ্ঞেয়বস্তু জানে বিজ্ঞজন;
জ্ঞানের তুফানে প'ড়ে, অচ্ছেদ্য ব্যবস্থাডোরে
বিবদ্ধ সংসার, ডাকে ত্রাহি ত্রাহি রবে,
ক্রমে এমনি ব্রাহ্মণ্যকাল হইল তখন!

২০

সকলে সমস্ত ত্যাগী—মুক্তি-আশে ব্রাহ্মণের
চরণে বিক্রীত তবু না পায় অন্তর,
ভূদেব ব্রাহ্মণ গণে, বসাইয়া শীর্ষ স্থানে,
পুষ্পাঞ্জলি দাও পদে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি,
তবু না পাইবে তাঁহাদের জ্ঞানের গুমর!

২১

বেদ ধর্ম্ম, বেদ অর্থ, বেদ মোক্ষ কাম,
হেন বেদেতে বঞ্চিত করি শূদ্র সাধারণে;
স্বার্থের সেবার তরে, কল্পনায় মানবেরে
আচ্ছন্ন করিয়া, ক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধ্বজা
বহুশত বর্ষ উড়ে ভারত গগনে!

২২

স্বার্থের সঙ্কীর্ণ পথে ব্রাহ্মণ্যজ্ঞানের স্রোতঃ
সীমাবদ্ধ হ'ল, ক্রমে প্রকৃত তত্ত্বেতে
অশ্রদ্ধা করিয়া সবে, প্রভুত্বসাগরে ডুবে,
বিকৃত করিল সত্যসরলস্বর্গীয়পথে,
অমৃতমন্থনে বিষ উঠিল ভারতে!

২৩

কাল্পনিক আড়ম্বরে মাতায়ে সংসারে,
অতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা আচরে সকলে!
বৈষম্যবিরুদ্ধ ভাবে, শূদ্রগণ ত্রাহি রবে—
করে আর্ত্তনাদ! ক্রমে প্রকৃতির প্রিয়পুত্র
সাম্য-অবতার বুদ্ধ উদয় ভূতলে!

২৪

দয়ার সাগর বীর, প্রকৃত যোদ্ধার বেশে,
বৈষম্য-বিধির মূলে হানিয়া কুঠার,
ব্রাহ্মণের অত্যাচার নাশি, ন্যায় স্বত্বোদ্ধার
করিয়া মুক্তির পথ দেখাতে সংসারে,
মর্ত্ত্যে জন্মিলেন শুভক্ষণে বুদ্ধ অবতার।

২৫

বেদের বিরুদ্ধে কথা কে কহে তখন?
কেবা এত স্পর্দ্ধা ধরে এই অবনী মধ্যেতে?
প্রকৃত পুরুষ-সিংহ, বাক্যবীর শাক্যসিংহ,
ন্যায়ের সুতীক্ষ্ণ অসি ধরি দৃঢ় মতে,
প্রভু, অবতীর্ণ হইলেন জ্ঞানসংগ্রামেতে।

২৬

ন্যায়ের নির্ম্মলজ্যোতিঃ প্রভায়, অচিরে
ম্লান হইল স্বার্থের ভাব, দেখিল সংসার;
ব্রাহ্মণে বিজয় করি, বেদের শৃঙ্খল ছিঁড়ি—
জীবে উদ্ধারিয়া দিলা মুক্তিমন্ত্র সবে,
বুদ্ধ—উদার ভাবেতে বর্ণ না করি বিচার!

২৭

জ্ঞানের ঈশ্বর বুদ্ধ, দয়ার সাগর
বীর কামনাবিজয়ী ভবে শান্তির আধার;
নাই ছোট বড় জ্ঞান, নাহিক স্বার্থের ভাণ,—
নাই বর্ণ বিচার, আচারে শ্রেষ্ঠতম,
পূত-মুক্ত-আত্মা মুক্তিপথে সহায় সবার!

২৮

বুদ্ধের অধ্যাত্মজ্ঞান, কিরূপ উন্নত
সত্য সার সমন্বিত, তাহা দেখিল সকলে ;
আর্য্যের অদৃষ্টতরী, যুগেক দাঁড়াল ফিরি—
ভারত প্লাবিয়া স্রোতঃ বহিল উজানে,
ক্রমে আমার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ লঙ্ঘি বেগ বলে,—

২৯

তিব্বত, তাতার, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ
প্লাবিয়া, ক্রমেতে লঙ্ঘি দুস্তর সাগর
সিংহলে বহিল স্রোতঃ। স্পর্শিয়া অর্ণব পোত,
ইয়োরোপে গ্রীস আদি প্রাচীন সুসভ্য দেশে
উঠিল তরঙ্গ, ধন্য বুদ্ধ গুণাকর !

৩০

ধন্য ধন্য ধন্যরবে পূরিল সংসার !
বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব-ধ্বজা উড়িল অম্বরে ;
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম," "নির্ব্বাণ-মুক্তির মর্ম্ম"—
বুঝিয়া অনেকে ত্যজি রাজ্যধনজন
লয়ে কৌপীন সম্বল, ত্যজি চলিল সংসারে !

৩১

আর্য্য মধ্যে, ধর্ম্মভেদে দুই দল হ'য়ে,
ঘোর জ্ঞানের সংগ্রামে মত্ত হ'ল আর্য্যগণ !
ধর্ম্ম বিপ্লবের ফলে, চিন্তার অনল জ্ব'লে
উঠিল ভারতে, হ'ল অতুল হৃদয়োৎকর্ষ
অধ্যাত্ম-উন্নতি, যাহা হয়নি কখন ! (১)

(১) এই সময়ে ঈশ্বর ও বেদ প্রতিপাদক দর্শন শাস্ত্র সকলের সৃষ্টি হয়।

৩২

ভারতের রত্নগর্ভ, রাশি রাশি ধন রত্ন
করিছে প্রসব, তাহে নাই প্রয়োজন ;
বণিক বিলাসী যারা, ধন রত্নে বদ্ধ তারা—
জ্ঞানী চাহে চিরশান্তি নির্ব্বাণমুক্তির তরে
বাসনা জিনিতে—আর ভক্তিপ্রীতি ধন !

৩৩

নাই হত্যা নিষ্ঠুরতা, না হয় তুমুল রণে
রুধির বর্ষণ, সুখে পরিপূর্ণ পুরী।
ধার্ম্মিক সে মুক্তি আশে ত্যজি যায় গৃহ বাসে,
বিধর্ম্মী বিলাসী সুখে বিভোর সতত,
সুখ খুঁজিতে না হয়—যথা তথা ছড়া ছড়ি !

৩৪

এক দল অধ্যাত্মচিন্তায় নিমগন,
তাহে জন্মিল তত্ত্বজ্ঞ ন্যায়-দার্শনিকগণ।
অপর বিলাসে মত্ত, না চাহে কঠোর তত্ত্ব,
সরস সাহিত্যনাট্য, সঙ্গীতনৃত্যেতে মগ্ন—
তার ফলে জন্মিল গায়ক নটগণ।

৩৫

বুদ্ধ বুঝাইল জীবে নির্ব্বাণমুকতি,
প্রাজ্ঞ দার্শনিক, অন্য ভাবে বুঝালেন তাই !
ধার্ম্মিক নির্ব্বাণ-পথে, যায় অবনত মাথে,
ইহকাল জঞ্জাল যা'দের সংস্কার,
যারা মুক্তির উপায় চিন্তি, অস্থির সদাই ;—

৩৬

ইহকাল যাহাদের পরীক্ষার স্থল,
কিম্বা অবিদ্যা-কল্পিত অতি অকিঞ্চিৎকর,
তাহারা কিসের তরে, পূজিবে ইহ সংসারে?
দেবতা তাহারা, স্বর্গ নিবাস তাদের,
এথা এসেছে ভুগিতে দুঃখ, ফিরিবে সত্বর!

৩৭

জন্মিল অনেক শিল্পী নট, সুগায়ক
প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, দার্শনিক—কিন্তু কি হ'ল তাহাতে?
অনায়াসলব্ধধনে, সুখী হল সর্ব্বজনে,
তাহাতেই কি হইল? যা হইল তাহা
আশুসুখকর বটে, কিন্তু অশুভ গৌণেতে।

৩৮

গায়ক গাহিল চিত্তসুখেরউচ্ছ্বাস,
তাহে ভোগ-সুখ-লালসা বাড়ায় দ্বিধি মতে!
তাহারও অভাব নাই, যাহা চাই তাহা পাই;
এরূপ সুখের ফল আলস্য জড়তা!
ইথে, মানবেরে ধীরে ধীরে লয় অধঃপাতে।

৩৯

এ জাতির অদৃষ্টের গতি কোন্ দিকে,
তাহা চিন্তা করি ফেটে যায় পাষাণ হৃদয়!
সংসারে কিছুই যারা চাহেনা, অথবা যারা
না চাহিতে পায়, হেন জাতির যে পরিণাম
ঘটেছে সমস্ত, বুঝে দেখিলেই হয়!

৪০

এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত,
ক্রমে বৌদ্ধগণ পৌত্তলিক হইল কার্য্যেতে!
অদ্যাবধি অবনীতে, আস্তিক্য নাস্তিক্যপথে,
যে দিকে যে থাক, যত হোক সূক্ষ্ম তত্ত্ববাদী,
পরিণামে পৌত্তলিক হইবে হইতে।

৪১

মূলতত্ত্ব অবিকৃত থাকে যতদিন,
ভবে, ততদিন স্থির থাকে ধর্ম্মের জীবন।
যাহে যত সত্যরবে, তাই তত স্থায়ী হবে,
মিথ্যাহীন সত্য কোথা দেখেছ ধীমান?
তবে সমধিক সত্য বটে বুদ্ধের বচন।

৪২

"নিষ্কাম নির্ব্বাণ ধর্ম্ম" চিন্তার চরম সীমা,
কল্পনায় পরাকাষ্ঠা, কিন্তু প্রেমহীন!
প্রেমের প্রকৃতি এই, পরমুখাপেক্ষী সেই,
"নিষ্কাম নির্ব্বাণ" কারো করে না অপেক্ষা,
তাহে মনুষ্যের অনুরাগ রহিবে ক'দিন?

৪৩

প্রেম যাহে নাই, তাহে কিরূপে তিষ্ঠিবে বল
মানব হৃদয়? শুষ্ক বুদ্ধি, চিন্তা, জ্ঞান—
হৃদয়ে উপেক্ষা ক'রে ক'দিন থাকিতে পারে?
ক'দিন থাকিবে বৌদ্ধকঠোর তাত্ত্বিক?
ক্রমে জুড়াইতে জ্ঞানানল-তপ্ত মনঃ প্রাণ—

৪৪

প্রেমের শীতল সুধাহ্রদেতে ডুবিয়া,
সেই জ্ঞানগুরু শাক্যসিংহ দেখিল নয়নে ;
অভ্রান্ত অজেয় জ্ঞান, কামজয়ী ভগবান,
মুক্তি কল্পতরু, আর্ত্ত মানবের গুরু,
প্রভু ভক্তির আধারে হৃদে স্থাপিল তৎক্ষণে !*

৪৫

জ্ঞান মোক্ষ পরকাল চিন্তায় বিভোর কেহ,
কেহ অনায়াসলব্ধ সুখে নিমগন !
কেহ যায় বৌদ্ধমতে, কেহবা বৈদিক-পথে,
নানা মতে মতান্তর, মনান্তর জনে জনে,
হেন কালে কে ঠেলিল পশ্চিম তোরণ ?

৪৬

কে ঐ বীরেন্দ্র—শ্বেত-কান্তি-সুবিশালতনু
আজানুলম্বিত-ভীমবাহু ? বক্ষঃপাটা—
বিস্তৃত কবাট-সম, সিংহগ্রীব, অনুপম
বীরভাব রঞ্জিত সতেজ চক্ষু প্রভা,
রণ-প্রতিভাপূর্ণিত দীর্ঘ ললাটের ঘটা ?

---

* বৌদ্ধগণ যখন ধর্ম্মের মৌলিকতা বিস্মৃত হইয়া পড়িল, সেই সময়ে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অভিনব অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করেন। ইহাঁর দ্বারা বৌদ্ধদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া, পুনর্ব্বার ভারতে ব্রাহ্মণ্যজ্ঞানের দৃঢ়ীকরণ হয়। ইহা আলেকজাণ্ডারের বহু পরবর্ত্তিকালের ঘটনা। সুতরাং এস্থলে তাহার বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক।

৪৭

শ্যাম শ্মশ্রু সুশোভিত বদনমণ্ডলে
বীরস্ফূর্ত্তি অনুপম, শিরে কিরীট লোহার !
লৌহ পরিচ্ছদ পরা, কৃষ্ণকায় অশ্বে-চড়া,
অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত, করে জয়ধ্বজা,
তাহে, লিখা আছে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার !

৪৮

ভারতের সিংহদ্বারে আঘাতি সবলে
মহাপরাক্রান্ত বীরবর দিগ্বিজয়ী ভাবে,
জলদগম্ভীর স্বরে, গগন বিদীর্ণ ক'রে
ডাকিতেছে আর্য্য-দিগে সংগ্রাম কারণে !
পৃথ্বী শঙ্কিত, কম্পিত তাঁর সৈন্য পদদাপে !

৪৯

মুক্তিসুখমগ্ন আর্য্য, অদৃষ্টের আশ্রয়েতে
সুখে নিদ্রা যায়, নাই ভ্রুক্ষেপ কিছুতে,
বীরের আহ্বান কাণে পশিল না, কেহ শুনেও
শুনিলনা, সন্নিকটে আছিল যাহারা,
তা'রা জাগিল সহসা ঘোর অশনি সম্পাতে !

৫০

নিদ্রিত নিশ্চেষ্ট আর্য্য চমকিত, বিঘূর্ণিত,
বিভ্রান্ত হইয়া নেত্র করে উন্মীলন,—
—যে দিকে নিরখে হায় ! আকাশ পাতাল ! তায়
নাই সূর্য্য, নাই চন্দ্র, নক্ষত্র, কেবল
ঘোর নিবিড়ান্ধ-কারে হয় বজ্র বরিষণ !

ইতি আর্য্যসঙ্গীত জাতীয়নিগ্রহ মহাকাব্যে
অবতরণিকা নাম প্রথম সর্গ।

# দ্বিতীয় সর্গ।

১

সিন্ধু প্রায় সিন্ধুনদ ভারত পশ্চিম প্রান্তে দুর্ল্লঙ্ঘ্য পরিখা।
কার সাধ্য সহজে সমর্থ লঙ্ঘিবারে এই স্বভাবের রেখা ?
উত্তরে র'য়েছি আমি, রক্ষিতে সুবর্ণ ভূমি,—
—প্রাকৃতিক প্রাকার-আকারে নিরবধি, কিন্তু বিধির যে লেখা
খণ্ডিতে কে পারে ? ঘোরতর মেঘাকারে
গ্রীক্ কটক আটকে দিল দেখা !

২

ভারতের ধূলি মাটি স্বর্ণ রেণু-রঞ্জিত, বৃক্ষে রত্ন ফলে,
অকর্ষিত ক্ষেত্রে শস্য জন্মে যত্ন বিনা, কামধেনু দলে দলে
যদৃচ্ছা বিচরে সব, স্বর্গে নাই এ বৈভব,
নির্ঝরে ঝর্ঝরে সুধা ঝরে অনিবার, পুণ্য-জাহ্নবীর জলে
জীবন ত্যজিলে মর্ত্ত্যে জনম না হয়, সুনিশ্চয়
যায় অমরায় চ'লে।

৩

এ অপূর্ব্ব জনশ্রুতি শুনিয়া গ্রীসীয়গণ লোভোন্মত্ত মনে,
ভারত বিজয় তরে এসেছে এবার, সিন্ধু পারিবে কেমনে ?
এমনি আকাঙ্ক্ষা মনে, বীর পদ-প্রহারণে,
বিদারণ করি বারিরাশি, মাসিডোনিওরা যাবে হিন্দুস্থানে !
দেখি এ দৃঢ়তা, এ বীরতা, সিন্ধু অভিভূত
আকুলিত হইল জীবনে

৪

হায়রে বিধাতা ! কেন ভারতভূমিরে, ঘোর মরুভূমি ক'রে
সৃজিলেনা ? স্বর্ণপ্রসূ করিলে অপার দুঃখে ডুবাবার তরে ?
অতুল ঐশ্বর্য্য খ্যাতি, শুনিয়া যবন জাতি,—
ভারতের কোমলাঙ্গে করিতে প্রহার সমবেত সিন্ধু তীরে।
অহো ! বন-হরিণীর কাল হইল মৃগ-মদ
সম্পদেরে নাভিপদ্মে ধরে।

৫

বিজয়ী গ্রীসীয় সেনা দুর্ণিবার, দুস্তর সিন্ধুরে নাহি গণে,
নৌসেতু রচিয়া সিন্ধুর বক্ষোপরে, পার হ'ল হৃষ্ট মনে।
ভারত রাজন্যগণ, বৈদেশিক আক্রমণ—
কেমন বিষয় তাহা জানিতনা, বাধা তাই দি'না তৎক্ষণে,
অবাধেতে আলেকজাণ্ডার, পার হ'ল সিন্ধুনদ
ল'য়ে নিজ সৈন্যগণে।

৬

দেবভূমি ভারত ভূমিতে পদ দিয়া বীর আলেকজাণ্ডার,
বিজয়িনী সৈন্য প্রতি চাহি, অমনি হ'ল বিজয় হুঙ্কার !
সে সৈন্য-সাগর দম্ভে, গর্জ্জনে মেদিনী কম্পে,
সমুদয় স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ আকাশ, অশনি শব্দে চকিত সংসার !
"জয় যুপিতর পুত্র আলেকজাণ্ডার পৃথীপতি !"—
শব্দ হইল আবার।

৭

দেব ভূমি ভারত ভূমিতে পদ দিয়া বীর আলেকজাণ্ডার,
আরিস্তাতালাদি মন্ত্রী মিত্র দিকে চাহি
হৃদে আনন্দ অপার!

পুলকে পূর্ণিত কায়, কহিলা "এ সেই, যায়—
পূর্ব্ব পিতামহগণ না দেখেও চক্ষে, খ্যাতি গাহিত যাহার,
এ সেই হিরণ্ময়ী ভারতবিজয় কথা,
সত্যই কি সফল আমার ?

৮

অবশ্য কল্পনা সত্য হইবে এবার, নাই সন্দেহ তাহার।
সাম্রাজ্য সম্পদ যত দেখিতেছ, এই অসি পতাকা আমার,
সিন্ধু অতিক্রম ক'রে, ভারতের পুর-দ্বারে,
আসিয়াছি অবাধে বিজয়ী সেনা সঙ্গে,
মোরে কে পারে আবার ?
স্বর্ণপ্রসূ এ ভারতে, স্বর্ণ রত্ন কত আছে,
মিত্রগণ ! দেখিব এবার।

৯

হে আমার পৃষ্ঠবল স্বদেশমঙ্গল গ্রীক ধুরন্ধরগণ !
হে আমার চিরসঙ্গী সংগ্রামে অজেয় প্রিয় গ্রীক্ সৈন্যগণ !
তোমাদের বাহু বলে, সমুদয় ভূমণ্ডলে
স্বদেশের পদতলে নত শির করাইব, এই মোর পণ,
তোমাদের তরবারে সমুদয় বসুন্ধরা একচ্ছত্রে করিব শাসন।

১০

তোমরা হে বীরমাতা গ্রীসের নন্দন, সবে সিংহসম রণে,
কত শত মহাযুদ্ধ অবাধে করেছ জয় নখর তাড়নে !
পৃথ্বী ব্যাপী অধিকার, হয় তোমা সবাকার,
যদ্যপি ভারত, ব্রহ্ম, চীন এই দেশত্রয়ে পেরে উঠ রণে।
অহো গ্রীক্‌গৌরব সৈনিকগণ ! তা হইলে বীরকীর্ত্তি
থাকে ত্রিভুবনে !"

১১

ীরের উৎসাহবাক্যে, সিন্ধুজিনি গ্রীক্‌সৈন্য গর্জ্জিয়া উঠিল।
উদ্দীপনে, দীপ্তমনে, উৎফুল্লনয়নে, প্রভু প্রতি নিরখিল!
যত সৈন্য একেবারে, অসি নিষ্কোষিত করে—
আপন ললাট'পরে স্থাপিয়া, প্রভুর আজ্ঞা আনন্দে বন্দিল।
জয় যুপিতরপুত্র অবনী বিজয়ী" শব্দে
পুনঃ সৈন্য-সাগর গর্জ্জিল।

১২

শত শত নিষ্কোষিত তরবারী রবি-কর-জালে
জ্বলে উঠিল তখন;
যেন, শত শত বজ্রসূচক-বিদ্যুৎ-দামে চকিত ভুবন!
সৈন্যদের হুহুঙ্কারে, হ'ল যেন একেবারে
সহস্র অশনি শব্দ,—সমুদয় সৃষ্টিরাজ্য প্রলয়কারণ!
মহা মেঘভারে যেন অবনত, বিক্ষোভিত হ'য়ে
ভেঙ্গে পড়িল গগন!

১৩

অতঃপর আলেকজাণ্ডার, সসৈন্যেতে তক্ষশীলা পুরদ্বারে
আসি, সেনানিবাস স্থাপিল সুবিস্তৃত দিব্য প্রশস্ত প্রান্তরে।
ভারতের গতি মতি, জানিতে উৎসুক অতি,
গুপ্তচর প্রেরণ করিলা এ কারণ আর্য্য দেশ অভ্যন্তরে।
পথ ঘাট নগর প্রভৃতি কি কোথায় কি প্রকার
তাহা জানিবার তরে।

১৪

তক্ষশীলা-অধীশ্বর রাজা তক্ষশীল, মনে প্রমাদ গণিয়া,
পুরদ্বার রুদ্ধ করি গ্রীক্ শিবিরেতে দিলা দূত পাঠাইয়া।

স্বর্ণ রত্ন অলঙ্কার, বহুমূল্য দ্রব্য ভার,
গজ বাজী দাস দাসী উপহার সঙ্গে দূত শিবিরে আসিয়া,
তক্ষশীল নৃপতির মিত্রতাজ্ঞাপক পত্র দিয়া,
বীরে সাদরে বন্দিয়া—

১৫

দাঁড়াইল রাজদূত, দেখিয়া অবনীপতি আলেকজাণ্ডার,
অতিমাত্র সমাদরে সম্ভাষি' দূতেরে করি অভয় অঙ্গীকার,
বসাইয়া সন্নিকটে, কহিলেন অকপটে
"দূতবর! যুপিতর সুমঙ্গল করিবেন তোমার রাজার,
একান্ত বাধিত প্রীত হইয়াছি পে'য়ে
তক্ষশীলের এ প্রীতি-উপহার।

১৬

এতেক কহিয়া বীর মন্ত্রীদিগে কহিলেন পত্র পড়িবারে,
রাজাজ্ঞায় পত্র পাঠ করিলা প্রধান মন্ত্রী আনন্দ অন্তরে,—
"হে ভুবনজয়ী বীর! ভাঙ্গিতে পক্ষীর নীড়
কিজন্য এ আয়োজন? ইহাতে কি বীরকীর্ত্তি থাকিবে
সংসারে?
"বীরবর! ক্ষুধিত হ'লেও সিংহ কদাচই শশক শিকার
নাহি করে!

১৭

এ শরণাপন্নজনে নিতান্তই অনুগত জানিবে তোমার।
অনুগতজনে রক্ষা করা বীরধর্ম্ম, ইহা প্রসিদ্ধ সংসার।
অভয় প্রত্যয় দানে, উৎকণ্ঠা আকুল প্রাণে
সুস্থ করি, কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রাখ, এই প্রার্থনা আমার।
এ মূষিক, দণ্ডেতে সুড়ঙ্গ কাটি লুঠিয়া আনিয়া দিবে
ভারত-ভাণ্ডার।

১৮

হে রাজন! শিলীমুখ স্বভাব-নিপুণ পুষ্প মধু আহরণে,
মাতঙ্গ যা পারেনা, তা' পতঙ্গ সুসিদ্ধ করে থাকে কোনো
স্থানে।

কোথায় কি ক্ষত আছে, জানহ মক্ষিকা কাছে,
ক্ষুদ্রেরাও বৃহত্তর কার্য্যের সহায় হ'তে পারে কোনো দিনে
অতএব ক্ষুদ্র কভু উপেক্ষার যোগ্য নহে
সর্ব্বলোকনীতির বচনে।

বীরবর! সাগর সমান সীমাশূন্য তব হৃদয়মহিমা;
দৈববলে, বাহুবলে একত্র করিয়া বিধি গড়িয়াছে তোমা।
ধন্য তব অধিকার, ধন্য তব অহঙ্কার।
আমি ক্ষুদ্র কোন্ ছার, নিজগুণে হে বীরেন্দ্র!
কর যদি ক্ষমা,
তা' হ'লে তোমার দয়া দক্ষতার ইয়ত্তা রবেনা,
রহিবে না খ্যাতি সীমা!

হে মহাত্মা! ভবদীয় মহান সম্মান তরে কিবা দিব আর?
মোর দত্ত অকিঞ্চিৎকর যৎকিঞ্চিৎ প্রীতিশ্রদ্ধাউপহার,
গ্রহণ করিয়া মোরে, চির কৃতজ্ঞতা ডোরে
বদ্ধ রাখ, হে রাজেন্দ্র! তাহা হইলে আশাপূর্ণ
হইবে আমার।
তব যোগ্য নহে বলি প্রত্যাখ্যান করিও না, ক্ষমা ক'রো
ধৃষ্টতা আমার।"

২১

এইরূপ পত্রভাবে আলেকজাণ্ডার অতি প্রফুল্ল অন্তরে
ভাবিলেন,“ভাল বটে ঘটনা বিধির, তক্ষশীলে বাধ্য ক'রে
আরোহিয়া মনোরথে, যাইব উদ্দেশ্য পথে,
এ সুন্দর অনুকূল উপায় নিশ্চয়—রাজলক্ষ্মী-লাভ-তরে
হইয়াছে উদ্ভাবিত, অসম্ভব সম্ভব হইল,
আর কে পারে আমারে ?”

২২

অনন্তর পত্রোত্তর এইরূপ লিখিলেন আলেকজাণ্ডার—
“তক্ষশীলা-অধীশ্বর রাজা তক্ষশীল, দক্ষ সহায় আমার,
তব প্রীতি উপহারে, পরম প্রীত-অন্তরে
হইয়াছি, হে সুবিজ্ঞ-বান্ধব! নিতান্ত বাধ্য হ'য়েছি তোমার,
তোমার রাজ্যের অতি নিশ্চিন্ত রক্ষক আমি
থাকিলাম, চিন্তা নাই আর।

২৩

বিদেশী অতিথি আমি, অতিথিসৎকার-কার্য্যে তুমি বিচক্ষণ
সর্ব্বেশ্বর যুপিতর করুন তোমার সর্ব্ব মঙ্গল সাধন!
তোমার এ ব্যবহারে, উপকার অঙ্গীকারে
অটল প্রত্যয় মোর জন্মিয়াছে, নত শির শত সৈন্যগণ,
নিরুদ্বেগে নিদ্রা তুমি যাও, পদে কণ্টক ফুটিলে
আমি করিব মোচন।

২৪

সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি তব সনে, মনে না করি সংশয়
শিবিরে আসিবে, যত বাসনা প্রকাশি তাহা ক'ব সমুদয়।

এ মোর বিশ্বাস মনে, আমাদের সম্মিলনে,
কোনো গূঢ় অভিপ্রায় আছে ঈশ্বরের,
হবে শুভ সুনিশ্চয় !
উভয়েরি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বহু সুযোগ সম্মুখে
দেখে লইলেই হয় !

২৫

হে রাজন ! ভবদীয় মনোহর সারগর্ভ পত্র পাঠ ক'রে,
অতিমাত্র কৌতূহল জন্মিয়াছে তব সনে সাক্ষাতের তরে !
বহু অনুগ্রহ উক্তি ক'রেছ আমার প্রতি,
এ জন্য কৃতজ্ঞ অতি রহিলাম, ভাসিলাম প্রীতি পারাবারে.
মিত্রবর ! শত শত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন,
নিজ করুণ-অন্তরে !

২৬

প্রতি-উপহার আর কি দিব তোমারে ? এই গজমতি হার
দিলাম কণ্ঠের মোর, আফ্রিকার মহারণ্যে জনম যাহার !
আমি তব অনুকূল মিত্র, তার নাই ভুল
এই অভিজ্ঞান হেতু উপহার দিলাম এ প্রিয় তরবার,
তক্ষশীলা রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রীক্‌গণ ধরিবেনা অসি,
প্রমাণ তাহার !"

২৭

এইরূপ পত্রোত্তর দিলা দিগ্বিজয়ী-বীর হ'য়ে কুতূহলী.
রাজদূত রাজউপহার পত্র লইয়া স্বগণ সঙ্গে গেল তবে চলি.
অশেষ সন্তোষমনে, তক্ষশীল সন্নিধানে.
কহিলা, যে সমাদর করিল তাহার প্রতি গ্রীক্ মহাবলী.
কহিলা সে জয়শ্রীভূষিত মহা বীরের পুরুষভাব
প্রকৃতি প্রণালী !

২৮

তদন্তর উপহার হার তরবার দিয়া তক্ষশীল করে
বলিলা সে দূত, রাজা পত্র পড়ি ভাসিলেন পুলক সাগরে।
অত্যন্ত প্রফুল্ল চিতে পুরস্কৃত করি দূতে
মঙ্গলাচরণ হেতু তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিল সমস্ত নগরে।
মুক্ত হ'ল পুরদ্বার, হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে লোক কোলাহল করে!

২৯

রাজপথপার্শ্বে রম্ভা তরুরাজি রোপিত হইল সারে সার,
প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইল সুরঞ্জিত সহকার!
নানা পুষ্প মাল্য ভারে, রঞ্জিল তোরণ-দ্বারে,
নানা বাদ্য মুগ্ধস্বরে বাজিতে লাগিল, শুনে লাগে
চমৎকার!
তুরী ভেরী দগর দুন্দুভি ডঙ্কা আরাবে প্রণিত হ'য়ে
উঠিল সংসার।

৩০

রাজবাটী পরিপাটী সজ্জিত হইল মনোমোহন আকারে,
চমৎকার দরবার-বাহার! তাহার কথা বর্ণিতে কে পারে?
চারি রাজপুরদ্বারে, উচ্চ নহবৎ 'পরে
আড়বাঁশি সানাই নাগড়া কাড়া বাজিছে মধুরে!
সৈন্যগণ হৃষ্টমন শান্তির সংবাদে, মহোৎসব সব
করিছে শিবিরে

৩১

রাজপুরী পরিপূর্ণ মহাসমারোহে, সভা জিনি রত্নাকর!
রজতের স্তম্ভ-সারি সুবর্ণ-রত্নের-শিল্পে-খচিত সুন্দর

সমস্ত গৃহ প্রাচীরে রত্ন রাজি স্তরে স্তরে
খচিত! বিচিত্র শোভা প্রভায় নয়নে ধাঁধা লাগে নিরন্তর!
শত শত রতন আসনে উপবেশন ক'রেছে যত রাজসহচর।

৩২

মহারাজা তক্ষশীল সর্ব্বোচ্চ-মহার্ঘতম রত্ন সিংহাসনে
উপবিষ্ট, মহামূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া হৃষ্টমনে!
রতন কিরীট শিরে শোভে, রত্ন ছত্র ধ'রে
দাঁড়ায়েছে কিঙ্কর, কিঙ্করীগণ হেমরত্ন বিচিত্রভুষণে
ভূষিত হইয়া, রত্নদণ্ডযুক্ত চামর ঢুলায়,
স্তুতি গায় বন্দিগণে।

৩৩

সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার, কুল পতিগণ, অতি আড়ম্বরে
সম্মানার্হ আসন গ্রহণ করি বসিয়াছে সভার ভিতরে,
সভার পশ্চাৎ ধারে যবনিকা অভ্যন্তরে,
অন্তঃপুর-অলঙ্কার-কুলকন্যা কুল বসিয়াছে সমাদরে!
অতঃপর মহারাজ তক্ষশীল, অমাত্যপ্রধান প্রতি
সম্বোধন ক'রে

৩৪

কহিলা—"হে ধনদাস অমাত্যপ্রধান! তব কৌশলপ্রভাবে,
বিপ্লব বিগত, শান্তি করগত, অব্যাহতি পেলাম আহবে!
সেই দিগ্বিজয়ী বীরে রণে কে জিনিতে পারে?
নিরাপদ জনপদ হইল আমার, দুটী লক্ষ্য এক তীরে
বিঁধিলাম, সাধিলাম মহৎ ব্যাপার! সুকৌশলে আর
কে আঁটে আমারে?

৩৫

পঞ্চনদেশ্বর পুরু বীর বলি বড়ই বড়াই ক'রে থাকে,
কি প্রকার বীরত্ব সে দেখায় এবার দেখা যাইবে
তাহাকে!

এমনি স্পর্দ্ধিত মনে, ক্ষুদ্র ভাবে আমা জনে!
কিছু না রাখয়ে মান, নানা কার্য্যে প্রত্যাখ্যান করেছে
আমাকে,
সে মোর মনের ব্যথা শেলের সমান, মন্ত্রিবর!
তাহা কহিব কাহাকে?

৩৬

যেরূপ দুর্দ্দম রণে পঞ্চনদেশ্বর, তাহা জানে সকলেতে,
পররাজ্য আক্রমণ করেনা, সেজন্য মোরা
আছি কোনও মতে।

এ বল গৌরব ভার সহ্য নাহি হয় আর;
গ্রীক্ দিগে বিলাইয়া দিব পঞ্চনদ রাজপ্রাসাদ সহিতে,
এ নিমিত্ত তক্ষশীলা রাজ্যের রুধির-রাশি দিব আমি
প্রফুল্ল চিত্তেতে।

৩৭

হে রাজ্যের সেনাপতিপ্রধান বিজয় বাহু!
ক্ষুণ্ণ কেন চিতে?
যুদ্ধ পক্ষপাতী তুমি গ্রীক্‌দের সঙ্গে, ফল কি হ'বে
তাহাতে?

তোমার এ রণস্পৃহা, স্বাভাবিক জানি ইহা,
কিন্তু সে মহাসংগ্রামে অনলে পতঙ্গ প্রায় হইবে পুড়িতে।
হেন নিদারুণ কার্য্য তাই পরিহরি শান্তি কিনেছি
যত্নেতে।

৩৮

পুরুর সহিত সম্মিলিত হ'য়ে গ্রীক্ সঙ্গে যদি যুদ্ধ কর,
নিশ্চয় যে হ'বে জয়ী কে তাহা বলিবে? যদি জয়ী
হ'তে পার,—
তাও ভাব পরাজয়, বহু ধন জন-ক্ষয়,
হইয়া যাইবে—রাজ্য দুর্ব্বল হইবে অতি, যুদ্ধে যদি হার,
তা'হ'লে যা' হ'বে, তাহা বলিতে কি হবে? হে বিজয়!
এই ভ্রান্ত মত ছাড়।

৩৯

ভারতের স্বাধীনতা, আকাশকুসুমসম অলীক স্বপন!
সমগ্র দেশের মোরা রাজা নহি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অগণন
র'য়েছে ভারত ভূমে, সবাই আলস্য ঘুমে,
ঢুলিয়া প'ড়েছে; নহে ঐক্য পরস্পরে করে বৈর আচরণ।
সেনাপতি! এ সব কুক্কুরস্কন্ধে করিয়া শিকার করা
মরণ কারণ।

৪০

না বুঝি বিশেষ কথা পুরুসঙ্গে মিলি চাও যুদ্ধ করিবারে,
যুদ্ধে জয়ী হ'লে সেই প্রাধান্য লভিবে করি পরাস্ত
আমারে।
স্বদেশের স্বাধীনতা, তখন কথার কথা
হইয়া পড়িবে, পুরু আপনার স্বাধীনতা রাখিবে সাদরে।
অধিক স্পর্দ্ধিত হ'য়ে উঠিবে তখন, সেই ডুবাবে অতলে
মোরে তরঙ্গ প্রহারে।

৪১

গ্রীক্ দিগে বশীভূত রাখাই মঙ্গলকর রাজ্যের পক্ষেতে,
তাহাদের সাহায্যে মহতী ইষ্ট পারিব সাধিতে।
বুঝিয়াছি বিধি মতে, গ্রীক্ সেনা সম্মুখেতে,
কেহ না রহিবে স্থির, গ্রীক্ বীরে সমরে কে পারিবে
বাধিতে?
ভারত বিজয় সেই করিবে, লুটাবে সব রাজগণ
তাহার পদেতে!

৪২

এ অবস্থা আলোচনা করি বিধিমতে মন্ত্রী ধনদাস সনে,
সর্ব্বাগ্রেই বশীভূত করিয়াছি গ্রীক্‌বীরে বিবিধ বিধানে,
এমনো হইতে পারে কত রাজ্য পাব করে,—
সন্ধি বিগ্রহের মধ্যে ফেলাইয়া বাধ্য ক'রে লব রাজগণে,
সুকৌশলে কার্য্যতঃ সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হবে
ভারত ভুবনে।

৪৩

শুনিয়া রাজার উক্তি ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল ধনদাস,
কহিল—"এসুযুক্তি সকলি মহারাজের রচিত, আমি দাস
আমার কি শক্তি আছে? আছি বলি তব কাছে
কখনো কখনো হয়ে থাকে হেন যুক্তি-সিদ্ধ-বুদ্ধির বিকাশ,
রাজন্! বিধাতা বরে ঘটিয়াছে যে সুযোগ ইহা তব
পুণ্যের প্রকাশ।

৪৪

মহারাজ! পরিণামদর্শী বিজ্ঞজনে জানে বিগ্রহের ফল,—
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যুব-জনে কি বুঝিবে এ সব কৌশল?

যে কোনো উপায়ে হয় স্বার্থ সিদ্ধি শত্রু ক্ষয়,—
তাহাই সুপ্রাজ্ঞদের ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ অসি বল!
এর কাছে কি করিবে লৌহবিনির্ম্মিত অসি? বুদ্ধিশূন্য
শুদ্ধ বাহুবল?

৪৫

বুদ্ধিই বিজয়ী ভবে, বাহুবল কেবল অনর্থপাত তরে!
বুদ্ধি, রাজ্য স্থাপন, পালন করে, বাহুবলে সঙ্গীমাত্র ক'রে!
এই যে আলেক্‌জাণ্ডার, দিগ্বিজয় ইচ্ছা যার,
বাহুতে উহার আর কি আছে শকতি? অতি বুদ্ধি
সেই ধরে,
অতি বুদ্ধিসম্পন্ন অমাত্য আরিসতাতাল যাহার সর্ব্বক্ষণ
সঙ্গে ফিরে,

৪৬

তাহাঁর ভুবনজয় সম্ভব, সে উচ্চ ইচ্ছা সম্ভবে তাহাতে!
তা'ব'লে কি সেই শক্তি, মহা মনস্বিতা র'বে যাহাতে—
তাহাতে?
স্বদেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ক'রে,—
সেনাপতি বীর খ্যাতি ল'ভেছেন এই রাজসভার মধ্যেতে!
তা'ব'লে কি আলেকজাণ্ডার সমকক্ষ প্রতিপক্ষ বলি—
হইবে গণিতে?

৪৭

হে প্রধান সেনাপতি! অবশ্য সংগ্রামে মহাসাহসী আপনি
অবশ্য বীরত্ব তব আছে যথোচিত কিন্তু পরীক্ষা কি জানি?

বিশেষ সঙ্কট স্থলে মহা ঘোর যুদ্ধজালে
হৃত না হইলে, সে পরীক্ষা সম্ভবে না, তবু তব সাহসে
বাখানি!
বীরগণ পরিণামচিন্তাশূন্য হয় না, যে হয় তার মৃত্যু
এই জানি!

৪৮

অন্ধ সাহসেতে, বীর! ফলে না সুফল, অমঙ্গল হাতে হাতে,
অবিবেক-বাহুবল পতঙ্গ-সমান পুড়ে মরে অনলেতে!
আপনি পুড়িয়া, পরে রাজ্য শুদ্ধ দগ্ধ করে,—
অতএব স্থির চিত্তে, জ্ঞানের নয়নে চল গন্তব্যের পথে।
যুদ্ধ স্পৃহা মিটাইবে, গ্রীক অনুকূলে অসি ধরি
পঞ্চ নদেশ্বর সাথে।

৪৯

কত যুদ্ধ করিবারে পার মহাশয় তাহা দেখিব এবার।
গ্রীক্‌দের সঙ্গে মিলি লুঠিয়া আনিতে হ'বে ভারত ভাণ্ডার!
তক্ষশীলা সর্ব্বোপরে সমৃদ্ধির উচ্চ শিরে
যখন বসিবে বীর, তখন বীরত্ব খ্যাতি ঘোষিবে তোমার!
তখন সার্থক হ'বে ঐ কটি-বিলম্বিত জয়যুক্ত তীক্ষ্ণ তরবার।

ইতি আর্য্যসঙ্গীত জাতীয়নিগ্রহ মহাকাব্যে
গৃহভেদনাম দ্বিতীয় সর্গ।

# তৃতীয় সর্গ।

১

শুনিয়া এ সব উক্তি সে বিজয় বাহু উঠি দাঁড়াল সভাতে,
দিব্য বীরকান্তি, রাজলক্ষ্মীবিভূষিত সে যুবার ভাব
হেরিয়া চক্ষেতে,
সভাস্থ সকল জন পুলকে পূর্ণিত মন,
যবনিকা মধ্যেতে সুন্দরীগণ অতিমাত্র হর্ষোৎফুল্লচিতে,—
বিচক্ষণ বিজয় কি বলে, তাহা শুনিবার তরে ব্যগ্র হ'ল
সকলেতে।

২

নীরব নিষ্পন্দ সেই সাগরসমান সভা, সবার অন্তরে—
বিজয়ের প্রতি প্রীতি প্রতিভাত, এক দৃষ্টে চাহে বীরবরে।
তপ্তকাঞ্চনাভ কায় বর্ম্ম বিমণ্ডিত তায়,
লম্বমান খরশানঅসি কটিতটে রত্নকোষ অভ্যন্তরে,
শিরে রত্ন উষ্ণীষ শোভিছে ঝক্ মক্, ধক্ ধক্ নেত্র জ্বলে
ক্ষোভভরে!

৩

আজানুলম্বিত বাহুযুগলান্দোলন করি নির্ভীক মনেতে,
প্রশান্ত গম্ভীর ধীর জলদনির্ঘোষে বীর কহিল সভাতে,—
"হে পূজ্য মহারাজন! হে সুবোদ্ধা মন্ত্রিগণ!
হে সম্ভ্রান্ত কুলীন, সর্দ্দার সুবিদ্বানগণ! আমার বাক্যতে,
মনোযোগ করুন করুণা করি, স্বার্থপক্ষপাতশূন্য
অকপট চিতে!

৪

মহারাজ ! আপাতমধুর সুখকল্পনার ইন্দ্রজালে
জড়ীভুত হ'য়ে
যে স্বপন দেখিছেন, ভবিষ্যৎ মহৎ বিপদে
না ভাবিয়ে !
হায়রে ! এ ভীরুতার হ'বে যাহা পুরস্কার,
দিব্যচক্ষে দেখিতে পেতেছি আমি তাহা, ক্ষোভে
জ্বলিতেছে হিয়ে !
স্বার্থপূর্ণ কুটিল কুপথ্য কথা চাটুতারঞ্জিত, তাই—
রঞ্জয়ে হৃদয়ে !

৫

মহারাজ ! মহাবংশে জনম লভিয়া হইয়াছ লোকপাল,
দিব্য জ্ঞান-মহিম-মণ্ডিত তুমি মহামান্য ভারতদিক্পাল !
সুপবিত্র আর্য্য বংশে চন্দ্র সূর্য্য দেব অংশে
লোকোত্তর তপস্যার বলে মোরা জন্মিয়াছি জানি চিরকাল !
কিরূপে জঘন্য যবনের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিব এই
গৌরব বিশাল ?

৬

কিরূপেতে শান্তিভিক্ষা আশায় আপনি গলে বাঁধিয়া কুঠার,
সে হীন ম্লেচ্ছের কাছে উপস্থিত হইলেন ? ভাবিয়া আমার
লাগিয়াছে চমৎকার ! হ'য়েছে যে পুরস্কার,
তাহারি আবার উক্তি করিছেন প্রভো ! যুক্তি দেখায়ে
অসার !
দুরাশার কুহকে বিমুগ্ধচিত্ত হ'য়ে, প্রভো ! ক'রেছ যে
কার্য্য দুরাচার—

৭

এখনো তা' ভাবি ঘোর নির্ব্বেদ না হইতেছে তোমার
মনেতে ?
নিজে ঘোর উদ্ভ্রান্ত হইয়া, মোরে ভ্রান্ত মত বল
তেয়াগিতে ?
রাজন ! বিধাতা যাঁরে রাজশ্রী প্রদান করে,
তাঁহাদের বিবেকবিকার নাহি ঘটে কোন মতে ;
এতকাল পরে আপনার এ নৈতিক ভ্রম দেখি ক্ষুব্ধ
হইয়াছি চিতে !

৮

আলেকজাণ্ডার আর কত বড় বীর ? তা'র সৈন্যই বা কত ?
পারশ্য তাতার আদি ক'রেছে সে জয়, ইহা বেশী কি অদ্ভুত ?
অসভ্য অনার্য্যগণে সংগ্রামের কিবা জানে ?
ছলনা তাড়নে রণে হারাইয়া সে সকলে হয়েছে বিখ্যাত !
তা' ব'লে কি সেই দস্যুপতি পদে, বীরমাতা ভারত হইবে
বিলুণ্ঠিত ?

৯

এক তক্ষশীলা রাজ্যে যত যোদ্ধা আছে, তাই একত্র

সিংহ-বিক্রমেতে আমি, সে কুক্কুর দলে দিতে পারি
তাড়াইয়া !
পঞ্চনদ অধিপতি সাহায্য করেন যদি,
তা' হইলে একটী গ্রীসীয় দস্যু স্বদেশেতে না যাবে ফিরিয়া !
সমস্ত ভারত-শক্তি একত্র হইলে কি যে হ'তে পারে দেখুন
ভাবিয়া ।

১০

রাবণ দমন রাম, দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুন জন্মেছে যেই দেশে,
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি মস্তক তুলিত নাক যাঁহাদের ত্রাসে।
সেই সে ভারতে আজ সাজি দিগ্বিজয়ী সাজ
কোথাকার অন্নহীন অস্পৃশ্য যবনদস্যু প্রভু হবে এ'সে?
এ হ'তে আশ্চর্য্য অসম্ভব কার্য্য কিবা আছে আর? এই
সিংহের নিবাসে,—

১১

শৃগাল চাতুর্য্য-জাল করিয়া বিস্তার সবে বান্ধিল কৌশলে,
হে প্রভো! তরঙ্গ দেখি ছাড়িলেন হাল? হায় হায়!
তরী মগ্ন হ'ল কূলে!
হা ধিক্! হা রণ ভীরু! কূট মন্ত্রণার গুরু
ধন দাস, সর্ব্বনাশ সাধিলে দেশের, শান্তি নাশিলে সমূলে?
স্বদেশের স্বাধীনতা-স্বর্গের-সম্পদ-সুধা-রাশি তুমি যবনে
বিলালে?

১২

গৃহের সুহৃদ্‌গণ শত্রু হ'ল, মিত্র হ'ল বিদেশী যবন?
চির মিত্রগণ হ'ল অবিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত হইল শত্রুগণ?
যদি সে যবনগণ ভারত করে লুণ্ঠন,
যদি তা'রা যথার্থই কৃতকার্য্য হয়, জয় করে এই
ভারত ভুবন,
তা' হইলে তক্ষশীলা রাজ্যই কি পাবে ত্রাণ স্বার্থপূর্ণ
সন্ধির কারণ?

১৩

সুপবিত্র আর্য্যবংশে জন্মিয়া কপটাচার জানে না যাহারা,
তাহাদের অঙ্গীকার অন্যথা হইবে, আর স্বেচ্ছাচারী যারা,
যাহারা অর্থের লাগি হইয়াছে দেশত্যাগী
যাহাদের ক্রূর কর্ম্ম, অধর্ম্মে আরত আত্মা, সেই যবনেরা
অকপটে সত্য রক্ষা করিবে, এ কেমন অসার কথা যুক্তি
বুদ্ধি ছাড়া !

১৪

তাই যদি হয়, হয় অসম্ভব সম্ভব দৈবাৎ কোনও দিনে,—
যদি যবনের দয়াগুণে তক্ষশীলা বসে উন্নত আসনে,—
তা'হলে হে ধন দাস ! "ম্লেচ্ছদের কৃতদাস"
এই দাসখতের লিখিত কথা, ভূমণ্ডলে লুকাবে কেমনে ?
চির প্রতিবিম্বিত থাকিবে দেশ-দ্রোহীদের প্রতিমূর্ত্তি
কলঙ্ক-দর্পণে ।

১৫

ছি ছি ! সে জঘন্য অপবাদ, যা'তে হ'তে পারে উৎসন্ন
ভারত,
"আত্মহত্যাকারী—মাতৃ-দ্রোহাচারী আর্য্য অপসদ"
যা'দিগে কহিবে লোকে ; আকুল হইয়া শোকে
ঘোর অভিসম্পাত করিবে, মর্ত্ত্যে চন্দ্র সূর্য্য রহিবে
যাবৎ !
সে দারুণ কুকীর্ত্তি কিছুতে নাহি যাবে, বৃথা হবে,
না পূরিবে মনোরথ !

১৬

বিদেশী লুণ্ঠক সেই, লুঠিয়া সুবর্ণ রত্ন চ'লে যদি যায়,
অথবা মহাসংগ্রামে পরাজিত হ'য়ে যদি তাহারা পলায়,
তা' হইলে হে রাজন ! ভারতের রাজগণ
কখনই তোমারেত করিবে না ক্ষমা, শিরে পড়িবে যে দায়—
তা'হ'তে উদ্ধার আর কে করিবে ? সংগ্রামসাগরে যবে
ডুবাবে তোমায় ?

১৭

মহারাজ ! কালব্যাজ না করি এ সত্য বাক্যে হ'ন অবহিত,
গম্যপথ কণ্টক-আকীর্ণ. প্রভো ! নহে তাহা কুসুম-আস্তৃত,
অলীক শান্তির আশে আপন রচিত পাশে
আবদ্ধ হ'য়োনা প্রভো ! বিপন্ন করোনা রাজ্য হয়ে
মুগ্ধচিত !
হে রাজন ! একখণ্ড কালমেঘে শত সূর্য্যকিরণ কি ঢাকা
সম্ভাবিত ?

১৮

অসম্ভব তাহা, মেঘ এখনি উড়িয়া যাবে যাবে শান্তিছায়া,
নিশার স্বপন সম শান্তির স্বপন, সব ইন্দ্রজাল মায়া !
স্বদেশের হিতকামী অনুগত ভ্রাতা আমি
তব যত্নে পালিত, রক্ষিত, সুশিক্ষিত, প্রভো ! তোমারি এ
কায়া।
তব হিতে দেশ হিতে লোকহিত তরে কি না পারি ?
তুচ্ছ জীবনের মায়া।

১৯

এই হেতু হিতকথা কহিলাম, বিচারিয়া দেখুন, রাজন!
এখনো সময় আছে, হৌক সন্ধিপ্রত্যাখ্যাত সংগ্রাম
ঘোষণ;
বাজুক্ দামামা সঙ্গে রণ-ভেরী-রণরঙ্গে,
মাতুক্ ক্ষত্রিয় কুল ভারতের সুসন্তান যোধপতিগণ,
যবনের করস্পর্শে কলুষিত জন্মভূমি হেরিয়া নয়নে
স্থির রবে কোন্‌জন?"

২০

বিজয়ের বীরোচিত বচন শুনিয়া, স্তব্ধ বিস্মিত সকলে,
সভ্যগণ সানন্দ উৎফুল্লচিত্তে, বিজয়েরে ধন্য ধন্য বলে!
ক্ষুদ্রাশয় মন্ত্রী অতি হীন বুদ্ধি নরপতি,
বিজয়ের যুক্তিযুক্ত উপদেশ না শুনিয়া জ্বলে ক্রোধানলে,
বাধা দিয়া সেনানীরে নীরস বচনে ধৈর্য্যহীন রাজা,
কোপ ভরে বলে,—

২১

"বিজয়, বিনয়হীন স্পর্দ্ধিত অশিষ্টভাষি কপট দাম্ভিক!
কিহেতু আস্পর্দ্ধা এত বেড়েছে তোমার? তাই বল
অত্যধিক?
জাননা এ রাজসভা, জাননা আমি বা কেবা?
মম কৃত কার্য্যে দোষ দিতেছ প্রত্যক্ষে, লজ্জাহীন,
তোরে ধিক্!
কে তোরে মন্ত্রণা চাহে? কে তুমি রাজ্যের? অল্পমতি,
তাই বকিছ অধিক!

২২

দেশহিত লোকহিত কে চাহে তোমার কাছে ? তুমি
কোন্ ছার !
সন্ধিবিগ্রহের কথা বুঝিবে সহজে এত সাধ্য কি তোমার ?
জ্যেষ্ঠতাত পুত্র তুমি সে সম্মান করি আমি
দিয়াছি এ উচ্চপদ, প্রতিপত্তি লভিয়াছ রাজ্যেতে আমার!
লভিয়াছ যশঃ খ্যাতি, হইয়াছ বীর, সভা মধ্যে তাই
কর অহঙ্কার ?

২৩

তবসম যুদ্ধবীর আমার রাজ্যেতে আরো আছে শত শত,
তা' সবা সাহায্যে পারি অসাধ্য সাধিতে, ইহা জানিও
নিশ্চিত।
সেই সব যোদ্ধা সঙ্গে ঘোরতর রণ রঙ্গে,
মিলি গ্রীক্ সেনা সঙ্গে, আসিন্ধু ভারত জয় করাই বিহিত!
কে শুনে তোমার বাক্য প্রলাপ অধিক ? তুমি হীনবুদ্ধি,
যুদ্ধ অহঙ্কৃত !

২৪

যথা ইচ্ছা যাও তুমি, না চাহি তোমারে ; এই রাজ্যের
মধ্যেতে
ত্রিরাত্রি না কর বাস, তিন দিন পরে কেহ পাইলে
দেখিতে,
না রবে তোমার ত্রাণ, না রবে দেহেতে প্রাণ,
মস্তক উড়িয়া যাবে জল্লাদের তীক্ষ্ণধার কুঠার আঘাতে !
দূর হও সম্মুখ হইতে শীঘ্র, আর যেন তোর মুখ না হয়
দেখিতে !

২৫

শুনিয়া রাজার উক্তি, ধনদাস ব্যতীত অপর সভ্যগণ,—
বিপদ ভাবিয়া সবে নীরবে বিষাদনীরে হ'ল নিমগণ।
অতি ক্রোধ অভিমানে চাহিয়া রাজার পানে
কহে সে বিজয় বাহু, ক্ষোভে অশ্রু ঝরে, কোপে
জ্বলন্ত তপন!
সভাস্থল চতুর্দ্দিক চাহি, উচ্চৈঃস্বরে বলে "শুনুন রাজন!

২৬

কহিলাম ন্যায্য কথা মঙ্গল কারণ, তাহা শুনিলে না কাণে!
দস্যুদল সঙ্গে মিলি ভারতলুণ্ঠন আশা করিয়াছ মনে?
আকাশ-কুসুম তাহা . সকলেই বুঝে ইহা,
দুর্ব্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া হ'য়েছ অন্ধ জ্ঞানের নয়নে?
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ঘটায়! এ সত্য কথা
কেবা নাহি জানে?

২৭

সর্ব্বনাশ হ'ল আজ হীনবুদ্ধি নীচাশয় মন্ত্রীর মতেতে!
রাজা হ'য়ে এতাদৃশ বিবেকবিমূঢ় কেবা হয় সংসারেতে?
ধন্য ইচ্ছা বিধাতার, সে পাইল রাজ্য ভার
শিশুকরে ক্রীড়নক চিত্রিত পুতুল যেই বীর সমাজেতে!
ছি ছি কি জঘন্য ছন্নমতি! অতি গর্হিত করেছি কহি হিত
এ সভাতে!

২৮

এক বংশে, এক মাংসে, একই শোণিতে মোরা জন্মেছি
দু'জনে,
বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হ'য়েছিনু তাই বসিয়াছ সিংহাসনে!

সকলেই জানে ন্যায্য, আমার পিতার রাজ্য,
তব পিতা সেনাপতি ছিলেন পিতার, ইহা কেবা নাহি
জানে ?
লোভবশে প্রবঞ্চনা করিয়া নিরাশ কৈলে মোরে,
দৃঢ় হ'লে সিংহাসনে !

২৯

বস্ত্র-বেশ অলঙ্কারে সজ্জিত পুতুলপ্রায় রাখিলে আমারে
ছলে বলে বশীভূত করিলে সামন্তগণে রাজ্যলাভ তরে।
পূর্ণ হ'ল অভিলাষ, আমি হইনু ক্রীতদাস !
হায়রে অদৃষ্ট ! তাও সহিলনা, মিলিলনা স্থান এ সংসারে !
মাথা রক্ষা করিতে দাঁড়াব কোন্ স্থানে, অহো !
কি কহিব কারে ?

৩০

কি কহিব কারে, আর কে তাহা শুনিবে ? সে ত অরণ্যে
রোদন !
রাজ্যসুখ নাহি চাই, স্বদেশের সুখ মাত্র করি আকিঞ্চন।
কাপুরুষ হয় যেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ সেই,
শান্তি বিনিময়ে পদে দাসত্ব শৃঙ্খল তার, জীবনে মরণ !
অহো ! ধিক্ রণভীরু মানব সকলে ! তা'রা শান্তির
কারণ—

৩১

স্বদেশের অপার্থিব স্বাধীনতা-সম্মান-গৌরব সব দিবে
যবনেরে,
হরি হরি ! এ দারুণ দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল নহে অতি দূরে !

নমস্কার সভ্যগণ, প্রণমি মহা রাজন,
আমার এ নির্ব্বাসন ভূষণ সমান, তাহে কি দুঃখ অন্তরে ?"
এত বলি মহাবলী বিজয় চলিয়া গেল, অতি মাত্র
ক্ষোভ রোষভরে !

৩২

বিজয় চলিয়া গেল, যে সব বলিয়া গেল শুনিয়া রাজন,
মন্ত্রী ধনদাসে কহে সভয়ে গোপনে, "মন্ত্রি ! উপায় এখন ?
জানি বহুদিন চিতে এই জ্ঞাতি বৈরী হ'তে
একদিন রাজ্য লয়ে হবে মহামার, তাই হ'ল সংঘটন !
হায়রে ! অঙ্কুরে কেন নাশি নাই বীজে, রাজ্যনাশ
সর্ব্বনাশের কারণ !

৩৩

দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত হইল বিষবৃক্ষ, এবে ধরিয়াছে ফল !
বাড়িয়াছে অবাধ্যতা, হ'য়েছে বিদ্রোহী, চক্ষে দেখিলে
সকল ?
দিগ্বিজয়ী বীরসঙ্গ, বাধাইয়া রণ-রঙ্গ
উদ্দেশ্য সাধিবে নিজ, সাধিবে বৈরতা মোরে পাইয়া .
দুর্ব্বল !
এই অভিসন্ধি ওর মনে ছিল ; সে চক্রান্ত একেবারে হইল
নিষ্ফল।

৩৪

দূর হ'য়ে যা'ক ওই পথের কণ্টক, মন্ত্রি করহ ঘোষণা।
বিজয় বিদ্রোহী, তারে কেহ যেন কোনরূপ সাহায্য করেনা!

যে তাহা করিবে তা'র কদাচ নাহি নিস্তার,
বিজয়ের সঙ্গে যা'র এক অস্ত্রে প্রাণ দিতে হ'য়েছে বাসনা,
সেই সে সাহায্য তার করিবে, এ রাজ-আজ্ঞা, কেহ যেন
লঙ্ঘন করেনা !"

৩৫

শুনিয়া রাজার উক্তি, ধনদাস কহে রাজ-শ্রবণে গোপনে,
"মহারাজ ! চিন্তা কিবা ? গ্রীক্‌দিগে করায়ত্ত ক'রেছি,
এক্ষণে—
সহায় সম্পদহীন কপর্দ্দক শূন্য দীন
বিজয় কি ছাড় ? তা'র জীবনই বা কতটুকু ? কে তাহারে
গণে ?
স্বশরীরে সভা হইতে পলায়েছে—এই তার ভাগ্য, খুব
বেঁচেছে জীবনে !"

৩৬

শুনিয়া মন্ত্রীর উক্তি লঘুচেতা নরপতি আশ্বাসিত মনে—
কহিল সকলে চাহি, অতীব আগ্রহ-পূর্ণ সুদৃঢ় বচনে।
"হে রাজ্যের বন্ধুগণ ! তোমরাই রাজ্য-ধন,
তোমাদের, সেনাদের প্রজাদের মহাক্লেশ হইত, এক্ষণে
পরিহরি রক্তপাত কিনিয়াছি শান্তি, এই চেষ্টা সুখে থাক
সর্ব্বজনে।

৩৭

অত্যুদার গ্রীক্‌বীর শিবিরে যাইব কল্য, বিদেশী সেজন,
অগ্রেই সৎকার তাঁর করা সুবিহিত, অতি সত্বরে এখন—
কর তার আয়োজন, বন্ধুতাই প্রয়োজন !

অকাতরে দিব সেই দিগ্বিজয়ী বীরে, যাহা চাহে সেইজন,
শত ইষ্ট সুসিদ্ধ হইবে অনায়াসে,—এই দৃঢ় স্থির
করিলাম পণ।

৩৮

বিদ্রোহী-বিজয়ে বন্দী করিয়া কৌশলে, এই রজনী
মধ্যেতে—
হ'তে হবে নিরাপদ, নতুবা বিপদ সেই ঘটাবে পশ্চাতে।
পশুর মতন ধরি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি
রাখ তারে কারাগারে, অনাহারে মরে যেন অসহ্য
ক্লেশেতে!
শীঘ্রই সচেষ্ট হও, ধূর্ত্ত সেই, রজনী প্রভাতে তারে পাবেনা
দেখিতে!

ইতি আর্য্যসঙ্গীত
জাতীয়নিগ্রহ মহাকাব্যে নির্ব্বাসন নাম
তৃতীয় সর্গ।

# চতুর্থ সর্গ ।

বিজয় দুর্জ্জয় দুখে, চ'লে যায় নত মুখে,
কোথা যায়, কেন যায় কে শুধায় তারে ?
ক্রোধ অভিমান মদে, অবনী কাঁপিছে পদে,
প্রমত্ত ব্যথিত সিংহ জর্জ্জরিত নিদারুণ ব্যাধবাক্যস্বরে,
জীবন্মৃত প্রায়, চিত্ত বিহ্বল, নয়নপথে কাল অগ্নিস্ফুরে

২

তক্ষশীলাদ্বার ছাড়ি, চলি দিন দুই চারি,
বিতস্তার পার্ব্বত্য পুলিনে বীরবর,—
বসিলেন খিন্ন মনে, নদীর তরঙ্গ সনে—
অপার হৃদয় চিন্তা-সাগর-তরঙ্গ উথলিল ভয়ঙ্কর !
কিছুক্ষণ হৃদয়-বিবেক-বুদ্ধি প্লাবিত-কম্পিত-মগ্ন-ভগ্ন-চরাচর

৩

উপরে অনন্ত শূন্য—গ্রহতারা পরিপূর্ণ,
পূর্ণেন্দু হাসিছে ! তাহে ভাসিছে সংসার ।
তুষার ধবল কায় শুভ্র মহা মেঘপ্রায়,
মহাদ্রি অনতিদূরে কিরণরঞ্জিত অঙ্গ সবল সুন্দর !
বিতস্তাতরঙ্গ মালা দ্রাবিত স্ফাটিকাকারে ছুটে নিরন্তর ।

৪

গিরি উপত্যকা'পরে, বনরাজী শোভা করে,
ফুটিতেছে চন্দ্রকরে কুসুম নিকর !

নিবিড় লতাপল্লবে সুমধুর ঝিল্লিরবে
প্রকৃতি সুন্দরী যেন গাহিছে সঙ্গীত, মুগ্ধ সুপ্ত চরাচর !
নিশির শিশিরচ্ছলে পল্লবে পল্লবে ফেলে প্রেমাশ্রু অম্বর !

৫

মন্দ মন্দ সমীরণ—আহরি সুরভি ধন,—
কুসুম-পরাগ-রাশি-ভূষিত অঙ্গেতে,
সৌরভ গৌরবে ভরি' দিক্ আমোদিত করি
বিচরে, বিতরে গন্ধ, বিমুগ্ধ গিরি কানন সে মধু গন্ধেতে !
এ মধু যামিনী কালে একাকী বিজয় বসি বিতস্তা সৈকতে

৬

দুঃখ-অবসন্ন-প্রাণে নিমগ্ন গভীর-ধ্যানে,
বিচিত্র চিন্তার বেগে বাহ্যজ্ঞান হীন ;
নিস্পন্দ অচলকায়, শ্বাস মাত্র নাশিকায়
জীবনের পরিচয় দিতেছে. সহসা বোধ হয় প্রাণহীন।
অকস্মাৎ সম্মুখে কে দেববালা. অচল চপলা যেন—
প্রদাহ বিহীন ?

৭

কে তুমি অনিন্দ্যবালা. পুলিন ক'রেছ আলা ?
অপরূপ রূপরাশি হেরি সম্মুখেতে,
বিজয় বিরত ধ্যানে বিস্ময় বিমুগ্ধপ্রাণে
উঠিল চমকি ! "তুমি কে ?" বলি জিজ্ঞাসিলা গম্ভীর
স্বরেতে.
"আমি শৈলবালা, তব শৈশবসঙ্গিনী !" ধনী বীণার ধ্বনিতে

৮

কহিলা, ক্ষণেকে যেন উভয়েই শূন্য মন ;
মুগ্ধ-স্তব্ধ-শূন্য যেন সমস্ত ভুবন !
ক্ষণেকে সম্বিত লভি বিজয় কহিলা "দেবি
শৈলবালে ! শৈশবের প্রিয়সহচরী, এথা কেন আগমন ?
এহেন নিশীথকালে এ নির্জ্জন নদীকূলে
কি জন্য একাকী তুমি ? কি উদ্দেশ্য, এ রহস্য করিতে
শ্রবণ—
কৌতুকিত হইয়াছি, হে অনিন্দ্য রাজবালা রমণী রতন !

৯

বীরাঙ্গনা তুমি, তা'ই কটিতটে তরবারী হেরি বিলম্বিত,
তপ্ত হেম-নিভ অঙ্গে স্বুবর্ণ মণিমণ্ডিত বর্ম্ম স্বুশোভিত !
কটিতে কিঙ্কিণীরাজি বিচিত্র বাজিছে, বাজি
আরোহিত, ভল্লফলকেতে মুষ্টি স্বুশোভিত, বীরত্রাস-
গাম্ভীর্য্য ভূষিত,—
বীর বিনোদিনীরূপ অপরূপ হেরি আমি হ'য়েছি মোহিত!

১০

শক্তিস্বরূপিণী তুমি, কেকয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
রাজেন্দ্রাণী !
জীবন্মৃত বিজয়ের মৃতসঞ্জীবনী-সুধা হৃদয়োন্মাদিনী !
দীন নির্ব্বাসিত জনে স্নেহসুধা বিতরণে—
উদ্দীপিত করিয়াছ, কি কার্য্য সাধিব বল বীর বিনোদিনী?
আত্মোৎসর্গ করিয়াছি জন্মভূমি তরে,আর কিছুই না জানি!"

১১

শুনি বিজয়ের উক্তি কহে শৈলবালা সেই কেকয়ের রাণী—
"হে পুরুষসিংহ পূজ্য রাজপুত্র ! আমি তব পরাক্রম জানি,
জানি আমি দৃঢ় মতে তব তীক্ষ্ণ অসিঘাতে
না রবে শত্রুর শির, রবে জাতি কুল ধর্ম্ম রাজ্য রাজধানী।
কাপুরুষ রাজা তক্ষশীল, তারে ধিক্ ! সেই নরকুল গ্লানি—

১২

স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পদ গৌরবসব দিবে বিলাইয়া ;
আমি যে অবলা ইহা আমারো অসহ্য, এই হৃদয় পাতিয়া
শত শত বজ্রাঘাত শত শত ঝঞ্ঝাবাত্
সব অকাতরে, যবনেরে পৃষ্ঠ দেখাব না জীবিত থাকিয়া !
উঠ উঠ বীরবর ! কিসের ঔদাস্য ? কেন অধীর ভাবিয়া ?

১৩

মহামান্য পঞ্চনদ অধীশ্বর, মহাবল পুরু মহাত্মন্।
নিবারিতে যবনেরে সম্মুখ সমরে হ'য়েছেন দৃঢ়মন।
বিতস্তার দুই ধারে সৈন্য সমবেত ক'রে
বিপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিছে, সেই নৃপ যশোধন—
চতুরঙ্গ সেনাসঙ্গ, সুকৌশলে ক'রেছেন শিবির স্থাপন !

১৪

নরাধম তক্ষশীল আমার পৈত্রিকরাজ্য আত্মসাৎ তরে
করিয়াছে এ চক্রান্ত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজপুরে,
বন্দী করি সুকৌশলে যবনের পদতলে
স'পিয়া দিবে আমারে, হায়রে ! কেহ কি মোর নাই
এ সংসারে ?"

এত বলি নীরব হইলা বালা, চাহিলা বিজয় প্রতি
কাতর অন্তরে !

১৫

সে দীন-করুণ-দৃষ্টি-বিদ্যুতে সন্তপ্তচিত্ত হইল বিজয়,
কহিলা "কি ? এত স্পর্দ্ধা, কুক্কুরে করিবে যজ্ঞ-ঘৃত
অপচয় ?
থাকিতে আমি সংসারে তাহা কি হইতে পারে ?
দস্যুপতি সেকেন্দারে শৃগালের মত জানি, জানিহ নিশ্চয়,
নিদারুণ প্রতিফল প্রদানিব, সংহারিব গ্রীক্ সমুদয় !

১৬

কার সাধ্য তব রাজ্য করে অধিকার আমি জীবিত
থাকিতে ?
কার সাধ্য বিজয়ের নয়নের মণি হরি আঁধারে জগতে ?
কে আছে হেন সংসারে আমা দোঁহে বন্দী করে ?
তক্ষশীল সেকেন্দারে বান্ধি উপহার দিব তোমার পদেতে !
বীরাঙ্গনে ! রণাঙ্গনে দেখিবে কৌতুক হর্ষোৎফুল্ল
হৃদয়েতে !

১৭

দুরারোহ কল্লু-গিরিদুর্গ আক্রমণ করা নহে সাধ্য তার,
এই হেতু পঞ্চনদ আক্রমণ করিবেক আলেকজাণ্ডার,
নিশ্চয় ক'রেছি মনে পঞ্চনদেশ্বর সনে
মিলিত হইয়া গ্রীক্ শোণিত সমুদ্র সন্তরিয়া হ'ব পার !
তক্ষশীল রুধিরে-তর্পিব পিতৃলোকে এই প্রতিজ্ঞা আমার !

১৮

বিলম্বে কি কার্য্য ? চল যাই পঞ্চনদেশ্বর পুরুর শিবিরে !
তব সেনাপতি পশুপতি সিংহে রাজধানী সুরক্ষার তরে

রাখিয়া, সত্বর হ'য়ে অবশিষ্ট সৈন্য লয়ে,
উভয়ে মিলিত হ'য়ে রণরঙ্গে চল যাই পঞ্জাব শিবিরে!
বিলম্বে বিপক্ষ-পক্ষ-পাইয়া সন্ধান পারে-মন্দ করিবারে!"

১৯

শুনিয়া বিজয়-বাক্য কহে শৈলবালা অতি মধুর বাক্যতে।
"কহিলে যা', সমস্তই করিয়াছি, পশুপতি নাথে,—
রাজধানী রক্ষিবারে এসেছি নিযুক্ত ক'রে,
বহু সেনাবলে বলীয়ান সেনাপতি আছে অতি সতর্কেতে,
দুরাক্রম্য গিরি দুর্গ হইয়াছে প্রাকৃতিকশৈল প্রাকারেতে!

২০

গজবাজী পদাতি সহিতে বিংশ সহস্রেক সেনা
সহিত, সুযাত্রা আমি ক'রেছি, অরণ্য মধ্যে করিয়াছি
থানা!
কত যে ক'রেছি আমি, কিছুই জান না তুমি?
সমস্ত চক্রান্ত গুপ্তচর-দ্বারা বহু যত্নে গিয়াছিল জানা,
তাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার ভাণে করি যুদ্ধের ঘোষণা!

২১

যেই মাত্র গুপ্তচর মুখে শুনি নির্ব্বাসন বারতা তোমার!
এখানে এসেছ তুমি যেই মাত্র শুনিয়াছি এই সমাচার,
ক্ষণ বিলম্ব না করি আসিলাম, প্রাণ ভরি
হেরিতে পূজিতে ঐ চরণ যুগল, যাহা আরাধ্য আমার!
সংসারে দেবতা তুমি, তোমার সদ্গুণ-রাশি জীবন আমার!

২২

যদি বিধি দিন দেন থাকে এ জীবন দস্যু যবনের রণে,
তা'হ'লে এ দেহ-প্রাণ উৎসর্গ করিব ঐ অভয় চরণে!

চির দরিদ্রের ধন তোমার ও শ্রীচরণ
হৃদয়ে স্থাপিয়া, প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি-দিয়া নিত্য পূজিব যতনে!
ও পদ-পঙ্কজ-মধু পান যেন করে দাসী জীবনে মরণে!

২৩

সম্প্রতি কর্ত্তব্য যাহা, অবধান কর নাথ! করি নিবেদন,
পিতৃতুল্য পূজ্যপাদ পঞ্চনদেশ্বর দূত করিয়া প্রেরণ,
আহ্বান করিলা মোরে, তা'ই রণসজ্জা ক'রে
আসিয়াছি, মোর প্রতি ক'রেছেন আদেশ এখন,
অবিলম্বে সেনাসঙ্গে পাঞ্জাব শিবিরে দোঁহে করিতে গমন!

২৪

এ অনুজ্ঞা পে'য়ে আমি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার তরে,
পূজ্যপাদ আচার্য্য-দণ্ডমাশ্রমে গিয়াছিনু সিন্ধুনদতীরে,
তুমিও আচার্য্য স্থানে গিয়াছিলে সঙ্গোপনে,
সমস্ত সুপরিজ্ঞাত হ'য়েছি তথায়, তাঁর আজ্ঞা অনুসারে,
তোমার সাক্ষাৎ আশে কত যে করেছি চেষ্টা জানে
গুপ্তচরে।

২৫

কহিলেন গুরুদেব, রাজ্যধন জীবন স'পিয়া, তব পদে
লইতে চির আশ্রয় জীবনে মরণে কিম্বা বিপদে সম্পদে!
চির আকাঙ্ক্ষিত যাহা, আচার্য্য দিলেন তাহা,
পিতৃদেব পরারাধ্য গুরুদেব ব'লেছেন, কি ভয় বিপদে?
দেশবৈরী মার! যত পার যুদ্ধ কর, লভ অমৃত সম্পদে!

২৬

বালিকা যখন আমি, সেই কালে পিতা মাতা গেলেন
স্বর্গেতে।
অভাগীরে রাজ্যসহ স'পিয়া গেলেন পূজ্য আচার্য্যের হাতে।

আচার্য্য সঁপিলা মোরে পশুপতি নাথ করে,
সেনাপতি পশুপতি নাথ সিংহ, অতিশ্রম যতন সহিতে,
লালন পালন মোরে করিলা, সুশিক্ষা দিলা বিবিধ মতেতে!

২৭

শিখা'লেন রাজনীতি ভক্তি মুক্তি তত্ত্বশাস্ত্র, অস্ত্র ব্যবহার,
স্ব-অবলম্বন, সৎসাহস, যুদ্ধনীতি সন্ধি-বিগ্রহ ব্যাপার।
সে সব কি ক'ব আমি? সমস্তই জান তুমি
এতদিন যত কিছু শিখিলাম, শিক্ষাহেতু তুমিই আমার!
সম্প্রতি পরীক্ষা-স্থল রণ-স্থলে দিব গুরু-দক্ষিণা তাহার!"

২৮

এই রূপ নিরজনে, পুলিনে নিকুঞ্জ বনে—
দুইজনে শুভক্ষণে, শুভ সম্মিলন!
অতিঘাত প্রতিঘাতে, উভয়ের হৃদয়েতে
হইতে লাগিল যেন সাগর-মন্থন!

২৯

মনের অনন্ত কথা, কেবা কত কহিবে তা?
প্রেমমত্ত, এক ব্রত, একপ্রাণ, মন,
উৎসাহে উৎফুল্লচিত্ত—মহাভাবে মহোন্মত্ত,
বাহ্য-জ্ঞান-হীন দোঁহে দোঁহার কারণ!

৩০

সুখের সময় হায়! পলকে ফুরায়ে যায়,
নিশা অবসান প্রায়, পূরব অম্বরে—
হাসিছে ঊষা সুন্দরী, দিক্ আমোদিত করি—
গাহিছে দৈয়াল-পিক—পাপিয়া সুস্বরে!

৩১

কুসুম-পরাগ-রেণু-ভূষিত বাসিত তনু
ফুলনাথ ভ্রমর বিহ্বল মধু পানে ;
গাহে গুন্ গুন্ গান জিনিয়া বীণার তান,
মুগ্ধা ঊষা বিনোদিনী সে মধুর গানে !

৩২

তিলে তিলে দিকচয়, পরিস্কার, সমুদয়—
—আলোকিত করি ঐ বালক তপন—
ঊষা সুন্দরীর ক্রোড়ে হাসিছে আহ্লাদ ভরে
অপরূপ রূপরাশি, না হয় তুলন !

৩৩

রজত ধবল গিরি শৃঙ্গে শৃঙ্গে ক্রীড়া করি,
কাননের শিরোপরি চঞ্চল তপন—
কনক-কিরণ-ধারা ঢালি, উজলিয়া ধরা
বিতস্তা তরঙ্গ-মালা করিছে চুম্বন ।

৩৪

তপ্ত কাঞ্চনের প্রায় প্রবাহ বহিয়া যায়,
অসংখ্য হীরক তায় জ্বলে ঝক্ মক্ !
স্বচ্ছ শ্বেত শিলাপরে প্রাতরুণ ক্রীড়া করে,
যেন রত্ন-স্তূপাকারে জ্বলে ধক্ ধক্ !

৩৫

রজনী প্রভাত হ'ল, ঊষা হাসি চ'লে গেল,
দিবস সাজিল দিব্য আলোকাস্তরণে ;
জাগ্রত প্রকৃতিচয় ধরা কোলাহল ময়,
এখনও দু'জনে মগ্ন দু'জনার ধ্যানে !

৩৬

সহসা অদূর দেশে পুরুরাজ দূত এসে
উপস্থিত, মৃদুভাষে অতি সমাদরে
যুক্ত করি দুই কর কহিলা সে দূত বর—
"মহারাজ ! পুরুরাজ পাঠালেন মোরে।

৩৭

হে ভুবন অলঙ্কার ! রাজা—রাজেন্দ্র কুমার
হে রাণী রাজেন্দ্র-বালা দেবী শৈলবালে !
দেশবৈরী নাশিবারে চল বিতস্তার পারে,
সাজি সেনা সহকারে, দিব্য অস্ত্র জালে !

৩৮

সৈন্য পারাপার হেতু প্রস্তুত প্রস্তর সেতু,
উড়িছে বিজয়-কেতু সেতুর উপরে,
ধর রাজ পত্র এই", এতেক কহিয়া সেই—
রাজ দূত, পত্র দিল বিজয়ের করে।

৩৯

দূত কথা শুনি কাণে বিস্ময়-চকিত প্রাণে
ত্রস্ত ব্যস্ত দুই জনে হইল তখন !
অতি মাত্র সমাদরে রাজলিপি ল'য়ে করে
পড়িলা বিজয়বাহু করিয়া যতন—

৪০

"হে ভুবন অলঙ্কার-প্রাজ্ঞ রাজেন্দ্রকুমার !
তোমার সংবাদ সার পরিজ্ঞাত আমি
হইয়াছি, হইতেছি ; তব পত্র পাইয়াছি,
কত সুখী হইয়াছি জানে অন্তর্যামী।

৪১

তুমি স্বজাতির প্রাণ ভারতের সুসন্তান,
মহাবুদ্ধি বীর্য্যবান, হৃদয় তোমার
সুপ্রশস্ত রত্নাকর, জিনিয়া রতনাকর !
শূন্য-ঊর্ম্মি-আড়ম্বর অগাধ অপার।

৪২

তোমার বারতা শুনে, তোমার উৎসাহ গুণে
সৎসাহস শত গুণে বেড়েছে আমার।
হে যুবক যোধপতি ! যুদ্ধেই তোমার প্রীতি,
চাহিয়া স্বদেশ প্রতি খোল তলয়ার !

৪৩

ভীরু কাপুরুষ অতি তক্ষশীলা অধিপতি,
বিমুখ স্বদেশ প্রতি যবনের তরে !
হায় ! সেই নরাধমে কে আনিল ধরাধামে ;
ডুবাতে ভারতভূমে দুঃখের পাথারে ?

৪৪

হায় ! বিধি কোন্ পাপে, কিম্বা কোন্ অভিশাপে,
ভারতের এ দুর্গতি করিলে বিধান ?
কোন্ অপরাধে হায় ! দাসত্বশৃঙ্খল পায়
পরিবেক সমুদয় ভারত সন্তান ?

৪৫

এ সব চিন্তিয়া মনে, আকুল উন্মত্ত প্রাণে,
জীবন-মরণ পণে, করিতে সমর—
করিয়াছি অভিযান, দিয়া এ নশ্বর প্রাণ,
রণ-যজ্ঞ সমাধান করিব সত্বর।

৪৬

কি ভয় মরণে রণে কি কাজ এ রাজ্যধনে
যদি সে যবনগণে না পারি বারিতে ?
দাঁড়ায়ে সমরাঙ্গনে মরিব প্রফুল্ল মনে,
মরিবেক জনে জনে হাসিতে হাসিতে !

৪৭

হে বৎস বংশ-কেতন, দৃঢ়ব্রত মহামন !
অমর বাঞ্ছিত ধন—স্বাধীনতা-নিধি—
স্বধর্ম্ম-জ্ঞান-কাঞ্চনে জড়িত করি যতনে,
মানব মরম-স্থানে সৃজেছেন বিধি।

৪৮

হেন স্বাধীনতা ধন, যবন কুক্কুরগণ,
বলে করিবে লেহন আমরা থাকিতে ?
এ বড় স্পর্দ্ধার কথা স্কন্ধেতে থাকিতে মাথা,
কা'র বা এত যোগ্যতা এ মর-জগতে ?

৪৯

বহু তপস্যার ফলে জনমিয়া হিন্দুকুলে
লোকোত্তর ভাগ্যবলে সৃষ্টি কালাবধি—
আর্য্যজাতি-সাধারণে, স্বাধীনতা সুধাপানে
জীবিত রয়েছে প্রাণে চির নিরবধি !

৫০

কার সাধ্য এত খানি বিদারি হৃদয়-খনি
সে সুধা-কৌস্তুভ-মণি, পারে হরিবারে ?
এ নিধি রক্ষার তরে বিদারি হৃদয়াধারে,
রুধির সহস্র ধারে দিব প্রাণ ভ'রে !

৫১

তব পিতৃ-বন্ধু আমি, চির হিত-অনুগামী,
অবশ্য সে কথা তুমি জ্ঞাত আছ সব,
তক্ষশীল ক্রূর মন, তব পিতৃ-সিংহাসন—
করে যবে আরোহণ করিয়া উৎসব—

৫২

আমি উপস্থিত তথা কহিলাম ন্যায্য কথা,
পাইলাম মর্ম্মে ব্যথা, দেখিয়া ঘটনা ;
কার রাজ্য কেবা লয়, কেবা শুনে কেবা কয় ?
বৃথা হ'ল সে সময় আমার রটনা !

৫৩

তোমার যাথার্থ্য লাগি, হ'লাম দোষের ভাগী,
সেই দণ্ডে স্থান ত্যাগি আসিলাম চ'লে,
সেই হৈতে বর্ষ বিশ, সম্বন্ধ হ'য়েছে বিষ,
হৃদয়েতে অহনিশ দ্বেষ-অগ্নি জ্বলে।

৫৪

শত্রু যবে ছিল দূরে সিন্ধু-নদ পর পারে,
সে সময় কত ক'রে ছিলাম যে আমি,
কত তা কহিব আর ? তক্ষশীল দুরাচার
করিল যে ব্যবহার, জান সব তুমি !

৫৫

দ্বেষ-কলুষিত মনে, কথা না শুনিল কাণে,
তিরস্কারি' দূতগণে করিয়া বিদায়,
যবনের ধরি পায়ে, স্বাধীনতা বিনিময়ে,
শান্তি ভিক্ষা করে গিয়ে, জীবনের দায় !

৫৬

হে বৎস ধীর সুশীল ! দুঃশীল সে তক্ষশীল,
তোমার সর্ব্বস্ব নিল প্রবঞ্চনা ক'রে।
তবু তুমি ঘৃণাক্ষরে কিছু না কহিলে তারে
কিছু না কহিলে কা'রে, মিথ্যা সমাদরে

৫৭

—সমস্ত ভুলিয়া গেলে, রাজ্যে উচ্চ পদ পেলে.
যুবরাজ হ'লে মহারাজের অধীনে !
এ সব দুঃখের কথা, ভাবিয়া হৃদয়ে ব্যথা
কত যে পেয়েছি, কথা না যায় লিখনে !

৫৮

তক্ষশীল প্রতিযোগে এ মহৎ শুভ যোগে,
মিলিলাম এক যোগে তোমার সহিত !
ল'য়ে কল্লু সেনাগণে রাণী শৈলবালা সনে
আসি শীঘ্র রণাঙ্গনে কর যা বিহিত।

৫৯

সমবেত দল বলে, নাশিয়া যবন-দলে,
সেকেন্দারে তক্ষশীলে বান্ধিয়া শৃঙ্খলে,
আনিয়া দেহ আমারে, কাটি খণ্ড খণ্ড ক'রে
খায়াব শিবা কুক্কুরে, দেখিবে সকলে !

৬০

পরে পিতৃ-সিংহাসনে বসিবে নিশ্চিন্তমনে,
রাণী শৈলবালা সনে পালিবে প্রকৃতি,
গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা তরে জাতি-ধর্ম্ম রক্ষিবারে,
জন্মেছ ক্ষত্রিয় ঘরে হে বীর-দম্পতি !

৬১

চাহি তোমাদের মুখ পেতেছি অতুল সুখ,
উৎসাহ-পূরিত-বুক, সৎসাহস বলে—
—হইয়াছি বলবান, শীঘ্র হ'য়ে আগুয়ান,
রাখ স্বদেশের প্রাণ যবন-কবলে।"

৬২

পড়ি পুরুরাজ-পত্র, দু'জনেই অতিমাত্র
হইলা উৎফুল্ল-চিত্ত, কহিলা—"সম্প্রতি—
দূতবর ! কত দূরে শত্রু-গতি রোধিবারে
শিবির স্থাপন ক'রে আছেন নৃপতি ?"

৬৩

দূত কহে নহে দূর, দক্ষিণে চিনাবপুর,
যদি হয় খুব দূর ক্রোশ আট নয় ;
প্রশস্ত তটিনী-তীরে ধবল সাগরাকারে
বস্ত্রাবাস সারে সারে শোভে সমুদয় !

৬৪

গজ-বাজী-সেনা রোলে জিনিয়া সিন্ধু-কল্লোলে.
মহা ঘোর কোলাহলে সংক্ষুব্ধ গগন ;
রণ-বল-পদভরে ধরা টলমল করে,
যেন মেঘ হুহুঙ্কারে কম্পিত ভুবন !"

৬৫

শুনিয়া দূতের বাণী, মহোল্লাসে শৈলরাণী
করে রণবংশীধ্বনি, অমনি তখন—
বন হ'তে দলে দল পদাতি তুরগিদল,
সুসজ্জিত দলবল করে আগমন।

৬৬

দণ্ডেক হ'তে না গত হ'ল সবে সমাগত।
সকলেরে সমবেত করিয়া বিজয়
আরোহি' রণ-মাতঙ্গে বিংশ সহস্রের সঙ্গে,
চলিলেন রণরঙ্গে প্রমত্ত-হৃদয়!

৬৭

বাহিনীর আগে আগে রণ-প্রেম-অনুরাগে—
আরোহি' রণ-তুরগে যায় শৈলরাণী,
পার্শ্বেতে বিজয় চাঁদ হৃদয়-রঞ্জন-ফাঁদ—
হেরি শৈল-হৃদি-সিন্ধু-উথলে অমনি!

৬৮

মূর্ত্তিমতী শক্তিরূপ, হেরি অতি অপরূপ
বীরের হৃদয়-সিন্ধু তরঙ্গ-হুঙ্কারে!
গজস্কন্ধে সিংহ জিনি, করে ঘোর সিংহধ্বনি
বীরেন্দ্র বিজয়সিংহ উল্লাস অন্তরে!

৬৯

রাণীরে বেষ্টন করি শত শত বীর নারী,
রণদক্ষ অশ্বে চড়ি করে অভিযান,
বর্ম্ম-প্রভা রবি মুখে ঝক্ মক্ ঝক্ মকে
জ্বলিতেছে, চক্‌মকে উলঙ্গ কৃপাণ!

৭০

করে ভল্ল চন্দ্র-হাস, মুখে অট্ট অট্ট হাস,
বিকট রণ-উল্লাস—উদ্দীপিত-মনে,
দিব্য রণ-বাদ্য সনে মিলাইয়া বংশীতানে,
গায় বীর নারীগণে প্রমত্ত পরাণে!

৭১

"মোরা বীরবালা, বীর কণ্ঠমালা,
পতি সোহাগিনী, অবলা সরলা,
কোনো কালে নাহি জানি ছলা কলা
কুসুমকোমল অমলহৃদয়ে।

অতি প্রেম-পাশে বান্ধা পতি-পদে,
অতি সুখী পতিসোহাগসম্পদে,
কোনো কালে মোরা ডরিনা বিপদে,
ভবনে কি রণে বিহরি নির্ভয়ে।

৭২

মোরা বীর-নারী, কারে শঙ্কা করি?
সম্মুখসংগ্রামে দাঁড়াইয়া মরি,
জিনি মত্তসিংহী মারি করী-অরি
বিদারিয়া কুম্ভ ভল্ল-নখরেতে!

শুনি সিংহনাদ অট্ট অট্ট হাস,
মহা বীরগণ প্রাণে পায় ত্রাস,
ফুরায় তা'দের সমর-উল্লাস,
ছুটিয়া পলায় না চাহে পশ্চাতে!

৭৩

মোরা বীর-নারী ক্ষত্রিয়-কুমারী,
রাজপুত্র, বীরপুত্র গর্ভে ধরি,
বীরমাতা বলি অহঙ্কার করি!
ডরিনা দেবতা দানব মানবে!

হৃদে হলাহল, নেত্রে কালানল,
বাহু যুগলেতে ধরি সিংহ-বল,
দহিতে বিপক্ষ পতঙ্গ-সকল,
সাজি বামাদল যেতেছি আহবে !

৭৪

মোরা বীর-নারী মরিতে কি ডরি ?
হাসিতে হাসিতে সংসার পাসরি ;
মৃত বীর-পতি-সনে পুড়ে মরি—
ভীষণ দর্শন জ্বলন্ত চিতাতে !

স্বদেশ স্বজাতি স্বাধীনতা তরে—
কি কার্য্য সাধিতে না পারি সংসারে ?
ইন্দ্র-চন্দ্র-যম-বরুণ-কুবেরে—
নাহি গণি মোরা সম্মুখ-রণেতে !

৭৫

মোরা বীর-নারী অসি ভল্ল ধরি,
বিপক্ষের বক্ষে পদাঘাত করি,
করিবর দন্ত সবলে উপাড়ি
গিরিবর-শৃঙ্গ করি বিদারণ !

গহন, প্রান্তর, সাগর, পর্ব্বতে,
সর্ব্বত্র আমরা স্বাধীন জগতে ;
বিদেশীয় শত্রু এসেছে ভারতে,
চল দেখি গিয়া তাহারা কেমন !

৭৬

"রণ স্থল দিব্য বিশ্রাম-আগার,
সুখ-শান্তি-পূর্ণ শত্রু-কারাগার,
ধারিনা জীবনে যন্ত্রণার ধার,
সুশিক্ষিত মোরা মারিতে, মরিতে !

কথঞ্চিৎ বন ফল মূল খাই,
গহনে পুলিনে সুখে নিদ্রা যাই,
বন পত্রে অন্ন, ঢালে জল খাই,
এত সহ্য আর কে পারে করিতে ?

৭৭

হাসিতে হাসিতে মরি রণস্থলে,
মরিতে মরিতে মারি শত্রুদলে
শত্রু-শবে শয্যা রচি কুতূহলে,
মৃত্যু-সহচরে করি আলিঙ্গন—

মহাসুখে হই চির-নিদ্রাগত,
ইহাই মোদের জীবনের ব্রত,
বীরাঙ্গনা দের ইহাই বিহিত,
জরা-ব্যাধি মোরা জানিনা কেমন !

৭৮

চল চল সখি ! যাই ত্বরা করি,
সমরেতে শত্রু মারি কিম্বা মরি,
স্বর্গে যাই সবে বিমানেতে চড়ি,
এমন সুযোগ হইবেনা আর !

কত জপ যজ্ঞ তপশ্চর্য্যা ক'রে,
আশা করে লোক স্বর্গ লভিবারে,
অনায়াসে মোরা যা'ব স্বর্গ পুরে,
লভিব দুর্ল্লভ দেবত্ব সম্ভার।

ইতি আর্য্যসঙ্গীত-জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে অভিযান নামা
চতুর্থ সর্গ।

# পঞ্চম সর্গ ।

১

বাজিতেছে ঝম্ ঝম্, রণ বাদ্য অনুপম,
উঠিছে বিদারি ব্যোম কল্লোল তাহার ।
বাজে বংশী তালে তালে, গায় বীর নারীদলে,
চমকে ঠমকে চলে চতুরঙ্গ সার !

২

চলিয়াছে চমূদল, চতুর্দ্দিকে গজবল
সুবেষ্টিত, ভূমণ্ডল কাঁপে পদ-ভরে ।
কানন প্রান্তর হ্রদ, নানা গ্রাম জনপদ
অতিক্রমি, উপস্থিত পাঞ্জাব দুয়ারে ।

৩

বিতস্তার বক্ষোপরে, যুগ যুগান্তর ধ'রে,
শৈল-সেতু শোভা করে বিশাল দর্শন !
হ'য়ে শৈল সেতুপার, পাঞ্জাব রাজকুমার,
সম্ভ্রমে, সাদরে দোঁহে করে অভ্যর্থন !

৪

রূপ অতি মনোহর, নবীন বীর কিশোর,
ষোড়শ বৎসর মাত্র বয়ঃ সুকুমার,
পাত্র মিত্র সহকারে, সুসজ্জিত অশ্বে চ'ড়ে
শৈলরাণী বিজয়েরে করিয়া সৎকার ;—

৫

বহুমূল্য দ্রব্য ভার, গজবাজী তরবার,
দাস দাসী উপহার দিয়া বহুতর,
তোষি দোঁহে শিষ্টাচারে দলবল সহকারে,
সেতু বাহি পর পারে চলিলা সত্বর!

সেতু অবরোধ ক'রে, বিতস্তার পূর্ব্বতীরে,
বিস্তৃত প্রান্তর পরে শোভিছে শিবির।
শ্যাম সমতল পরে, ধবল জলদাকারে,
যেন নীলাম্বরে শ্বেত-অম্বুদ-নিবিড়!

৭

বহু সৈন্য দলবল কুতূহল-কোলাহল,
আলোড়িয়া ভূমণ্ডল উঠিছে অম্বরে,
দেখে শুনে মনে হয় নভঃ—সিন্ধু-ঊর্ম্মিচয়
হুঙ্কারিছে সমুদয় ডুবাবার তরে!

৮

মধ্যে ভীমা তরঙ্গিণী, দু'ধারে পর্ব্বত শ্রেণী,
পুলিন-প্রাকারাকারে নিত্য বিরাজিত,
বিনা শৈলসেতু আর কোনো স্থানে পারাপার
হইবার সাধ্য কার নাই কদাচিত!

৯

সিন্ধু সঙ্গমেরস্থানে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে,
পারাপারপন্থা মাত্র আছে এক স্থানে;
অন্যত্র কোথাও আর রণতরী চলিবার
নাহিক উপায়, বাধা পায় নানা স্থানে!

১০

উদ্ভিন্ন প্রস্তররাশি,—প্রতিহত জল-রাশি,
মহাশব্দে নিম্নমুখে আছাড়িয়া ছুটে,
তরী না তিষ্ঠিতে পারে, আছাড়ি প্রস্তরোপরে
চূর্ণ হয় ভয়ঙ্কর প্রবাহসঙ্কটে!

১১

সিন্ধু সঙ্গমের স্থানে, অধিকাংশ সৈন্যগণে,—
সমাবেশ করি ব্যোমকেশ সেনাপতি,
আছেন সুদৃঢ় হ'য়ে, অবশিষ্ট সৈন্য ল'য়ে,
সেতু মুখে অবস্থিত আছেন ভূপতি।

১২

হ'য়ে শৈল সেতুপার, প্রবেশে পঞ্জাব দ্বার
সে বীর দম্পতি অতি হরষিত মনে।
পঞ্চনদ সৈন্যগণ, বীরচিত্ত-বিমোহন
অপরূপ দরশন করিয়া নয়নে—

১৩

জয়াশা উন্মত্ত মনে, জিনি সিন্ধু গরজনে,
বারম্বার জয়ধ্বনি করে ঘন ঘন!
খুলিয়া মাথার পাগ্ হৃদয়ের অনুরাগ-
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দোঁহে করিল অর্পণ!

১৪

কোষবদ্ধ তরবারী, অধোমুখে নত করি,—
দাঁড়ায়েছে সৈন্য সারি রথ্যা দুই ধারে,
মধ্যেতে প্রবাহ জিনি চলে কল্লু অনীকিনী,
উঠিতেছে জয়ধ্বনি ভেদিয়া অম্বরে!

১৫

এইরূপ সসম্মানে, বিজয়বাহুর সনে,
ল'য়ে স্বীয় সৈন্যগণে, শৈলমহারাণী,
প্রবেশিয়া শিবিরেতে, পুরুরাজ চরণেতে
প্রণমিল শিরে ধরি চরণ দু'খানি !

১৬

পিতৃ সমতুল্য জ্ঞানে. ভক্তিপুলকিতপ্রাণে
প্রণমে বিজয়বাহু রাজার চরণে।
মাথার কিরীট খুলি, লয় রাজপদ ধূলি,—
উঠিয়া দাঁড়াল রাজা হর্ষোৎফুল্ল মনে।

১৭

রাণীরে আশীষ করি, বিজয়েরে বক্ষে ধরি,
বারম্বার আলিঙ্গন করি স্নেহভরে.
অতিমাত্র সমাদরে, বিবিধ সম্ভাষা ক'রে,
বসাইল উভয়েরে সিংহাসনোপরে।

১৮

ভক্তি-উদ্বোধিত মনে বসিলেন দুই জনে,
যে যা'র নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেল সৈন্যগণ,
করিবারে স্নান দান, পূজা ও ভোজন পান
বিজয়-শৈলেরে সঙ্গে করিয়া রাজন—

১৯

চলিলেন যথাস্থানে, অনুচরগণ সনে,
সেনাপতি মন্ত্রিগণে করি আমন্ত্রণ ;
কহিলেন দৃঢ় ক'রে. "স্নান ভোজনাদি পরে
অবিলম্বে সভাস্থলে কর আগমন।

২০

যুক্তিযুক্ত হয় যাহা, নিশ্চয় করিয়া তাহা,
প্রস্তুত হইতে হবে রজনী মধ্যেতে,
শুনিলাম চরমুখে, আমাদের অভিমুখে,
বিপক্ষেরা আসিতেছে তক্ষশীলা হ'তে!"

২১

সেতু অবরোধ ক'রে সিন্ধুর সঙ্গম যুড়ে,
অলঙ্ঘ্য প্রাকারে ঘেরা পঞ্জাব শিবির।
ব্যাপিয়া ক্রোশেক স্থান, হইয়াছে শোভমান
গগন যুড়িয়া উড়ে পতাকা নিবিড়।

২২

রথ্যাশ্রেণী দুইধারে সাগর-তরঙ্গাকারে,
সংখ্যাতীত বস্ত্রাবাস শোভে সারি সারি,
মাঝে মাঝে মনোহর, অনুচ্চ পর্ব্বতস্তর
ভেদিয়া নির্ঝরকুল কুল্ কুল্ করি—

২৩

ব'য়ে যায়, মনে হয়, খনি হইতে মণিচয়
দ্রবীভূত হ'য়ে স্বচ্ছসলিল আকারে—
ক'রে কল কল ধ্বনী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী
ছুটিতেছে শ্যামকান্ত শিবিরপ্রান্তরে!

২৪

প্রকৃতি বিরচিত লতাকুঞ্জ শত শত,
মধুময় ফল ফুলে শোভে তীরে তীরে!
পুষ্পমকরন্দ গন্ধে মুগ্ধ হ'য়ে, মহানন্দে
কুহরে কোকিল, ভৃঙ্গ ঝঙ্কারে মধুরে!

২৫

শিবির বিপণিরাজি, বিবিধপণ্যেতে সাজি,
শোভিতেছে গজবাজী উষ্ট্র অগণন,
শত শত সেনাবল, অনুচর মিত্রদল,
লেখক, বাদক, বন্দী, দাস দাসীগণ—

২৬

নিবাসিছে শিবিরেতে, উৎসাহ-উৎফুল্ল চিতে
ভাসিয়া আনন্দস্রোতে, যদৃচ্ছা বিহরে।
বিপদ কি মৃত্যুভয়, কেহ অবগত নয়,
নির্ভয়হৃদয়ে সবে মহোৎসব করে!

২৭

যেন দৈত্য বিনাশিতে, দেবরাজ সসৈন্যেতে
স্বর্গ ছাড়ি হিমাদ্রির উপত্যকা পরে
হ'য়েছেন সমাগত, দেবদল সমবেত
হইয়া শিবিরে যুক্তি করে পরস্পরে!

২৮

সার্দ্ধশত গজ যুড়ে, চন্দ্রাতপ শোভা করে
মণিমুক্তা চিত্রাকারে খচিত সুন্দর,
যেন স্নিগ্ধ নীলাম্বরে, তারাবলী শোভা করে
জ্বলিছে কাঞ্চনস্তম্ভে বৈদুর্য্যনিকর!

২৯

হেমরত্ন-বিমণ্ডিত, দিব্যাসনে শত শত
পাত্রমিত্র সহচর সর্দ্দার সেনানী,
ব'সেছে প্রহৃষ্টমনে, সকলের মধ্যস্থানে
সর্ব্ব-উচ্চ সিংহাসনে ব'সেছে নৃমণি।

৩০

সঙ্গে করি বামাদলে, বসিয়াছে কুতূহলে
মহারাণী শৈলবালা রত্নসিংহাসনে,
রাজার দক্ষিণধারে, রত্নসিংহাসন 'পরে
ব'সেছে বিজয়বাহু অতীব সম্মানে !

৩১

বামে রাজপুত্র ধীর, নবীন কিশোর বীর
বৈজয়ন্তরথী পিতা মাতার দুলাল,—
বসিয়াছে হৃষ্টমনে ; পট-প্রান্তে শান্ত্রিগণে
উন্মুক্তকৃপাণ করে ফিরিছে ভয়াল !

৩২

প্রৌঢ়বয়ঃ শুক্লকেশ, পরিধান শুক্লবেশ,
মহাবাজ পুরুরাজ জিনি গিরিচূড়া,—
সভাস্থলে শোভমান, দিব্যজ্ঞানে গরীয়ান,
মহান গাম্ভীর্য্য মুখে, হৃদে অগ্নি ভরা !

৩৩

আলোড়িয়া সভাস্থল কহিলেন মহাবল—
"শুন সভ্যগণ ! মম বচন, এক্ষণে—
শত্রু সমাগত প্রায়, সেনা সমাবেশ, যা'য়
ভাল হয়, তদুপায় শুন সর্ব্ব জনে,

৩৪

সমবেত দলবল, হ'তে হ'বে দুই দল,
একদল সিন্ধু-সঙ্গমের দিক করিবে রক্ষণ,
অপর সেতুর দ্বার, নদীর পশ্চিম ধার
রক্ষিবে সুদৃঢ় হ'য়ে বজ্রের মতন।

৩৫

সিন্ধুসঙ্গমের স্থানে, মিলি সেনাপতি সনে,
আর আর সেনানী সকলে থাক গিয়া,
বিজয়বাহুর সনে, মিলি বীরাঙ্গনাগণে,
বীরেন্দ্রাণী শৈলরাণী একত্র হইয়া—

৩৬

রাখ সেতুসিংহদ্বার, নদীর পশ্চিমধার,
সেতুর প্রবেশদ্বার বজ্রের অর্গলে—
আঁটিয়া সুদৃঢ় ক'রে, তক্ষশীলা রাজ্যে পড়ে—
মারহ অবাধে শত্রু ভীমবাহুবলে!

৩৭

হয় যদি প্রয়োজন, নিজে যুদ্ধ আয়োজন
করিব পশ্চাতে, দেখি বিক্রম সবার;
ব্যোমকেশ সেনাপতি, সমরে পণ্ডিত অতি
অন্য অন্য সেনানীরা সমরে দুর্ব্বার।

৩৮

সকলে মিলিত হ'য়ে দক্ষিণশিবিরে গিয়ে,
সিন্ধুসঙ্গমের মুখ রোধ' দৃঢ় ক'রে।
শত্রু কথা থাক্ দূরে, নদী অতিক্রম ক'রে
একটি বিহঙ্গ যেন উড়িতে না পারে!

৩৯

খেচর কি জলচর, অম্বরে কি জলোপর,
উড়িয়া কি সন্তরিয়া না আসে এপারে,
দূরে থাক্ রণতরী, বিমান উপরে চড়ি
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ না আসিতে পারে!

৪০

সাজ সবে ত্বরাত্বরি, সৈন্য সমাবেশ করি
দৃঢ় হ'তে হ'বে এই রজনী ভিতরে।
তক্ষশীল সেকেন্দার, ছাড়ি তক্ষশীলা দ্বার
আসিছে সসৈন্যে ঘোরঝটিকা আকারে।

৪১

শুনিয়া রাজার বাণী, মহোল্লাসে জয়ধ্বনি
করিল সকলে রাজ-আজ্ঞা ধরি শিরে ;
সাজ্‌ সাজ্‌ সাজ্‌ ব'লে, কুতূহল-কোলাহলে,
শিবির-সাগরে যেন তরঙ্গ হুঙ্কারে !

৪২

রণবাদ্য বাজে ঘন, গরজয়ে নবঘন,
সিংহনাদ ঘন ঘন করে বীরগণ,
বন্দিদল একতানে, তুষিবারে বীরগণে
জাতীয়-সঙ্গীত গানে মাতাইছে মন !

৪৩

অহং—একতালা।

"যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য আকাশ মণ্ডলে,
যাবৎ মেরু সিন্ধু স্থিতি মহীতলে,
সেই আদি কাল হ'তে ভূমণ্ডলে,
গুণে-জ্ঞানে পূজ্য ভারত জগতে !

ভারত-জননী-বীর-প্রসবিনী,
নিজ ভুজবলে বিশ্ব-বিজয়িনী,
অতুলমহিমা জ্ঞান গৌরবিণী
অবনী-নয়ন-মণি সংসারেতে !

৪৪

রাবণদমন রাম ধনুর্দ্ধর,
ভীমার্জ্জুন আদি বীরেন্দ্র নিকর,
যাঁর প্রিয়পুত্র সংসার ভিতর!
নাহিক দ্বিতীয় তুলনা যাঁহার।

বারম্বার যাঁর বীর পুত্রগণ,
দিগ্বিজয় করি শাসিল ভুবন,
নাশিল সবলে জাতি বৈরিগণ,
লুঠিয়া আনিল অবনী-ভাণ্ডার।

৪৫

যাঁর বীরদাপে কাঁপে বসুন্ধরা,
মহিমা-মহত্ত্বে পরাস্ত অমরা,
যাঁ'র পদানত পৃথ্বী সসাগরা,
সেই সে ভারত বিজয় করিতে—

এসেছে যবন দস্যুদলপতি—
দিগ্বিজয়ীবেশে ভারতে সম্প্রতি,
শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি অতি,
এত বড় স্পর্দ্ধা কাহার জগতে!

৪৬

শত্রুপরিচয় শুনে ঘৃণা হয়,
অস্পৃশ্য অধম, নীচ দুরাশয়,
ছায়া পরশিলে পাপস্পর্শ হয়,
এ হেন দুর্দ্দীন যবন-তস্কর।

কৃপাপাত্র তা'রা শত্রু কেবা বলে ?
তাহাদের স্থান পাদপিঠ তলে,
সেই বিদেশীয় সারমেয়-দলে,
বান্ধিয়া শৃঙ্খলে কর সমাদর !

৪৭

হায় হায় হায় ! একি বিড়ম্বনা,
সকলি বিচিত্র হয় বিবেচনা !
ইহারি লাগিয়া সমর ঘোষণা—
বীরেন্দ্রবন্দিত ভারত ভিতরে ?

সুরাসুর-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর,
যথা প্রবেশিতে প্রাণে পায় ডর,
অসুর-সমরে দেব পুরন্দর,
যাঁদের সাহায্য শিরোধার্য্য ক'রে—

৪৮

একবার নহে শত শত বার,
ভীষণ সমরসিন্ধু হ'য়ে পার,
রাখিল ত্রিদিবগৌরবসম্ভার,
সেই সে সকলি তেমনি র'য়েছে !

সেই রবি শশী উঠিছে অম্বরে,
সেই সমীরণ বহিছে সুস্থিরে,
সেই মেরুশ্রেণী শোভিছে শেখরে,
সেই সিন্ধু-গঙ্গা তেমনি বহিছে,

৪৯

সেই বসুন্ধরা ভরা সুখরাশি,
রত্নগর্ভা মাতা, রত্ন রাশি রাশি
প্রসবিছে, সুখে মগ্ন ধরাবাসী,
শান্তি সুধাপানে সুস্থ সর্ব্বজন !

ম্লেচ্ছ-সারমেয় শব্দে আচম্বিত,
বিশ্বব্যাপী শান্তি হ'ল তিরোহিত,
পারস্য জিনিয়া হ'য়েছে স্পর্দ্ধিত,
তাইতে দুরাশা বেড়েছে এমন !

৫০

স্বর্গ জিনিবারে করেছে বাসনা ?
ভারতে ক'রেছে সমর ঘোষণা,
অহো ! ইহা অতি অদ্ভুত ঘটনা,—
আর্য্যইতিবৃত্ত কলঙ্কে মগন !

বীর প্রসবিনী ভারত মাতার,
অক্ষয় বীরত্ব—ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার,
সবলে লুঠিবে আলেকজাণ্ডার
থাকিতে ভারত—বীর পুত্রগণ ?

৫১

এ ঘৃণার কথা শুনে পাই লাজ,
সাজহে ভারত-বীরেন্দ্র সমাজ !
দেবরাজ জিনি পুরু মহারাজ
আদেশে সুমেরু ফেলহ উপাড়ে !

শোষি রত্নাকর লভ রত্ন রাশি !
দলিয়া গগন, গ্রহ রবি শশী—
নিভাইয়া, সৃজ অন্ধকার রাশি
ডুবাও সংসার প্রলয় পাথারে।

ইতি আর্য্যসঙ্গীত
জাতীয়নিগ্রহ মহাকাব্যে উদ্বোধনায়
পঞ্চম সর্গ।

# ষষ্ঠ সর্গ।

১

হেথা তক্ষশীলা ছাড়ি, দলবল সঙ্গে করি
রাজা তক্ষশীল সহ গ্রীক্ মহাবীর,
তক্ষশীলা সেনাদলে সঙ্গে লয়ে কুতূহলে,
বিতস্তা-পশ্চিমপ্রান্তে স্থাপিলা শিবির।

২

বিতস্তা-পশ্চিম পারে বিশাল প্রান্তর'পরে,
সেতু হ'তে দ্বিসহস্র গজ ব্যবধান—
পরিখার অভ্যন্তরে, ক্রোশাধিক স্থান জুড়ে
গ্রীসীয় শিবির-শ্রেণী হয় শোভমান!

৩

নীলাম্বর বিরচিত পট-গৃহ নানা মত,
লোহিত কেতুরঞ্জিত শোভে অগণন;
মনে হয় নভস্তল ছাড়ি নীলাম্বুদ দল
—রসাতলে দিতে এই ভারত ভুবন—

৪

অবতীর্ণ অবনীতে, তড়িত জড়িত মাথে,
গুরু গুরু গুরু গুরু গরজে ভীষণ!
সীমা হ'তে সীমান্তরে, কাল মেঘ আলো ক'রে
হাসিছে দামিনী দল, চমকে ভুবন!

৫

গজ বাজী সেনাদল ঘোরতর কোলাহল,
জিনিয়া সিন্ধু কল্লোল উঠিছে গগনে!
কাঁপে ধরা টলমল, উথলে সাগর জল,
ঝঞ্ঝাবাত ভয়ঙ্কর গর্জ্জিছে সঘনে!

৬

মনে হয় সমুদয় প্রলয়ে হইবে লয়,
মহাঘোরে দিক চয় বিভ্রান্ত স্তম্ভিত!
কঠোর নৈরাশ্য-মাখা বিষাদ তিমিরে ঢাকা
প্রকৃতির মুখছবি, মহী সন্ত্রাসিত!

৭

গ্রীক্ শিবিরের পাশ ভক্ষশীলা সেনাবাস
সুশোভিত, দুগ্ধ-শ্বেতপটগৃহজালে,
পীত পতাকার সারি শোভিতেছে সারি সারি
সহস্র সহস্র শ্বেত যবনিকা ভালে!

৮

নীলিমা রঞ্জিত কায় প্রলয়ের মেঘপ্রায়
গ্রীসের শিবির কোলে, সাগর আকারে—
শোভে শুভ্র সেনাবাস, হ'য়ে যেন জলোচ্ছ্বাস
আলিঙ্গিছে জলধরে গাঢ় প্রেম ভরে!

৯

মুগ্ধ হ'য়ে নবভাবে, এরূপ অভিন্ন ভাবে,
আর্য্য ম্লেচ্ছে একভাবে করে অবস্থান!

প্রণয়ের সীমা নাই, তক্ষশীল ধর্ম্ম-ভাই,
গ্রীক্‌রাজ্ঞী * রোসেনার জ্যেষ্ঠের সমান !

১০

প্রিয় ধর্ম্মশ্যালকেরে সঙ্গে লয়ে সমাদরে,
বসিয়াছে সভা'পরে বীর-চূড়ামণি,
পার্শ্বদেশে মনোহর রত্ন সিংহাসন'পর
বসিয়াছে তক্ষশীল রাজ কুলগ্লানি !

১১

উভয়ে করি বেষ্টন গ্রীক্ ধুরন্ধরগণ,
এফেষ্টিন অ্যারিস্তাভালিয় আদি ক'রে,
বসেছে প্রফুল্ল মনে, শত শত বীরগণে
মিলিত হ'য়েছে, রণমন্ত্রণার তরে।

১২

প্রলয়ের পূর্ব্বে যেন প্রশান্ত জলধি, হেন
গ্রীক্ মহাসভা স্থির, নীরব গম্ভীর !
সে স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে মধুর গম্ভীর স্বরে,
কহিতে লাগিল এফেষ্টিন মহাবীর,

১৩

"ধন্য পিতা যুপিতর ! বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর—
পরমেশ-পরাৎপর, তব দয়া বলে—
মুষ্টিমেয় গ্রীক্‌দল প্রকাশিয়া বাহুবল,
জিনিবারে ভূমণ্ডল যোগ্য রণস্থলে !

* রোসেনার পারস্য নাম রও সেনক।
অপভ্রংশে রোসেনা বলা যায়।

১৪

হে গ্রীক্ গৌরবদল, অবনীর মুখোজ্জ্বল
দিয়া প্রাণপুষ্পদল পূজহ তাঁহারে,
সকলে হৃদয় খুলি, যুক্ত করপুট তুলি
"জয় যুপিতর" বলি ডাক ভক্তি ভরে !

১৫

হে ভুবনজয়ী বীর রাজ রাজেশ্বর ধীর
দেব পুত্র ! রণে স্থির জিনি ধরাধর,
ধন্য তব অঙ্গীকার, ধন্য তব তরবার
ধন্য বল অহঙ্কার সংসারে তোমার !

লয়ে মুষ্টিমেয় সেনা, ভূম গুলে দিলে হানা,
আমাদের সমকক্ষ কে আছে জগতে ?
অবনীর তিন-অংশ গ্রীক্ সাম্রাজ্যের অংশ,
এক অংশ অবিজিত দিবনা থাকিতে !

১৭

ভারত বিজয় ক'রে ব্রহ্ম চীন একেবারে,
ভারতীয় সৈন্য লয়ে করি পরাজিত,
মাসিডন অধীশ্বরে, পৃথ্বী সিংহাসন 'পরে
বসাইব, এ প্রতিজ্ঞা সাধিব নিশ্চিত !

১৮

ভারত বিজয় আর করিতে অপেক্ষা কার ?
তক্ষশীল মহাত্মার সাহায্য বলেতে,
বিজয়ের পথ যত করিয়াছি করগত,
আমাদের বিজয়িনীপতাকা তলেতে,

১৯

তক্ষশীলা সৈন্যদল সমবেত, গ্রীক্ বল
প্রমত্ত সাগরসম হ'য়েছে বর্দ্ধিত !
এ ভীম বাহিনী আগে দক্ষিণে কি বামভাগে
কে তিষ্ঠিতে পারে, কা'র পরাক্রম এত ?

২০

সুমেরু সাগর আদি, বায়ু বহ্নি সঙ্গে যদি
মিলিত হইয়া বাধা দেয় অভিযানে—
পদাঘাতে সিন্ধুগিরি শতধা বিদীর্ণ করি,
বায়ু বহ্নি বক্ষোপরি ধরিব তৎক্ষণে !

২১

বুদ্ধি বীর্য্য ক্রিয়া বলে, অসাধ্য কি ভূমণ্ডলে ?
দেখাব সংগ্রামস্থলে কৌতুক সুন্দর !
কৌশলে সাধিব কার্য্য ইথে নাই ন্যায্যান্যায্য,
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিরোধার্য্য করি অতঃপর—

২২

যে কোনো উপায়ে হয় স্বার্থ সিদ্ধি শত্রুক্ষয়,
তাহাই করিতে হ'বে রাজনীতি মতে।
ভেদ দণ্ড নীতি দ্বয়, প্রয়োজন এ সময়,
অগ্রে ভেদ, পরে দণ্ড বিহিত শাস্ত্রেতে !

২৩

ভেদের উপায় যাহা রাজমিত্র জ্ঞাত তাহা,
সবিশেষ বিবরণ বলেছেন মোরে ;
হে রাজাধিরাজ ধীর, ভুবন বিজয়ী বীর !
যুক্তিযুক্ত কর স্থির অবধান ক'রে।"

২৪

শুনি সেনাপতি উক্তি, কহিলা সাদরে অতি
তক্ষশীলে সম্ভাষিয়া আলেকজাণ্ডার।
"হে বান্ধব প্রিয়তম ! ভারতসাগরে মম
এক মাত্র প্রাণোপম প্রিয় কর্ণধার !

২৫

বল ভেদ-উপাখ্যান, যে উপায়ে সমাধান
হয় তা'র সুবিধান কর ত্বরান্বিত,
ভেদ দুর্ব্বলের নীতি, উহাতে না পাই প্রীতি,
সফলতা বহু দূরে কিম্বা অনিশ্চিত !

২৬

ক্বচিৎ কখনো যদি, সিদ্ধ হয় ভেদ নীতি,
বিগ্রহ বীরের নীতি না হয় নিষ্ফল !
স্তোক, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছল, নহে বীরপণা
ন্যায়ধর্ম্ম বীরত্বের দৃঢ় ভিত্তিস্থল !

২৭

নিষেধ করি না আমি, সুসঙ্গত বুঝ তুমি
অবশ্য করিতে পার ভেদ অনুষ্ঠান।
সেই কথা শুনিবারে ইচ্ছা করি সবিস্তারে,
বল প্রকাশিয়া প্রিয় বান্ধব ধীমান।"

২৮

গ্রীকরাজ বাক্য শুনে, দাঁড়াইয়া সভাস্থানে
কহিতে লাগিলা তক্ষশীল নৃপবর—
"হে রাজাধিরাজ-ধীর দিগ্বিজয়ী মহাবীর !
বীরগণই অবনীর রাজরাজেশ্বর।

২৯

যাহা কিছু রাজ-নীতি, তা'তেই বীরের প্রীতি,
সাম-দান ভেদ-দণ্ড নীতি চতুষ্টয়,
হ'লে কার্য্য উপস্থিত, সমস্তই সুবিহিত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বহির্ভূত এই সমুদয়!

৩০

কার্য্যকালে সাম-দান- ভেদ-বিগ্রহ বিধান—
সমান সকল গুলি কেহ ছোট নয়।
সম্প্রতি বিপক্ষ দল, হয় যাহে হীনবল
এজন্য ভেদকৌশল সুসঙ্গত হয়!

৩১

পঞ্চনদেশ্বর দলে মিলি কল্লু দলবলে—
রাণী শৈলবালা সনে হয়ে সম্মিলিত,
অরি-কুল কাল-রাহু, দুর্দ্ধর্ষ বিজয়বাহু—
যুঝিলে জয়ের আশা নাই কদাচিত!

৩২

জিনিয়া শত সিংহিনী পরাক্রমে শৈলরাণী,
ততোধিক পরাক্রমে বিজয় দুর্দ্দম—
মহাবীর পুরুসনে, মিলিয়া এ দুইজনে
যুদ্ধ যদি করে, নাহি পারে ইন্দ্র যম!

৩৩

এইজন্য ভেদ নীতি, প্রয়োগ করি সংপ্রতি,
দেখা যা'ক যত্ন চেষ্টা করি বিধি মতে।
যদি না সফল হই, তাহাতে দুঃখিত নই,
প্রাণপণ করি রণে যুঝিব পশ্চাতে!

৩৪

পুরু হ'তে বিজয়েরে, বিচ্ছিন্ন করিতে পারে,
এমত কৌশল কিছু না পাই ভাবিয়া।
তুই মহা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ সুবিদ্বান
একব্রত একপ্রাণ ভিন্ন মাত্র কায়া!

৩৫

খণ্ডেক বিজিত দেশ পায় যদি ব্যোমকেশ,
বিনা ক্লেশে কার্য্য-শেষ হয় অনায়াসে,
অর্দ্ধেক পঞ্জাবদল রক্ষিছে সঙ্গম স্থল,
সে, না প্রকাশিবে বল, রাজ্য অভিলাষে!

৩৬

এরূপ প্রস্তাবে যদি, হয় রাজ অভিমতি,
আজ্ঞামাত্র সুসম্পন্ন হইবে সকল।
দ্বিতীয় প্রস্তাব এই, সংগ্রামে দুর্দ্দম সেই
সিংহ সহ সিংহিনীরে করিয়া কৌশল—

৩৭

বিচ্ছিন্ন করিতে হবে, ইহারি উপায় এবে
স্থির করিয়াছি আমি অতি চমৎকার!
বীর্য্যবতী রাণী-চিত্ত, জানি আমি ভাল মত,
বিশ্বজয়ী বীর খ্যাতি শুনি আপনার—

৩৮

আনন্দে উৎফুল্ল হ'ত, অনুরাগে গ'লে যেত,
আপনার প্রতি তার ছিল বড় টান।
বিজয় মধ্যেতে থেকে, কুমন্ত্রণা দিল ডেকে,
সেই থেকে ভাবিতেছে শত্রুর সমান!

৩৯

দুষ্টের মন্ত্রণা পেয়ে, পুরুসৈন্যে গেছে ধেয়ে,
শত হোক নারীজাতি স্বভাবদুর্ব্বল !
যদি সেই আপনার পায় প্রেমউপহার,
অমোঘ প্রণয়-পত্র বিশ্বাসের স্থল,

৪০

তা' হলে গলিয়া যাবে, করতলে স্বর্গ পাবে।
মনঃপ্রাণ সব দিবে আপনার করে,
এ বিষম শেলাঘাতে বিজয় বিহ্বল চিতে,
ভগ্নোৎসাহে প্রাণত্যাগ করিবে সত্বরে !

৪১

নারীকুল শিরোমণি, গুণবতী শৈলরাণী
রূপে-বিশ্ব বিমোহিনী কি দিব তুলনা ?
রূপবিদ্যাবাহুবলে- শাপভ্রষ্টা-দেবী ব'লে—
মান্যা এ দেশ মণ্ডলে সেই বীরাঙ্গনা !

৪২

ভারতীয় বীরগণ লভিবারে শৈলধন,
প্রাণ-পণ আকিঞ্চন করে থাকে সদা,
কিন্তু সেই বীর্য্যবতী বীতরাগ সবা প্রতি.
আপনার বীরখ্যাতি শুনি সে প্রমদা,

৪৩

মুক্ত-কণ্ঠে শত বার গুণগান আপনার
করিত, গলিয়া যেত অনুরাগ ভরে।
তবু দেখে নাই চখে, শুনে মাত্র লোকমুখে
অভিভূত আকুলিত আছিল অন্তরে !

৪৪

জয়শ্রী-ভূষিত রূপ, বীর কান্তি অপরূপ,
হেরিত যদ্যপি সেই বারেক নয়নে।
পেত যদি প্রেমাভাস, তা' হলে দাসের দাস
বিজয়েরে কোনো মতে ধরিত না মনে!

৪৫

হে রাজা-ধিরাজ বলি! অবনীবিজয় ফেলি,
অবনীর শিরোমণি রমণীরতন—
লভিতে করহ যত্ন, এহেন অমূল্য রত্ন
আপনারি উপযুক্ত ভূষণশোভন!

৪৬

সেই রত্ন তব করে সম্প্রদান করিবারে,
কত যে সুবাধ্য ক'রে ছিলাম তাহারে!
বিজয় করিয়া-ছল, ব্যর্থ কৈল সে সকল।
বিতংস ছিঁড়িয়া পাখী উড়িল অম্বরে!

৪৭

পুনর্ব্বার পাতি ফাঁদ, ধরিতে ধরার চাঁদ
ইচ্ছা করি, সিদ্ধকাম হব অনায়াসে।
পুরুরাজ গুরুদেব দণ্ডমা-আচার্য্য দেব,
সকলের মান্য, শত্রুসৈনিক নিবাসে,

৪৮

কোনো এক ভট্ট বরে পাঠাইব দিব্য ক'রে
সাজায়ে ছদ্ম সন্ন্যাসি আচার্য্যের চর,
দণ্ডমাচার্য্যের শিষ্য প্রবেশিতে নাই দূষ্য,
অনায়াসে চলে যাবে রাণীর গোচর!

৪৯

লয়ে যাবে অভিজ্ঞান, রাজালেখ্য একখান,
রাজলিপি, অঙ্গুরীয়, বিশ্বাস কারণ,
জানি আমি ভালমতে, শৈলরাণী কোনো মতে,
প্রত্যাখ্যান করিবে না এ গৌরব ধন।

৫০

বুদ্ধিমতী শৈলরাণী, সহজে অনুরাগিণী,
হবে অবনীর রাণী, বুঝিলে এ কথা—
অবশ্য পড়িবে ফাঁদে, ধরিয়া ধরার চাঁদে
দিব রাজপদে, ইথে নাহিক অন্যথা!

৫১

হে রাজেন্দ্র মহাবলি! সমস্ত কহিনু খুলি
যুক্তিসিদ্ধ বটে কিনা দেখুন বিচারি,
হয় যদি অভিমত শীঘ্রই এ সোজা পথ
ধরা সুসঙ্গত বলি বিবেচনা করি!”

৫২

শুনি তর্কশীল উক্তি কহে মাসিডন পতি
দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার—
“হে বান্ধব প্রিয়বর! নাহিক তোমার পর,
হিতৈষী সুহৃদ্ মম ভারত মাঝার।

৫৩

আমার হিতের তরে, সর্ব্বস্ব অর্পণ ক’রে—
অচ্ছেদ্য মমতাডোরে বেন্ধেছ আমায়।
সংপ্রতি যে ভেদোপায় কহিলে, এ সমুদয়
শুনিলাম, ধন্যবাদ কৌশলে তোমার!

৫৪

কিন্তু প্রবঞ্চনা ছল প্রকাশিয়া হীনবল,
করিয়া বিপক্ষজয় করিতে আমার,
না হয় উৎসাহ মনে, বীরনীতি উল্লঙ্ঘনে
গাইবে অযশ মম সমস্ত সংসার!

৫৫

পুরুসেনাপতি সনে গুপ্তসন্ধি করি রণে
জয়ী হওয়া পরাজয় হৈতে ঘৃণাকর,
না পারি আঁটিতে বলে, নিতান্ত অসাধ্য স্থলে
দেখা যাবে সেই কালে চিন্তি অতঃপর!

৫৬

রাণীর বিষয়ে যাহা কহিলে, শুনিয়া তাহা
সমধিক কৌতূহল জন্মেছে অন্তরে!
এ হেন অমূল্য নিধি, স্বজন করেছে বিধি,
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি আহরণ ক'রে।

৫৭

ভাগ্যবান হবে যেই সে নিধি লভিবে সেই,
মহা ভাগ্যবান সেই বিজয় সংসারে,
পেয়ে সে অমূল্য ধনে স্থাপি হৃদি সিংহাসনে,
প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজিছে সাদরে!

৫৮

বিজয়বাহুর সম, এত কি সৌভাগ্য মম,
লভিব সে অনুপম সুরসুন্দরীরে?
সে দেবী, আমি দানব, অনুরাগ অসম্ভব—
তাহার আমার প্রতি সংসার ভিতরে!

৫৯

শুনি তার বিবরণ আকুল হতেছে মন,
পাব কি সে শৈলধন যতন করিয়া ?
সেই বীর্য্যবতী সতী অতিশয় বুদ্ধিমতী,
নহে সে চঞ্চলমতি অবলা বলিয়া !

৬০

বিদ্যাবতী শৈলরাণী, দৃঢ়চিত্তা তেজস্বিনী,
কৌশলে কি ভুলে সেই ? যদি ভুলাইতে—
পার ওহে প্রিয়বর ! কর চেষ্টা, অতঃপর
দেখ যেন অবশেষ পাব কুলাইতে !

৬১

চেষ্টা কর বিধিমতে, না ঘটে কি যায় তা'তে ?
হেরিব সংগ্রামক্ষেত্রে সে রণদেবীরে !
সেই মহাশক্তিরূপ না জানি কি অপরূপ
দেখিব নয়নে, তাই ভাবিছি অন্তরে !

৬২

বস্তুত ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা সমুৎকর্ষ
লভিয়াছে সমুদয় ভূমণ্ডল পরে,
রূপ বিদ্যা বাহুবল, সকলের লীলাস্থল,
দেখে শুনে মুগ্ধপ্রায় হয়েছি অন্তরে !

৬৩

বহুদেশ ভ্রমিলাম বহু যুদ্ধ করিলাম
কোনও স্থলে নারীযোদ্ধা দেখিনি নয়নে,
দেখিব সে দলবল ক্ষত্রিয় কুমারীদল,
জীবন হবে সফল ভারতের রণে ।

৬৪

অদ্যই যা' হয় তাই, সম্পাদন কর ভাই !
কল্য প্রত্যুষেই আমি আরম্ভিব রণ,
শুন প্রিয় সেনাপতি, সুপ্রস্তুত রাতারাতি—
হইতে হইবে, [illegible] কর আয়োজন !"

৬৫

শুনিয়া রাজার বাণী, মহোল্লাসে জয়ধ্বনি
করিয়া গর্জ্জিল গ্রীকসৈন্য পারাবার।
"জয় পিতা যুপিতর, জয় রাজরাজেশ্বর !"
শব্দেতে কম্পিত হয়ে উঠিল সংসার।

৬৬

বাজে গ্রীক রণ-বাদ্য, নাচে বীর-হৃদ-পদ্ম,
উদ্দীপনা-মত্ত চিত্ত হইয়া সকলে,
করে ঘন সিংহনাদ, শত শত বজ্রপাত —
হয়ে যেন বিশ্ব সৃষ্টি দিল রসাতলে !

ইতি আর্য্যসঙ্গ [illegible]নগ্রহ
মহাকাব্যে [illegible]
নাম [illegible]

# সপ্তম সর্গ।

১

দিবা অবসান, রবি যায় অস্তাচলে,
সিন্দুরের ধারা ঢালি পশ্চিম গগনে !
ধীরে ধীরে ঢাকি মুখ তিমির অঞ্চলে,
সন্ধ্যা সুর-বালা আসি উদয় ভুবনে !

২

স্নিগ্ধ-শ্যাম-বসুন্ধরা শান্তির কোলেতে,
লভিতে বিরাম এবে হতেছে প্রস্তুত ।
ফুটিছে নক্ষত্ররাজি নভঃ মণ্ডলেতে,
বহিছে বসন্ত শান্ত প্রদোষ-মারুত !

৩

আকুল কাকলি শব্দে দিক চরাচর !
গাইছে সন্ধ্যাবন্দনা বিহঙ্গ সকল ।
সন্ধ্যা-সুর-সুন্দরীর করিতে আদর,
বহিছে বিতস্তা স্রোত করি কল্ কল্ ।

৪

সন্ধ্যা-সমাগম-সুখে কুহরে কানন,
ফুটিতেছে ফুল-বালা অনুরাগ ভরে,
সৌরভ-গৌরব-রাশি করিয়া অর্পণ,
তোষিতেছে প্রিয়সন্ধ্যা সুর-সুন্দরীরে !

৫

পঞ্জাব শিবিরে বাজে মঙ্গল-আরতি,
নানা স্থানে দেব-স্থানে শান্তি-রসাস্পদ
সন্ধ্যাবন্দনাদি সবে করিছে আরতি,
সুমধুর বেদগান অমৃত আস্পদ।

৬

বন্দিদল কুশল ঘোষিয়া রাজকুলে,
বন্দিতেছে সুমধুর স্তুতি পাঠ করি।
ইমনে বাজিছে বাঁশি নৌবত * সকলে
মুগ্ধা যেন শান্তিময়ী প্রকৃতি সুন্দরী।

৭

প্রতিপট গৃহে জ্বলে শত শত বাতি
সুরভি-তৈল সংযোগে সুবর্ণ আধারে,
স্থির সৌদামিনী সম প্রকাশিছে দ্যুতি;
জ্বলিছে বৈদুর্য্য রাজি প্রাচীরে প্রাচীরে

৮

সজ্জিত বিচিত্র পটমণ্ডপ ভিতরে,
গজদন্ত বিনির্ম্মিত রতন-খচিত,
মহার্ঘ্য শয্যা-শোভিত পর্য্যঙ্ক উপরে,
বসিয়াছে শৈলরাণী হয়ে আনন্দিত!

৯

চতুর্দ্দিকে প্রিয়তমা সহচরী দল,
বসিয়াছে দিব্যাসনে ঘেরিয়া রাণীরে,
বিলাসসরসে যেন ফুটেছে কমল!
গাইছে গায়িকাকুল কলকণ্ঠ স্বরে।

---

* নহবৎ।

১০

মুরজ মুরলী বীণা সপ্ত স্বরা তানে
মিলাইয়া সুমধুর বামা কণ্ঠ স্বরে,
অমৃত বর্ষিছে যেন মিলি ঐক্যতানে
উথলিছে সুধা-উৎস হৃদয়-কন্দরে !

১১

প্রমদা সরলা বালা অনঙ্গ-মোহিনী,
ফুল আভরণে দিব্য হইয়া সজ্জিত,
লয়ে ফুল আভরণা যতেক সঙ্গিনী,
বসেছে প্রফুল্লময়ী শুনিতে সঙ্গীত।

১২

এ নারী-শিবিরে নাই পুরুষাধিকার,
নারী শাস্ত্রী, নারী মন্ত্রী, নারী সেনাপতি
নারী সৈনা, নারী বন্দী, নারী বাদ্যকার,
পুরুষের প্রবেশিতে নাই অনুমতি !

১৩

এমত সময়ে তথা আসি উপস্থিত
নারী শাস্ত্রী একজন, প্রণমি রাণীরে,
দাঁড়াইল বীরাঙ্গনা, থামিল সঙ্গীত,
কহিল বিনয়ে বামাশাস্ত্রী করযোড়ে,—

১৪

"হে মাতঃ বিজয় লক্ষ্মি ! করি নিবেদন,
গুরুদেবশিষ্য এক প্রবীণ সন্ন্যাসী
আচার্য্য-প্রেরিত দূত, সাক্ষাৎ কারণ
উপস্থিত শিবিরের দ্বারদেশে আসি ;—

১৫

অনুমতি হয় যদি আনি সেই জনে।”
শুনি শৈলরাণী আজ্ঞা দিল আনিবারে,
আজ্ঞা মাত্র অভ্যর্থনা করিয়া যতনে ;
আনিল সন্ন্যাসিবরে রাণীর গোচরে।

১৬

দণ্ড কমণ্ডলু বাঘছাল ভিক্ষাঝুলি,
জটাশ্মশ্রুভস্মভূষাভূষিত সুন্দর,
যোগিবরজ্যোতিঃ যেন খেলিছে বিজলি
দেখিয়া প্রণমি শৈল করি সমাদর—

১৭

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করি বিধিমতে,
বসাইয়া সমাদরে পবিত্র আসনে,
জিজ্ঞাসিলা যোগিবরে বিনয়বাক্যতে,
“কি নিমিত্ত পদার্পণ হয়েছে এখানে ?

১৮

পরারাধ্য গুরুদেব এ দাসীর প্রতি;
যে আজ্ঞা করিলা, তাহা বলুন সত্বরে,
শুনিতে সে কথা ব্যগ্র হয়েছি, সম্প্রতি
শ্রীপদের কুশলত সর্ব্বতঃ প্রকারে ?”

১৯

শুনিয়া রাণীর বাক্য কহে সে সন্ন্যাসী,
“আছে গুপ্তকথা দেবী তোমার সহিতে ;
সকলের সম্মুখে তা’ কিরূপে প্রকাশি,
অনুমতি কর যদি বাধা কি বলিতে ?”

সন্ন্যাসীর উক্তি শুনি কহিলা সুন্দরী
"প্রাণ সমা সখিগণ অতি বিশ্বাসিনী,
শৈশব হইতে যত ক্ষত্রিয় কুমারী
সর্ব্বক্ষণ সুখ দুঃখে আমার সঙ্গিনী!

২১

অভিন্নহৃদয়া মোরা একব্রতে প্রাণ
উৎসর্গিত করিয়াছি শৈশব হইতে,
পরস্পর হই মোরা প্রাণের সমান,
যাহা কিছু গুপ্ত বাক্য পারেন বলিতে!

২২

আচার্য্য আশ্রমে আমি বাল্যকাল হ'তে
ক'রে থাকি গতি বিধি কিন্তু আপনারে,
দেখি নাই কোনও কালে তথায় চক্ষেতে,
কে আপনি—অকপটে বলুন আমারে!"

২৩

শুনিয়া সে বুদ্ধিমতী রাণীর বচন
সপ্রতিভ ভাবে তবে কহে সে সন্ন্যাসী;
বদরিকাশ্রমে আমি নিবসি, এক্ষণ
হ'য়ে গুরুদেব পদদর্শনাভিলাষী,

২৪

অল্প দিন আসিয়াছি আশ্রমকাননে,
তোমার সহিত নাই চাক্ষুষ দর্শন,
তব পিতা মহারাজ ভীমসিংহ সনে
গুরু-ভ্রাতা সূত্রে প্রীতি ছিল বিলক্ষণ।

২৫

সে সব অনেক কথা কহিব তা কত ?
সংপ্রতি আচার্য্য বাক্য করিয়া শ্রবণ,
কর্ত্তব্য যা'হয় তাহে হও অবহিত ;
দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর তোমার কারণ

২৬

হইয়া আকুলচিত্ত, মহা সমাদরে
আনাইয়া আচার্য্যেরে গ্রীক শিবিরেতে
পূজিলেন মহত্তর ভক্তি উপহারে,
প্রসন্ন হলেন গুরু বীরের পূজাতে।

২৭

যোগবলে জেনেছেন আচার্য্য এক্ষণে,
কেবল ভারত নহে সমস্ত ভুবন
করিবেন করগত জয়ী হয়ে রণে,
দিগ্বিজয়ী মহাবীর গ্রীসের নন্দন ;

২৮

তোমার পরম হিত সাধিবার তরে,
ধরারাজরাজেশ্বরী করিতে তোমায়,
আচার্য্যের অভিলাষ হয়েছে অন্তরে,
তাই রাজ-অভিজ্ঞান সহিত আমায়

২৯

পাঠালেন তব চিত্ত বিশ্বাস কারণ,
বিশ্বস্ত সেবক কাছে নাই কেহ আর,
এই জন্য আমাকেই করিলা প্রেরণ,
লও রাজ-অভিজ্ঞান নির্ম্মাল্য তাঁহার !"

৩০

শুনিয়া সন্ন্যাসী-উক্তি বুদ্ধিমতী রাণী,
চক্রীর চক্রান্ত সব বুঝিলা তৎক্ষণে,
ক্রোধে অগ্নিময়ী হয়ে উঠিলা অমনি
হাসিলা বিকটহাস্য চারুচন্দ্রাননে!

৩১

চকিল বিদ্যুৎ পদ্মপলাসনয়নে,
বিশ্বনাশি-বজ্র যেন হইবে সম্পাত!
মুহূর্ত্ত ভয় বিহ্বল হ'ল সর্ব্বজনে,
গর্জ্জিয়া ব্যাঘিনী করি ভীম পদাঘাত,

৩২

রাজচিত্রফলক ফেলিলা চূর্ণ ক'রে!
প্রেমঅভিজ্ঞানলিপি শত খণ্ড করি
দলিলা চরণতলে ক্ষোভঘৃণা ভরে।
চরণ তাড়নে দূরে পড়িল অঙ্গুরী।

৩৩

দেখি বিপরীত কাণ্ড সে ভণ্ড সন্ন্যাসী,
প্রাণ লয়ে পলাইতে ছুটে দ্বার পানে,
অমনি ঘেরিল নারীশাস্ত্রীদলে আসি,
বিকট ভ্রূভঙ্গী করি ধরিল তৎক্ষণে।

৩৪

শোণিতলোলুপা মত্ত বাঘিনীর দল
সম্মুখে পড়িলে মৃগ পারে কি পলা'তে?
ব্যর্থ হ'ল সে ভণ্ডের সমস্ত কৌশল,
বন্দী হ'ল দুঃসাহস পড়ি বিপাকেতে।

৩৫

কেহ হাতে, কেহ গলে, কেহ জটা ধরি
টানিতেছে, পিঠে কেহ মারিতেছে কিল।
টানিতে খসিয়া গেল জটা চুল দাড়ি।
হাসিয়া উঠিল সবে করি খিল্ খিল্।

৩৬

কানমলা, কিল্ চড়, ঘুসি পদাঘাত,
যথেষ্ঠই অঙ্গসেবা হইল তাহার,
নিদারুণ প্রহারেতে করে আর্ত্তনাদ,
দেখি রাণী চিত্তে হইল দয়ার সঞ্চার।

৩৭

নিষেধিলা মারিতে সে ছদ্ম গুপ্তচরে.
কহিলেন "কেবা তুমি সন্ন্যাসীর বেশে ?
কে তোমারে পাঠায়েছে বল সত্য করে ;
মিথ্যা বল প্রাণদণ্ড হবে অবশেষে।"

৩৮

শুনিয়া রাণীর কথা কাঁপিতে কাঁপিতে
কহিল সে ভণ্ডবর "দোহাই তোমার,
ছেড়ে দাও প্রাণ লয়ে ফিরি শিবিরেতে।
বিলক্ষণ অঙ্গসেবা হয়েছে আমার !

৩৯

ভাঙ্গিয়াছে দন্ত, পদ, ছিঁড়ি দুই কান
গালগলা বহি দেখ পড়িছে রুধির !
কোথাও এমন নাহি হই অপমান।
ছি ছি ! লোভবশে চিত্তে হইয়া অধীর,

৪০

অল্প বুদ্ধি তক্ষশীল বচনে বিশ্বাসি
আসিলাম এ অসাধ্য করিতে সাধন !
বিত্ত-আশে গলদেশে পরিলাম ফাঁসি,
দয়া করি দয়াময়ী রাখহ জীবন ।

৪১

রাজ-প্রসাদের আশা করিব না আর,
নগরে ভাটের ছেলে ভিক্ষা ক'রে খাব,
ছেড়ে দাও মহারাণি, দোহাই তোমার !
প্রাণ পেয়ে তব গুণ পথে পথে গা'ব ।

৪২

কল্যাণ আমার নাম, বাটী তক্ষশীলা,
রাজকার্য্য করিতেছি বহুদিন ধ'রে,
তাই ভালবেসে' মোরে রাজা তক্ষশীলা,
পাঠায়েছে এ অসাধ্য সাধনের তরে ।

৪৩

সহজে ভিক্ষুক ভট্টজাতি লোভী অতি,
কিন্তু অল্পেতেই তুষ্ট হয় অন্য জন,
আমার দুরাশা কিন্তু বেড়েছে সংপ্রতি
দুরাশয় নৃপতির করিয়া পূজন !"

৪৪

শুনিয়া কল্যাণভট্ট উক্তি শৈলরাণী,
অভয় প্রদান করি কহিলা তখন,
"তক্ষশীল এ চক্রান্ত করেছে তা' জানি—
চর তুমি, প্রত্যুত্তর করিয়া গ্রহণ—

৪৫

দাও গিয়া তক্ষশীলে, খেয়ে কিল চড় !
ভগ্ন-দন্ত-পদে ক্ষত-বিক্ষত কর্ণেতে ।
প্রাণে না মারিব তোমা, তুমি গুপ্তচর,
ব'লো সেই তক্ষশীলে সভার মধ্যেতে,

৪৬

রাজ-অভিজ্ঞান বিষ্ঠা-মূত্র জ্ঞান ক'রে
পদাঘাতে দূরে ত্যাগ করেছি যে মতে ।
বলিও বিস্তারি সেই রাজ-কুলাঙ্গারে,
তোমার দুর্দ্দশা বার্ত্তা কাঁদিতে কাঁদিতে ।

৪৭

বলিও বাহাবা ভারি বেড়েছে তাহার !
সুযশে ভরেছে দেশ, তাহার সমান
নীতি-বুদ্ধি-পারদর্শী নাই কেহ আর,
এ ভারতে তা'র সম নাই গুণবান ।

৪৮

পিতৃ-পিতামহ পথ পরিহার করি—
ছাড়ি সনাতন ধর্ম্ম হয়েছে যবন !
সেকেন্দার-শ্যালক সে সকল উপরি !
তার সম ভাগ্যবান কে আছে এমন ?

৪৯

সব কথা মনে থাকা নহে সম্ভাবিত,
লিপিবদ্ধ ক'রে দিই—দিও সে অধমে,
লিখ চিত্রলিপি সখি করি বিস্তারিত,
দেখিয়া সে পোড়ে যেন মরমে মরমে !'

৫০

আজ্ঞা পেয়ে সুলেখিকা লিখিল লিখন,
বিচিত্র চিত্রিল তক্ষশীলের আকৃতি—
কর্ণ-পুচ্ছ-হীন-কানা-কুক্কুর-শোভন—
আরোহিয়া তদুপরি যবন ভূপতি—

৫১

—ভারতবিজয় তরে ধনুর্ব্বাণ ধরি
সেজেছে সমরে, মাথে বিজয়টোপর,
দেখিয়া হাসিল যত ক্ষত্রিয়কুমারী!
পত্র পড়ে সুলেখিকা সভার ভিতর—

৫২

"রে নির্ব্বোধ, কাপুরুষ, পাপাত্মা দুর্ম্মতি—
—ম্লেচ্ছ-ক্রীতদাস, চৌরাধম তক্ষশীল!
হইয়াছে কাল পূর্ণ তোমার সংপ্রতি;
দেশদ্রোহি-মাতৃঘাতি-নারকি-দুঃশীল!

৫৩

মরিবার জন্য বড় হয়েছে বাসনা,
তাইতে বেড়েছে এত স্পর্দ্ধা তোর মনে,
দেশবৈরী যবনের করি উপাসনা
বসিতে বাসনা কর স্বর্গ সিংহাসনে

৫৪

রে কুক্কুর! ম্লেচ্ছপদ লেহন করিয়া
হয়েছ সৌভাগ্যশালী ভাবিছ অন্তরে?
ভগ্নিপতি হইয়াছে সে মাসিডোনিয়া?
সাবাস্ রে লজ্জাহীন বলিহারি তোরে!

৫৫

বলিহারি রুচি তোর ক্ষত্রিয়ের ছেলে !
এ যাবৎ ছিল খ্যাতি নৃপতি বলিয়া,
এখন বেড়েছে খ্যাতি মোসাহেব ব'লে,
অধিক বেড়েছ রাজ-শ্যালক হইয়া !

৫৬

রে ভীরু-লম্পট-চোর ! রাজ-সিংহাসনে
এত দিন কি প্রকারে ছিলি অধিষ্ঠিত ?
তোর সম কাপুরুষ নাই ত্রিভুবনে,
এতাবৎ এই কথা কেহ না জানিত,

৫৭

এখন সমস্ত বিদ্যা হয়েছে প্রকাশ !
ধরা পড়িয়াছ তুমি লুকা'বে কোথায় ?
কুক্কুরের ভস্ম প্রতি হয় অভিলাষ !
বেকুব কুক্কুর ! আর কি কব তোমায় ?

৫৮

হে সুবোদ্ধা দিগ্বিজয়ী ফিলিপ-নন্দন !
তুমিও দুরাশা-মত্ত হইয়া চিত্তেতে—
অধম কুক্কুর স্কন্ধে করি আরোহণ,
ভারতবিজয় তরে এসেছ রণেতে ?

৫৯

পারস্য তাতার আদি অসভ্যমণ্ডলে
লভি বীরখ্যাতি, এবে এসেছ ভারতে ?
ভারতভূস্বর্গ বলি খ্যাত ভূমণ্ডলে,
স্বর্গ জিনিবারে ইচ্ছা করিয়াছ চিতে ?

৬০

এ দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষা দেখি যে তোমার?
বীরত্বের রঙ্গভূমি ভারত ভিতরে,
আছে কত শত শত বীর অবতার
আছে শত শত রাজ্য সংখ্যা কেবা করে

৬১

সমুদয় শক্তিশালী রাজন্যমণ্ডল
একত্র হইলে পারে স্বর্গ জিনিবারে,
সমষ্টিতে লক্ষাধিক আমাদেরি দল,
কিরূপে পাইবে ত্রাণ ভারত-সমরে ?

৬২

ভক্ষশীল-চালিত-তরণী আরোহিয়া,
দুস্তর ভারত-মহাসিন্ধু হবে পার ?
এ দুর্ব্বুদ্ধিবশে কূলে মরিবে ডুবিয়া !
বালকের মত কার্য্য কর পরিহার।

৬৩

শুনিয়াছি বীর ! তুমি বিজয়ীভুবন,
দেখিব সে বীরপণা সম্মুখসমরে,
চোরের সদৃশ কেন করি আচরণ,
প্রবেশ করিলে মোর শিবির ভিতরে ?

৬৪

কামুকের ধর্ম্ম ইহা বীরধর্ম্ম মতে।
বুঝিলাম বীর তুমি নহ, কামচারী !
চৌর্য্যবৃত্তি করিবারে এসেছ ভারতে ?
তব সম শত্রু মোরা গণনা না করি !”

৬৫

এইরূপ পত্র দিয়া কল্যাণভট্টেরে,
সেতু পার করে দিল নারী শাস্ত্রী-দল,
পঙ্গুপ্রায় অতি কষ্টে যায় ধীরে ধীরে.
কভু পড়ে কভু উঠে কখনো অচল।

৬৬

প্রহরেক প্রায় নিশা হয়েছে অতীত.
গ্রীকবীর দলবলে বসে'ছে সভাতে,
প্রহারে কল্যাণভট্ট হয়ে অর্দ্ধমৃত.
উপস্থিত হ'ল আসি কাঁদিতে কাঁদিতে!

৬৭

"কি হ'ল কি হ'ল?" বলি জিজ্ঞাসে সকলে,
"যা' হবার তাই মোর হয়েছে, প্রাণেতে
বাঁচিয়া এসেছি বহু পরমায়ু বলে.
মরিনাই মাত্র পিতৃপুণ্যের বলেতে!"

৬৮

এত বলি ভট্টরাজ কহে পুনর্ব্বার
দেখায়ে ক্ষতবিক্ষত দেহের দুর্দ্দশা—
"দেখুন সকলে বাকি নাই দুর্দ্দশার,
বাঁচিবার কিছুমাত্র ছিলনা ভরসা!

৬৯

ভাঙ্গিয়াছে হস্তপদ, দন্ত গোটাচার—
কোথায় যে গেছে উড়ে প্রহারের চোটে?
মলিয়া কাণের দফা করেছে কাবার!
মুষ্ট্যাঘাতে পৃষ্ঠদেশে গেছে ব্যোম ফুটে!

৭০

একেবারে প্রাণনাশ করিতে উদ্যত—
প্রচণ্ডা চেড়ির দল যুটিয়া সকলে,
দয়াবতী রাণীবাক্যে রাখিল জীবিত,
বাঁচিয়া আসিনু বহু পরমায়ু ব'লে!

৭১

আধমরা ক'রে তবে ছেড়েছে আমারে,
উহু, যাতনায় আর বুঝিবা বাঁচিনা।
প্রাণ যদি থাকে তবে খাব ভিক্ষা ক'রে,
রাজ-প্রসাদের আশা কভু করিবনা।

৭২

অহো তক্ষশীলাপতি! কি ক'ব তোমায়
বিত্ত-প্রলোভনে মুগ্ধ করি অভাগারে,
রাজানুরাগিণী রাণী কহিয়া আমায়,
পাঠাইলে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী গোচরে?

৭৩

আচ্ছা অনুরাগ সেই করিল প্রকাশ,
রাজ-অভিজ্ঞান পত্রে করি পদাঘাত,
দূরেতে ফেলিয়া দিল হাঁসি অট্টহাস
হুঙ্কারিল বাঘিনী, হইল বজ্রপাত্!

৭৪

নয়নে ললাটে ক্রোধে নিকলে বিদ্যুৎ,
দেখিয়া ভীমার ভাব হ'ল 'চান্দ্রায়ন!'
প্রাণ লয়ে পলাইতে হইনু প্রস্তুত,
অমনি ধরিল মোরে বামা শাস্ত্রীগণ!

৭৫

কেবলে অবলা তা'রা ? বাঘিনীর বাড়া,
বাঘিনীর মুখে মৃগ বাঁচে কদাচিৎ,
এ বাঘিনী মুখে আর নাই কোন চারা।
যাহারে ধরিবে তা'রে মারিবে নিশ্চিত।

৭৬

হায় হায় ! কত আশা করিয়া মনেতে
গিয়াছিনু রাজ-আজ্ঞা পালনের তরে
রাজানুরাগিণী সেই শুনি আনন্দেতে
ভেবেছিনু পুরস্কৃত করিবে আমারে।

৭৭

আচ্ছা পুরস্কার মোরে দিয়াছে, জীবনে
একেবারে মারে নাই ইহাই সে লাভ।
কিন্তু এ লাঞ্ছনা রবে চিরকাল মনে,
এমন দুরন্ত মেয়ে দেখি নাই বাপ।

৭৮

আমার ত এই হ'ল, মহাশয়দের
হইয়াছে ইহাপেক্ষা উচ্চ পুরস্কার !
স্মরণ করিয়া সব বলা বড় ফের,
যত তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ করিল বিস্তার।

৭৯

মনে না থাকিবে বলি লিখেছে লিখন,
মহারাজ ভক্ষশীলে অপূর্ব্ব ভাষায়,
হে নরেন্দ্র ! লিপি এই করুন গ্রহণ,
আর আমি থাকিবনা মাগিছি বিদায় !"

৮০

এত বলি পত্র দিয়া তক্ষশীল করে,
নীরব হইয়া ভট্ট বসিল, তখন—
গ্রীকরাজ উঠিলেন উচ্চহাস্য ক'রে
তক্ষশীলপৃষ্ঠে কর করিয়া স্থাপন—

৮১

কহিলেন "কিহে মিত্র! কথা নাই কেন?
যাহা বলেছিনু এবে পড়ে কি তা' মনে?
ঔদাসীন্য চিত্ত তব হেরি কেন হেন,
শুনিয়া কল্যাণভট্ট-দুর্দ্দশা শ্রবণে?

৮২

জানি আমি বীরাঙ্গনাচরিত্র কেমন
হৃদে মেঘ মুখে হাস্য-বিদ্যুতের রেখা
শূন্যেতে মিলায়ে যায়, অবোধ যে জন
দেখে তাহা অনুরাগ-মধুরতা-মাখা!

৮৩

মন্ত্রিবর! পত্র পাঠ কর, অতঃপর
শুনি কি লিখেছে সেই বীরেন্দ্রমোহিনী।"
রাজ-আজ্ঞা ক্রমে পত্র পড়ে মন্ত্রিবর,
অবাক হইয়া শুনে গ্রীকনৃপমণি।

৮৪

পত্র পাঠ শেষ করি, বিচিত্র-চিত্রিত
প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন পরে;
দেখিয়া শুনিয়া মাসিডোনীয় বিস্মিত—
—ক্ষুব্ধ অনুতপ্ত হ'ল অন্তরে অন্তরে!

৮৫

তক্ষশীল প্রতি চাহি কহিলেন পরে—
"যা হবার হইয়াছে, ইহার কারণ
ছুঃখিত হইতে হ'লে চলিবে কি ক'রে ?
ঘোরোদ্যমে কর প্রাতে সমর ঘোষণ !

৮৬

কে বটে সে ধনী ? সে ত বন্দীনী আমার।
এ বাহু-বাগুরা মধ্যে জানি আমি তারে।
সংগ্রামে বিজয়সিংহে করিয়া সংহার,
পযুর্দস্ত করি সেই ছুবস্তা রাণীরে—

৮৭

ধরিয়া সবলে দাসী করিব, তাহাকে
প্রিয়তমা রোসেনার পদ-সেবা তরে
করিব নিযুক্ত, ইহা কহিনু তোমারে—
ক্রীতদাসী করিয়া রাখিব অন্তঃপুরে !

৮৮

পরিণাম না ভাবিয়া করিলে যেমন,
উপযুক্ত প্রতিফল হয়েছে তাহার !
গণ্ডসম চণ্ড-চড় খাইলে তেমন,
অকারণে অপবাদ ঘটিল আমার !

৮৯

ন্যায্যমতে অপ্রতিভ হইয়াছি মোরা,
করিছি কুকর্ম্ম ধর্ম্ম-নীতি অনুসারে,
চোর-প্রবঞ্চক-সম পড়িয়াছি ধরা,
এ লজ্জার কথা কেহ না শুনে সংসারে !

৯০

লোভে পাপ, পাপ-অনুতাপেদহে প্রাণ !
এই হেতু ধর্ম্ম-সীমা করি উল্লঙ্ঘন—
করিলে অকার্য্য কোথা আছে পরিত্রাণ ?
যোগ্য প্রতিফল মিত্র হয়েছে এক্ষণ !

৯১

এ দারুণ মনঃ কষ্ট করি সম্বরণ,
প্রভাতেই কর ঘোর সমরঘোষণা,
উৎসাহে বান্ধিয়া বুক দাঁড়াও এখন,
কিসের কি ভাবিতেছ হয়ে অন্যমনা ?

৯২

ন্যায্য মতে বাহু বলে জিনিব সবারে,
দলিব ভারতভূমি এই পদতলে,
পঞ্চনদ রসাতলে দিব একেবারে,
বান্ধিব সে পুরুরাজে কঠিন শৃঙ্খলে !

এ মোর প্রতিজ্ঞা ইহা অন্যথা কে করে ?
এত কার শক্তি এই অবনীমণ্ডলে ?
আমায় বাধিতে পারে সংগ্রাম ভিতরে ?
পদাঘাতে গদাঘাতে চূর্ণিব সকলে !

৯৪

সাজ সাজ সাজ ওহে সেনাপতি সব,
যত শীঘ্র পার কর সেতু আক্রমণ,
কল্যই বুঝিব কত বীরত্ব গৌরব,
পঞ্চনদ বীর-বৃন্দ করে প্রদর্শন ।”

ইতি আর্য্যসঙ্গীত জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে ধূর্ত্ত-নির্যাতন
নাম সপ্তম সর্গ।

# অষ্টম সর্গ।

সমস্ত রজনী জাগি সমরায়োজন
করিতে লাগিল মাসিডোনীয় আপনি,
চাহি স্বীয় পাত্র-মিত্র সেনাপতিগণ,
নানা উপদেশ দিলা বীর চূড়ামণি।

২

ক্রমে নিশা অবসান হইয়া আসিল,
পূর্ব্বাকাশ রক্ত-রাগে হইল রঞ্জিত,
কনক-কৌমুদী-দাম আলোকে ডুবিল,
গাইল বিহঙ্গ-কুল প্রভাতসঙ্গীত।

৩

শান্তিপূর্ণ সে প্রভাতসঙ্গীতের সনে
শুনিলা মাসিডোনীয় ঘোর বাত্যানাদ,
রণোন্মুখ শত্রুদল হুঙ্কারে সঘনে,
গ্রীকদের মাথে যেন হ'ল বজ্রপাত!

৪

ত্রস্তে ব্যস্তে সুসজ্জিত হইয়া, তখন
বাহিরিয়া দলবলে গ্রীক অধিপতি—
দেখিলা অদূরে শত্রু সজ্জিত ভীষণ,
রচিয়াছে কুম্ভব্যূহ অদ্ভুত আকৃতি!

৫

সেতুমুখে কুম্ভমুখ করেছে স্থাপন,
ক্রমে ঘটাকারে দুই সমবক্র রেখা,
মিলিত হয়েছে দূরে ঘেরি রণাঙ্গন,
দাঁড়ায়েছে সৈন্য-কুম্ভ চিত্রপটে লিখা !

৬

ক্রোশাধিক স্থানব্যাপী ব্যূহ মনোহর,
হস্তী-অশ্ব-সাদী-পদাদিতে বিরচিত ;
সম্মুখেতে গজস্কন্ধে বিজয় সুন্দর,
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যেন বাসব শোভিত !

৭

কুম্ভব্যূহমুখে, রোধি সেতু-সিংহদ্বার,
প্রৌঢ় মহারাজ পুরু স্বয়ং সজ্জিত।
অতিরথ-অগ্রগণ্য সংগ্রামে দুর্ব্বার,
বিবিধ আয়ুধ-জালে হইয়া ভূষিত !

৮

কুম্ভব্যূহ বামভাগ রক্ষিবার তরে,
সাজিয়াছে পুরুরাজ সুযোগ্য কুমার,
ষোড়শবর্ষীয় বীর ঘোর দর্পভরে,
আশৈশব যোদ্ধা সেই বীর সুকুমার !

৯

সহকারিসেনাপতি রাজা যোগনাথ
প্রধান সামন্ত বীর সংগ্রাম-শার্দ্দূল,
যুঝিতে যবনসনে রাজপুত্র সাথ,
মিলিত হয়েছে বৃদ্ধ বিক্রমে অতুল !

১০

ব্যূহ বামভাগে বীরাঙ্গনা-সুবেষ্টিত
রণোন্মত্ত-অশ্বারূঢ়া সুধাংশুবদনী
রাণী শৈলবালা, ম্লেচ্ছনাশে সমুদ্যত,
যেন সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা অসুর-নাশিনী,

১১

নাশিতে অসুরদল দেবাসুর রণে ;
খর্গ-চর্ম্ম-খর্পর-প্রচণ্ড-শূল-করে,
দানবদলনী চণ্ডী সাজিয়াছে রণে !
কার সাধ্য তিষ্ঠে আজ্ সম্মুখ সমরে ?

১২

দেখিয়া এ অপরূপ গ্রীসের নন্দন,
বিস্ময়-চঞ্চল-চিত্ত, চিত্রিতের মত
স্বপ্নময়ী চিত্রাবলী করেন দর্শন,
চিত্র-জিনি কুম্ভব্যূহ রচনা অদ্ভুত,

১৩

—হেরিয়া নয়নে মাসিডোনীয় সত্বরে,
রচিলেন অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ মনোহর,
বিপক্ষের কুম্ভব্যূহ সমকক্ষ ক'রে,
সৈন্যসমাবেশ করি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে।

১৪

অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহমুখ-দক্ষিণ ভাগেতে,
সেলুউকস্ সহ তক্ষশীলা-অধিপতি—
একত্র হইয়া দোঁহে অভিন্ন-বলেতে,
সেনামুখ রক্ষিবারে হইয়াছে ব্রতী।

১৫

গজে তক্ষশীল, অশ্বে সেলুউকস্ বীর—
—আরোহিয়া, নানা অস্ত্রে হইয়া ভূষিত—
রণভূমে অবতীর্ণ, লিখন বিধির
তক্ষশীল-করে গ্রীকপতাকা রঞ্জিত !

১৬

কেন গো ভারতমাতা, কি কার্য্য সাধিতে
হেন দুরাচার পুত্রে ধরিলে উদরে ?
মাতৃঘাতী, মাতৃহত্যা সাধন করিতে
হয়েছে উদ্যত, ধন্য সেই বিধাতারে—

১৭

যে উহারে নিরমিল পাষাণপরাণে,
জননীর রক্তপান করিবার তরে।
হায় হায় ! রে কৃতঘ্ন, যা'র স্তন্যপানে
হয়েছ মনুষ্য, তা'রি রক্ত পান ক'রে—

১৮

পরিতৃপ্ত হবে বলি সাজিয়াছ রণে ?
হেন নিদারুণ কার্য্য করেছে কে কোথা ?
অপূর্ব্ব ঘটনা ইহা, ভারতভুবনে—
—অদ্ভূত অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব কথা !

১৯

অর্দ্ধচন্দ্রবামভাগে গ্রীক-সেনাপতি—
এফেষ্টিন্, অশ্বপৃষ্ঠে অসুরের মত
শূল-ধনু-খর্গ-চর্ম্মে ভীষণ আকৃতি !
ব্যূহমুখ রক্ষিবারে হইয়াছে ব্রত।

ব্যূহ মধ্যস্থলে বীর আলেকজাণ্ডার,
আরোহিয়া কৃষ্ণকায় অশ্বের পৃষ্ঠেতে,
সেজেছে সংগ্রামে যেন সচল পাহাড় !
বিবিধ-আয়ুধ-ভূষা ভূষিত অঙ্গেতে।

২১

দুইদলে রণবাদ্য বাজে ঘোরতর !
উড়িতেছে পত পত সংগ্রাম-কেতন,
গর্জ্জে সৈন্যমেঘপুঞ্জ আকুলি অম্বর,
উথলিছে সিন্ধু যেন প্রলয় কারণ !

২২

বীরকুল—অসিবর্ম্ম জ্বলে প্রাতরুণে,
চমকে বিদ্যুৎ যেন মহামেঘকোলে !
কোলাহল হুহুঙ্কার ঝটিকা সঘনে—
বহিতেছে মহাঘোরে প্রলয়ের কালে !

২৩

এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ সজ্জা ক'রে—
দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীর জলদনির্ঘোষে,
—আজ্ঞা দিলা শত্রুদল আক্রমণ তরে,
আকাশ-পাতাল-ব্যাপী উৎসাহ-উচ্ছ্বাসে

২৪

—ভাসিয়া উঠিল যেন গ্রীক সেনাগণ ;
অশ্বপৃষ্ঠে হেরি সেই রাজরাজেশ্বরে—
মহোল্লাসে জয়ধ্বনি ক'রে ঘন ঘন—
অগ্রসর হয় ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে !

২৫

বিপুল উৎসাহে মত্ত গ্রীক সৈন্যদল—
—মহাদম্ভে অগ্রসর হয়, আচম্বিতে
চমকিত হইয়া দাঁড়াল সেনাদল,
শিলাবৃষ্টিজিনি শত্রুবাণ বৃষ্টিপাতে—

২৬

যেখানে যে ছিল দাঁড়াইল সেই স্থানে।
কার সাধ্য একপদ হয় অগ্রসর ?
পড়িল দ্বিশত সৈন্য হঠাৎ আক্রমণে,
কত যে আহত হ'ল সংখ্যা নাই তার !

২৭

দেখি গ্রীকবীর ক্রোধে উঠিল জ্বলিয়া,
মার্ মার্ শব্দে বীর হুঙ্কারে সঘনে,
গরজনে শূন্য যেন পড়িল ভাঙ্গিয়া,
চমকিল কাল-অগ্নি ললাটে নয়নে !

২৮

তখনি শরসন্ধানে দিলা প্রত্যুত্তর,
সহস্র সহস্র ধনু উঠিল চমকি,
সহস্র সহস্র বাণ ছুটে ভয়ঙ্কর !
পঞ্চনদ সৈন্যদল দাঁড়া'ল থমকি।

২৯

হত পঞ্চাশৎ সৈন্য, আহত দ্বিশত,
দেখিয়া স্বদলে, ক্রোধে আর্য্য-সেনাপতি
—বীরেন্দ্র বিজয়সিংহ হয়ে উদ্দীপিত,
কহিলা সোৎসাহে স্বীয় সৈন্যদল প্রতি—

৩০

"কি ভয় মরণে ওহে ক্ষত্রবীরগণ?
জন্মেছ যখন ধ্রুব হইবে মরিতে!
সংগ্রামে মরিয়া স্বর্গে করহ গমন,
মারহ যবন দস্যু মরিতে মরিতে!

৩১

মার কাট যত পার, হও অগ্রসর
যবনের ব্যূহ তৃণসম গণ্য ক'রে,
অস্ত্র-অগ্নি বরষিয়া কর ছার খার!
একটী বিপক্ষ যেন পলাতে না পারে!"

৩২

শুনিয়া বিজয়বাক্য আর্য্য সেনাগণ,
মহোৎসাহে অগ্নিময় হইয়া অন্তরে.
'জয় পঞ্চনদেশ্বর!' শব্দেতে ভীষণ
গর্জ্জিয়া উঠিল; শত বজ্র একেবারে

৩৩

হইল সম্পাত যেন সৃষ্টি বিনাশিতে!
ঘোর বাত্যাপ্রবাহেরে করি পরাজয়,
ছুটিল ক্ষত্রিয়দল শত্রু সংহারিতে,
বিপক্ষের শর-জালে নাহি করি ভয়!

৩৪

আষাঢ়ের বারিধারা-সম শর-জাল
বরষিছে দুইদলে অজস্র ধারায়,
গলিতে না পারে তাহে মক্ষিকার পাল,
সূর্য্যকর সমাচ্ছন্ন হয়েছে তাহায়!

৩৫

হেন শর-বৃষ্টি-ভেদি বিজয়দুর্ব্বার,
নির্ব্বাচিত ত্রিসহস্র পদাতিকসেনা
সহিতে, ছুটিলা শক্র করিতে সংহার,
গ্রীকদের শিরে যেন পড়িল ঝন্ ঝনা।

৩৬

অসম সাহস দেখি বিজয়বাহুর
বিস্মিত হইল চিত্তে মাসিডনপতি,
মত্তহস্তী শত শত ছাড়িলেন শূর
রণ-দুর্নিবার-বীর বিজয়ের প্রতি !

৩৭

এই সব মত্তহস্তী বহু যত্ন করে
এনেছেন গ্রীকবীর আফ্রিকা হইতে,
ভারতীয় বীরবৃন্দে দলনের তরে,
মহা ভয়ঙ্কর হস্তিযুথের সহিতে

৩৮

যুঝিতে কে পারে ? গিরি বিদারে দশনে,
পদাঘাতে ভাঙ্গে দুর্গ প্রস্তর-প্রাকার !
বীরমুণ্ড চূর্ণ করে শুণ্ড প্রহরণে,
ভীষণ দর্শন দন্তিযূথ দুর্নিবার—

৩৯

ছুটিল বিজয়বেগ রোধিবার তরে !
ভেবেছিল গ্রীকবীর ক্ষত্রিয়-কুমার,
ক্ষিপ্তহস্তী দেখি ভয় পাইবে অন্তরে,
ঘটিবে ভীষণ প্রাণ-শঙ্কট ব্যাপার !

৪০

ফলে তার বিপরীত হইল, তখন
ক্ষিপ্তসিংহহস্তিযূথে ঘিরিয়া অমনি—
—মহানন্দে দন্তিপৃষ্ঠে ক্ষত্র বীরগণ
লম্ফে লম্ফে উঠে বৈসে করে জয়ধ্বনি !

৪১

মারি ভল্ল করি-কুম্ভ-করে বিদারণ,
প্রচণ্ড শুণ্ডতাড়ন নিবারে, অসিতে
খণ্ড খণ্ড করে শুণ্ড ; পরে হস্তিগণ,
বিকটার্ত্তনাদ করি ছুটে বিপরীতে !

৪২

অর্দ্ধেক ক্ষত বিক্ষত, হত অবশেষ,
প্রহারিত গজযূথ ছুটে বিশৃঙ্খল—
—গ্রীকসৈন্যদল মধ্যে করিল প্রবেশ,
ভাঙ্গিল, ভাঙ্গিল ব্যূহবিন্যাশকৌশল !

৪৩

কিন্তু রাজভয়ে কারো টলিল না পদ,
বৃক্ষাকারে দাঁড়াইয়া হ'ল নিষ্পেষিত !
ক্ষিপ্ত অস্ত্রাহত হস্তী ঘটালে বিপদ,
দেখিয়া মাসিডনিয়া হইলা বিস্মিত !

৪৪

অজেয় দুর্দ্দম দন্তিযূথের দুর্দ্দশা
দেখি আর্য্যবীর করে, হলেন চিন্তিত
অন্তর্হিত হ'ল তাঁর ভারত-জয়াশা !
ক্ষণ মধ্যে বীরবর হলেন প্রস্তুত ।

৪৫

ত্বরান্বিত সুশৃঙ্খলা করিয়া বিধান,
অগ্রসর হইলেন মহা দম্ভভরে,
জ্বলিয়া উঠিল শত সহস্র কৃপাণ,
দুই দলে সন্নিকট হইল সত্বরে।

৪৬

ভীষণ নিস্তব্ধ দৃশ্য, বিকট গম্ভীর !
নাহি বাজে রণ-বাদ্য নাহি বহে শ্বাস,
জীবন্ত নরপ্রাচীর চিত্রবৎ স্থির,
কাঁপেনা পলকপত্র বহেনা বাতাস !

৪৭

সহসা উঠিল প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাত,
দুই মহামেঘ যেন যুঝে পরস্পর,
অস্ত্র-বারিধারা, দম্ভ স্ফোটমেঘনাদ,
বিকট বিদ্যুৎহাস্য, বজ্র হুহুঙ্কারে—

৪৮

সন্ত্রাসিত দিকচয়, কম্পিত মেদিনী !
দুই দলে মহাযুদ্ধ না যায় বর্ণন ,
অবিরাম অস্ত্র-মুখে চমকে দামিনী,
অবিরাম হইতেছে রুধির বর্ষণ !

৪৯

এই ভাবে অর্দ্ধদিবা হইল অতীত,
জয় পরাজয় কারো হইল না স্থির,
অদম্য অক্লান্ত দুই দল (ই) অবিজিত,
সহসা সে গ্রীকবীর গর্জ্জিলা গম্ভীর !

৫০

আজানুলম্বিত বাহুপুটে জয় ধ্বজা

—ধরি, ঊর্দ্ধে তুলি দম্ভে কহে সেকেন্দার—

'এখনো সম্মুখে শত্রু ? ঘৃণ্য পদরজ

সমান, নগণ্য-রাজদ্রোহী দুরাচার

৫১

বলি, তক্ষশীল যারে অপদস্থ ক'রে

করিয়াছে নির্ব্বাসিত, সেই সে বিজয়,

এখনো সম্মুখে মোর নির্ভয়ে বিহরে

দলিতেছে গ্রীক বল ? অহো কি বিস্ময় !

৫২

এই ভীমবাহুবলে পশ্চিম ভূভাগ

সমুদয় অধিকার করিনু অনা'সে,

শাসিলাম শত শত মহা বীরভাগ,

মেষশৃঙ্গে হীরা-ধার ভাঙ্গিবে কি শেষে ?

৫৩

অহে ও কৃতঘ্ন রাজবিদ্রোহী বিজয় !

হয়েছ স্পর্দ্ধিত বড় সেবি পরপদ,

ক্ষণ মধ্যে যাইতে যে হবে যমালয়

ভাবিছ না, ওহে মূর্খ ক্ষত্রঅপসদ ।

৫৪

জান না কে আমি ? মোর নামে ভূমণ্ডলে

ভয়ে ভ্রান্ত হয়ে সবে কাঁপে থর থর !

শত শত রাজা মোরে পূজে অর্ঘ্যদলে,

যুপিতরপুত্র আমি সমরে অমর ।

৫৫

এখনো যা' বলি যদি শুন ভাল বলে,
অশেষ মঙ্গলসিদ্ধি হইবে তাহাতে,
ছাড়িয়া দুর্ম্মতি যদি মিল গ্রীকদলে,
বহুরাজ্য-ধন-রত্ন পেতে পার হাতে !"

৫৬

এইরূপ গ্রীকবীর বলেন বিদ্রূপে,
অপেক্ষা করিতে নারি বাধা দিয়া তাঁরে,
গর্জ্জিলা বিজয়সিংহ মহা ঘোর দাপে ;
কহিলেন—"শুন তবে বলি যা' তোমারে,

৫৭

সম্মুখে অজেয়শত্রু দেখিয়া, এখন
করিতেছ কটূ-উক্তি ম্লেচ্ছ চৌরাধম ?
দেশদ্রোহি, ক্রীতদাস—ফিলিপ-নন্দন !
প'লাবে কোথায় তুমি ? আমি তব যম।

৫৮

পড়েছ আমার হাতে শিখিবে এবার,
দিগ্বিজয় সাধ মিটে যাবে একেবারে !
রাজ-পরিচ্ছদ পরি চোরের ব্যভার
করিতেছ লজ্জাহীন, কি কহিব তোরে ?

৫৯

সাজিয়াছ দিগ্বিজয়ী, ধরিয়াছ ধ্বজা,
জয় করিয়াছ ক'টা পাহাড় জঙ্গল,
বন্যগণে বলায়েছ পৃথিবীর রাজা,
জিনেছ বর্ব্বর যত করিয়া কৌশল ?

৬০

তাহারাই পূজে তোমা দিয়া অর্ঘ্যদল ;
তা'বলে ভারত কিহে পূজিবে তোমারে ?
অস্পৃশ্য যবন তুমি, দৃপ্তপশুবল,
আমরা দেবতা এই অবনী মাঝারে !

৬১

সভ্যতার লীলাভূমি ভূস্বর্গ-ভারত,
জ্ঞানবাহুবলে পূজ্য অবনী ভিতরে !
বর্ব্বর-তস্কর তুমি ম্লেচ্ছ-অপসদ ,
আসিয়াছ হেন স্বর্গ বিজয়ের তরে ?

৬২

ধন্য তব দুরাকাঙ্ক্ষা, অহো দুঃসাহস !
তক্ষশীল মর্কটের ধরিয়া লাঙ্গুল—
তরিতে ভারতসিন্ধু করেছ সাহস ?
অবনীতে তব সম কে আছে বাতুল ?

৬৩

রাজপুত্র রাজা আমি, নহি রাজদ্রোহী,
মম ক্রীতদাস রাজদ্রোহী তক্ষশীল,
তুমি তার বাড়া হীনদস্যু, বিশ্বদ্রোহী,
লোভী নর-রক্ত-পায়ী, নির্ল্লজ্জ দুঃশীল !

৬৪

যুপিতর-পুত্র বলি করি অহঙ্কার
বিদীর্ণ হতেছ তেজে আপনা আপনি ?
জানি আমি পরিচয় সমস্ত তোমার,
ফিলিপের ক্রীতদাসী তোমার জননী !

৬৫

তুমি কে তা' জানি কিনা দেখহ বুঝিয়া,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুমি তস্করপ্রধান,
চৌর্য্য-আশে দেশে দেশে বেড়াও ঘুরিয়া,
কে আছে অধম ভবে তোমার সমান ?

৬৬

আমারেও প্রলোভনে চাহ ভুলাইতে,
ভুলায়েছ মূঢ় তক্ষশীলে যে প্রকারে ?
ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা কে চায় মাগিতে ?
তুমি ত ভিক্ষুক এই আমাদেরি দ্বারে !

৬৭

তক্ষশীল সম আর কে আছে অজ্ঞান,
আপনার বক্ষে ছুরি মারিবে আপনি ?
কে আছে অধম হেন ক্ষত্রিয়-সন্তান,
আপনার রক্তপান করিবে আপনি ?

৬৮

অহো প্রতারক ম্লেচ্ছ ! কত ধর বল—
দেখিতেছি এইবার !" বলিয়া বিজয়,
সিংহনাদে কাঁপাইয়া শূন্য-জল-স্থল,
মহাবেগে আক্রমণ করিল দুর্জ্জয়।

৬৯

গ্রীকবীর অস্থির হইয়া বাক্যবাণে,
ক্রোধে অন্ধ, প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরি জিনি,
ভীষণ অনলস্রাবি-গভীর-গর্জ্জনে,
চমকিত বিকম্পিত করিয়া মেদিনী—

৭০

বিজয়েরে লক্ষ্য করি হানে চণ্ড-শূল,
লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে শূল বিদারে কুঞ্জরে,
পড়িল বারণ-বর ব্যথায় আকুল !
দেখিয়া বিজয়বাহু, পলক ভিতরে—

৭১

সুসজ্জিত অশ্বোপরি করি আরোহণ
হইয়া প্রস্তুত, বীর অতি ক্রোধভরে
দুই করে দুই ভল্ল করিয়া ধারণ,
একেবারে প্রহারিল আলেকজাণ্ডারে।

৭২

এক ভল্ল গ্রীকবীর সম্বরে ঢালেতে,
অন্যথা বিদারি বক্ষ ফেলিত তৎক্ষণে,
কিরীট কাটিয়া পাড়ি দ্বিতীয় ভল্লেতে,
গর্জ্জিল বিজয়সিংহ ঘোর আস্ফালনে ;

৭৩

তবে গ্রীকবীর কহে "সম্বর এবার
দেখি তব বীরপণা ?" বলি তড়িৎবেগে
হইলেন অগ্রসর খুলি তরবার,
চমকে চপলা যেন আষাঢ়ের মেঘে !

৭৪

মহাদম্ভে তরবারি করি নিষ্কোষিত,
পলকে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল বিজয়,
দুই বীর (ই) বজ্র-অসি করি সমুদ্যত
আরম্ভিল অসি-যুদ্ধ দারুণ-দুর্জ্জয় !

৭৫

বীরদ্বয় প্রমত্ত হইয়া রণমদে
পরস্পরে সংহারিতে হইল প্রস্তুত,
কম্পিত মেদিনী ঘনঘোর সিংহনাদে,
ঘুরিতেছে অসিচর্ম্ম চমকে বিদ্যুৎ!

৭৬

ঘোর অসিসংঘাত শবদ ঝন্‌ঝন্
হইতেছে অবিরাম প্রচণ্ড বেগেতে,
বায়ুবেগে পরাভবি শবদ বন্‌বন্
হইতেছে, আর কিছু না শুনি কর্ণেতে!

৭৭

আস্ফালিছে রণ-রঙ্গে তুরঙ্গ,সমরে—
ইঙ্গিতে ফিরিছে, ক্ষণে উঠিছে বসিছে.
কভু দূরে কভু কাছে ঘোরে চক্রাকারে,
কভু উল্লম্ফনে ঊর্দ্ধে কুদিয়া উঠিছে!

৭৮

অক্লান্ত অদম্য দোহে যুঝে প্রাণপণে,
মহাক্রোধে অস্ত্রাঘাত করে পরস্পরে,
চর্ম্মে বর্ম্মে সমাবৃত হয়ে সাবধানে,
তথাপি ক্ষত বিক্ষত হ'ল দুই বীরে!

৭৯

অস্ত্রাহত রক্তারক্ত দেহে. অকাতরে
যুঝে দুই মত্তসিংহ কেহ নয় ঊন,
বলদর্পমত্ত দুই দানব হুঙ্কারে,
অশনিসম্পাৎ যেন হয় ঘন ঘন!

৮০

অন্য দিকে সেলুউকস্ গ্রীক-সেনাপতি—
মিলিত হইয়া রাজা তক্ষশীল সনে,
রক্ষিতে বাহিনীমুখ হইয়াছে ব্রতী,
দেখি শৈল জ্বলিয়া উঠিল ক্রোধাগুণে !

৮১

অবিরাম বাণবৃষ্টি করে দুই দলে,
শ্রাবণের বারিধারাসম শরপাতে—
কার সাধ্য তিষ্ঠে ঘোর সমরমণ্ডলে !
চমকিছে চারিদিক ঘোরবজ্রাঘাতে !

৮২

দুই দল (ই) দৃঢ় লৌহপ্রাচীর সমান,
দাঁড়ায়ে অকুতোভয়ে মারিছে মরিছে !
কা'র সাধ্য এক পদ হয় আগুয়ান ?
বিকট সমর-নাদে মেদিনী ভরিছে !

৮৩

অজস্র রুধিরস্রাবে সিক্ত রণাঙ্গন,—
পদে পদে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল !
হতাহত কত তাহা কে করে গণন ?
এইরূপে অর্দ্ধদিবা অতীত হইল !

৮৪

জয় পরাজয় কারো হ'লনা নির্ণীত,
দেখি শৈলরাণী ক্রোধে গর্জ্জিয়া তখন
করিলেন সৈন্যদলে ঘোর উত্তেজিত,
কহিলেন "কি, এখনো সম্মুখে যবন ?

৮৫

এখনো দুরাত্মা দস্যু সেলুউকস্ সনে,
মিলিত হইয়া তস্করশীল দুরাচার,
দৃঢ়স্থির রহিয়াছে সমরপ্রাঙ্গণে ?
সহেনা সহেনা ইহা হৃদয়ে আমার !

৮৬

কি ভয় মরণে অহে ক্ষত্রিয় সকল ?
জন্মেছ যখন কভু হইবে মরিতে।
সম্মুখসংগ্রামে নাশি দেশ-বৈরিদল,
স্বর্গ-পথ পরিষ্কার করহ ত্বরিতে !

৮৭

জরাব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ক্ষত্রিয়নন্দন,
শয্যায় শয়ন করি কে কোথায় মরে ?
সংগ্রামে যুঝিয়া সবে ত্যজিয়া জীবন,
চল যাই মহানন্দে অমরানগরে !

৮৮

একটি বিপক্ষ বধে এক যুগ ধরি
হয়ে থাকে স্বর্গবাস, মারিবে যে যত,
সেই তত যুগ স্বর্গলাভে অধিকারী
হইবে, একথা সত্য শাস্ত্র-অনুমত !

৮৯

সত্য-সনাতন-ধর্ম্ম-সম্মত-বিধান
শত্রু-বধ পুণ্য-ব্রত উদযাপে যে জন,
নিত্য দিব্যধামে সেই করে অবস্থান ;
এই ত সুযোগ তার, ওহে বীরগণ !

৯০

যত পার মার ম্লেচ্ছ মর অবশেষ,
এইরূপে দাঁড়াইয়া রবে কত ক্ষণ ?
একেবারে শত্রুকুল করহ নিঃশেষ,
কিম্বা ধ্বংস হও সবে করি ঘোর রণ !”

৯১

এত বলি বীরাঙ্গনা গর্জ্জিল ভীষণ ;
নয়নে ললাট-পটে চকিল বিদ্যুৎ,
উত্তেজনে অগ্নিময় হ'ল সৈন্যগণ,
“জয় শৈলরাণী !” শব্দে গর্জ্জিল অদ্ভুত ;

৯২

সে দিক্-বিদারি-বজ্রনাদে ভূমণ্ডল,
কম্পিত স্তম্ভিত ক্ষুব্ধ হইল ভীষণ !
ভাঙ্গিয়া পড়িল যেন আকাশ-মণ্ডল !
ছুটিল পবনবেগে ক্ষত্রিয় সকল।

৯৩

যত বীর-সীমন্তিনী-সহচরীগণে
মিলিত হইয়া মহারাণী শৈলবালা,
ছুটিলা বিদ্যুৎবেগে ম্লেচ্ছ-আক্রমণে,
দেখিয়া কাঁপিল ত্রাসে রাজা তক্ষশীলা !

৯৪

অসংখ্য প্রচণ্ড উল্কা ধাঁধিয়া নয়ন
পড়ে যথা ভীমবেগে আকাশ হইতে,
অথবা নিদাঘে যথা ঘোর-প্রভঞ্জন,
ভীমবেগে প্রবাহিত হয় গহনেতে ;

৯৫

সেইরূপ গ্রীকদল দলনের তরে,
মহাবেগে আপতিত হ'ল বীরবালা,
সে সাক্ষাৎ-শক্তিবেগ কে রোধিতে পারে ?
কে রোধিতে পারে শূন্য-চ্যুত উল্কামালা ?

৯৬

দেখি রণে ভঙ্গ দিল রাজা তক্ষশীলা,
ছিন্ন ভিন্ন বূ্যহমুখ প্রচণ্ড তাড়নে,
ছুটিয়া পলায় সবে ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খলা,
পশ্চাতে ফিরিয়া কেহ না চায় নয়নে !

৯৭

মহাঝড়ে মহীরুহ উপাড়ে যেমন,
সেইরূপ রাণী-সৈন্য ম্লেচ্ছ সংহারিছে,
শবে সমাকীর্ণ হইল সমরপ্রাঙ্গণ,
ঘনঘোর হুহুঙ্কারে মেদিনী ডরিছে !

৯৮

এইরূপ আকস্মিক কঠোরাক্রমণে,
দারুণ আহত হ'ল সেলুউকস্ বীর,
কে রাখিবে প্রবোধিয়া পলায়িতগণে ?
নিজেই পশ্চাৎপদ ব্যথায় অস্থির !

৯৯

পলায়িত তক্ষশীলে করি সম্বোধন,
কহিলা গর্জ্জিয়া শৈলরাণী ক্রোধভরে:—
"দাঁড়ারে, দাঁড়ারে ফিরি পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন !
ভয় নাই মারিবনা ক্ষমিব তোমারে !"

১০০

শুনি তক্ষশীল দূরে দাঁড়াল থমকি
ক্রোধ অপমান-বিষে হ'য়ে জর্জ্জরিত !
দেখি ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল চন্দ্রমুখী.
কহিলা আবার "অহো অনার্য্য-চরিত !

১০১

কৃপাপাত্র তুমি, ভয়ে পলায়নপর,
তোমারে বিনাশ করা পশুহত্যা সম.
ওরে ভীরু কাপুরুষ প্রলুব্ধ বর্ব্বর !
এ জগতে দুরাচার নাই তোর সম।

১০২

সমগ্র স্বজাতি-রক্ত করিতে শোষণ
অভিলাষ করি, ঘৃণ্য ম্লেচ্ছ চরণেতে
জাতি-ধর্ম্ম-কুল-শীল দিয়া বিসর্জ্জন.
আত্মহত্যা করিবারে এসেছ রণেতে ?

১০৩

দাঁড়ারে, দাঁড়ারে ভীরু দাঁড়ারে ফিরিয়া
রণে ভঙ্গ দিয়া কেন কর পলায়ন ?
প্রাণে এত ভয় যদি ক্ষত্রিয় হইয়া,
তবে কেন এসেছিলে করিবারে রণ ?

১০৪

কে ডরে সমরে ওরে ক্ষত্রিয়-পামর ?
হাসাইলি ভূমণ্ডল, নরকে ডুবিলি ?
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করি সংগ্রাম ভিতর,
মজা'লি যবনগণে নিজেও মজিলি ?

১০৫

স্পর্দ্ধা ক'রে সমরে সাজিয়া এসেছিলে ?
করহ সংগ্রাম, কেন কর পলায়ন ?
রণক্ষেত্র অন্তঃপুরসম ভেবেছিলে,
নিরাপদশান্তিপূর্ণ কুসুম-শোভন ?

১০৬

এখন বুঝিলে ইহা অন্তঃপুর নয়,
নহে পুষ্প-সমাকীর্ণ শান্ত-উপবন।
ভীষণ-শ্মশান ইহা ঘোর যমালয়,
ভূত-প্রেত-পরিপূর্ণ ভীষণ-দর্শন !

১০৭

অথবা গহন ইহা, ভীষণ তাহ'তে,
কেশরী-শার্দ্দুল সমাকীর্ণ ঘোরতর !
কিম্বা এ অপারসিন্ধু নক্র-কুম্ভীরেতে
পরিপূর্ণ, ঊর্ম্মিমালা গর্জ্জে ভয়ঙ্কর !

১০৮

কখনো সংগ্রাম-ক্ষেত্র দেখনি নয়নে,
তা'ই বীর-পরিচ্ছদ পরিয়া গৌরবে—
গ্রীকসেনাপতি সাজি আসিয়াছ রণে ?
এখন কি জন্য ভঙ্গ দিতেছ আহবে ?

১০৯

ধিক্ তোরে রে দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতক !
রণে ভঙ্গ দিয়া কোন্ সুখের আশাতে
রহিবি জীবিত ? তোরে কি কহিবে লোক ?
কিরূপে দেখাবি মুখ ফিরিয়া গৃহেতে ?

১১০

দস্যুদলসঙ্গে মিলি, ভারত-ভাণ্ডার
লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করেছিলে চিতে ?
এবে বিপরীত ভাব দেখি যে তাহার ?
কোথা সেই লম্ফঝম্ফ গেল আচম্বিতে ?

১১১

কোথা তোর দিগ্বিজয়ী প্রভু চৌরাধম ?
যা'র বলে বলীয়ান হইয়া সম্প্রতি,
যোদ্ধ্‌বেশে এসেছিলে অরে ও অধম ?
সেই সে অধমে ডেকে আন্‌ শীঘ্রগতি !

১১২

অপদার্থ অধম রে তুই এ ভারতে,
কি জানি কি ভরসায় বান্ধিয়া কোমর.
এসেছিলি, পলাইয়া বাঁচিলি প্রাণেতে,
উপযুক্ত প্রতিফল হইল না তোর !

১১৩

পলায়িত শত্রুবধ নিন্দনীয় অতি—
সেই জন্য পরিত্রাণ পেলি মোর হাতে,
সাবধান ! আর যেন ঘটেনা দুর্ম্মতি,
বর্ম্ম-অস্ত্র তেয়াগিয়া কুটা কাট দাঁতে !

১১৪

আছিলে যেমন তা'ই থাক গিয়া ঘরে,
যবনের পদসেবা করি পরিহার,
চাহ ক্ষমা পঞ্চনদেশ্বর পদে ধরে,
তা'হলে তোমায় দয়া হইবে তাঁহার !

১১৫

যে দুষ্কার্য্য করিয়াছ ক্ষমা নাই তার,
তথাপি উদারচিত্ত পঞ্চনদেশ্বর—
ক্ষমিবেন দোষ তাঁর স্বজাতি-ভ্রাতার,
এখনো বাঁচিতে যত্ন করহ সত্বর!

১১৬

নতুবা সম্মুখে মোর দাঁড়াও, সমরে
মরিতে প্রস্তুত হও, ডরিতেছ কেন?
কেন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়েছ দূরে?
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিচলিত হইও না হেন!"

১১৭

এত বলি শৈলরাণী অশনি গর্জ্জনে,
গর্জ্জিয়া পবন-বেগে ছুটিল আবার,
পশুপাল ভাগে যথা যষ্টির তাড়নে,
ভয়ে ভ্রান্ত শত্রুগণ করিয়া চীৎকার

১১৮

ছুটিল শৃঙ্খলা ভাঙ্গি, দেখি চামুণ্ডায়
দৈত্যদল ভঙ্গ যেন দিল সমরেতে!
পলায় যবনসৈন্য ফিরিয়া না চায়,
দুর্নিবার রণ-চণ্ডী-শূলের আঘাতে

১১৯

বিদারিছে ম্লেচ্ছ-কুল, কঠোর-তাড়নে,
তাড়িত করিয়া সবে পশুপালপ্রায়,
দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীর যুঝিছে যেখানে,
সেই স্থানে উপস্থিত হইল ত্বরায়।

১২০

"বাপ্‌রে ডাকিনী দলে নাশিল, সকলে
উভ-উভ ধরিয়া গিলিছে, হৃদ্‌বিদারি'
করিতেছে রক্তপান রণ-কুতূহলে,
অনল উগারে দশদিক দাহকারী!"

১২১

ভয়ে ভ্রান্ত হয়ে সে তাড়িতসৈন্য যত
এই কথা বলিতে বলিতে বেগে ধায়,
সেলুউকস্ স্বীয়-দলে রাখিতে সংযত
চেষ্টা করিলেন, কিছু হইল না তা'য়!

১২২

সেনাপতি বাক্য কেহ না শুনি কর্ণেতে
ব্যাকুল হইয়া সবে ছোটে ইতস্ততঃ!
গজ-বাজী ছুটিয়া পলায় আর্ত্তনাদে,
গ্রীকদলে হুলস্থূল হ'ল উপস্থিত!

১২৩

সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভব্যূহ হয়ে অগ্রসর,
চাপিয়া পড়িল গ্রীকদলের উপরে,
ত্রস্ত ব্যস্ত হইলেন গ্রীসের ঈশ্বর,
মিলিত দেখিয়া সিংহসহ সিংহিনীরে

১২৪

কাঁপিল যবনদল, মৃগপাল সম
চকিত চঞ্চলনেত্রে চাহে চারিভিতে!
গ্রীস-সৈন্যে কোলাহল উঠিল বিষম!
দেখি সেকেন্দার গর্জ্জি' উঠিল ক্ষোভেতে

১২৫

জ্বলিয়া উঠিল যেন আগ্নেয়-ভূধর !
চমকিল ইরম্মদ ললাটে নয়নে,
দন্ত-দন্ত সঙ্ঘর্ষণ শব্দ ঘোরতর!
বজ্র জিনি সিংহনাদে স্তব্ধ সর্ব্বজনে !

১২৬

কিছুক্ষণ দুই দল (ই) ক্ষান্ত হ'ল রণে,
শৈলরাণী বিজয়েতে হইল সাক্ষাৎ,
মহানন্দে প্রমত্ত হইয়া দুইজনে,
করিলেন দিগ্‌বিদারী ঘোর সিংহনাদ !

১২৭

উলঙ্গ রক্তাক্ত অসি ধরিয়া ললাটে,
জয়োল্লাসে পরস্পরে করে সম্ভাষণ !
বিজয়িনী রণবাদ্যশব্দে শূন্য ফাটে,
মহোল্লাসে আর্য্যসৈন্য গর্জ্জে ঘন ঘন ।

১২৮

রুধির-রঞ্জিতকায় সে বীরদম্পতি,
শত্রু বিদলন করি চাহে পরস্পরে,
উল্লাস আবেগে দোঁহে বিচলিত অতি,
মুগ্ধপ্রায় পরস্পর অন্তরে অন্তরে !

১২৯

তাড়িত-আকৃষ্টবৎ জড়বৎভাবে,
উভয়ে উভয় প্রতি আছে নিরখিয়া ;
তন্ময়হৃদয় পরিপূর্ণ মহাভাবে,
( বাহিরে সমর-সিন্ধু যেতেছে বহিয়া ! )

১৩০

কহিলা সক্ষোভে তবে বীর সেকেন্দার.
‘ডাকিনী দেখিয়া কিহে ডরেছ সকলে ?
ধিক্ ধিক্ তোমা সবে! ধরি তলোয়ার
অবলার ভয়ে আজ রণে ভঙ্গ দিলে ?

১৩১

অসংখ্য অদম্যজাতি সহিত সমরে
যুঝিয়া, জয়শ্রীলাভ করিয়া অনাসে,
ডাকিনী দেখিয়া আজ পলাইছ দূরে ?
কি গৌরবে যা’বে ফিরি আপনার দেশে ?

১৩২

যে কলঙ্ককালিমা মাখিলে বদনেতে,
সমস্ত জলধিজলে ধুইবেনা তাহা !
ছি ছি ছি ! ঘৃণায় ইচ্ছা হতেছে মরিতে,
কিরূপে দেখাবে মুখ দেশে ফিরে গিয়া ?

১৩৩

অহহঃ এ দুর্ব্বহকলঙ্ক ধরি শিরে
এ দীর্ঘ জীবনকাল যাপিবে কি ক’রে ?
ধিক্ ওহে রণভীরু তোমা সবাকারে।
অহো রাজা তক্ষশীল ! কি কব তোমারে ?

১৩৪

সামান্য অবলা রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শিয়া
ম’জালে আমারে, নিজে তুমিও মজিলে !
সহসা পশ্চাৎপদ হয়ে কি বলিয়া
সমস্ত আশা ভরসা অকূলে ডুবালে ?

১৩৫

যা হবার হইয়াছে সাধ্য নাই তার,
এখনো ফিরিয়া আসি, সুদৃঢ় পদেতে
দাঁড়াও পার্শ্বেতে মোর, শঙ্কা কি তোমার ?
কে তোমারে স্পর্শে আমি জীবিত থাকিতে ?

১৩৬

হে ভীরু ! তরঙ্গ দেখি ছেড়ে দিয়া হাল,
হয়েছ উদ্যত নৌকা কূলে ডুবাইতে ?
কি আর কহিব কা'রে, হায়রে কপাল !
সাগর তরিয়া কিহে ডুবিব গোষ্পদে ?"

১৩৭

এত বলি হুঙ্কারিলা আলেকজাণ্ডার,
চমকিল চতুর্দ্দিক বিকট-গর্জ্জনে !
বুদ্ধিমান গ্রীকসৈনা, ঈঙ্গিতে তাঁহার
একেবারে মরণ-উন্মুখ হ'ল রণে !

১৩৮

"জয় যুপিতরপুত্র রাজরাজেশ্বর"
শব্দেতে গর্জ্জিল গ্রীককটকজলধি ;
উদ্দীপনে জ্বলিয়া উঠিল চরাচর !
উদ্দীপক রণ-বাদ্য বাজে ভীমনাদী।

১৩৯

পলায়িত তক্ষশীল সহসৈন্যদলে
নিবারিলা প্রবোধিয়া আলেকজাণ্ডার,
অগ্নিময় বাক্যে জ্বলি উঠিল সকলে,
আরম্ভ হইল পুনঃ সমরদুর্ব্বার

১৪০

প্রমত্ত-জলদ জিনি গর্জ্জিয়া দু' দলে,
পড়িল প্রচণ্ডবেগে পরস্পরপ'রে!
ঘোর সঙ্ঘর্ষণশব্দে সমর-মণ্ডলে
শত বজ্রাঘাত যেন হ'ল একেবারে!

১৪১

ঘোর ঘন-ঘটা কোলে,
স্থির সৌদামিনী খেলে,
রণ-কুতূহলে অতি মত্ত বীরনারী রে,
মত্ত বীরনারী!
করে ঘন হুহুঙ্কার,
মুখে শব্দ মার্‌মার্‌!
মার্‌ ম্লেচ্ছ কুলে, শূলে সমূলে বিদারি রে,
সমূলে বিদারি!

১৪২

অত্যুৎকট রণরঙ্গে,
আরোহি রণতুরঙ্গে,
যেন সিংহপৃষ্ঠে চণ্ডী দানবদলনী রে,
দানবদলনী!
নাশিতে অরি-দানবে,
হুঙ্কারে মহা-আহবে,
সঙ্গে ফিরে শত শত ডাকিনী সঙ্গিনী রে,
ডাকিনী সঙ্গিনী!

১৪৩

এ কভু নহে মানবী,
রাক্ষসী কিম্বা দানবী,
বিশ্ববিমোহিনী দেবী দানবদলনী রে,
দানবদলনী !

দলিতে অসুরদলে,
অবতীর্ণ রণস্থলে,
আদ্যাশক্তি রণচণ্ডী সেজেছে আপনি রে,
সেজেছে আপনি !

১৪৪

দেখে হেন মনে লয়
সৃষ্টি রসাতল হয়,
পদভরে বসুন্ধরা অধীরা হতেছে রে,
অধীরা হতেছে !

হাসে অট্ট-অট্ট হাস,
ইরম্মদ পরকাশ !
চপলা জিনিয়া বেগে সমরে ছুটিছে রে,
সমরে ছুটিছে !

১৪৫

মুখেতে বিদ্যুৎহাস,
মুক্ত কৃষ্ণ-কেশ-পাশ,
নিবিড়চিকুরদামে ঢাকা চন্দ্রানন রে,
ঢাকা চন্দ্রানন !

রুধিররঞ্জিতকায়,
জবা-বিভূষিত প্রায়,
মহাদম্ভে শত্রুকুলে করিছে দলন রে,
করিছে দলন !

১৪৬

ভীষণ সমরমাঝে—
—চপলা-রূপসী সাজে,
নবঘনে সৌদামিনী খেলিয়া বেড়ায় রে,
খেলিয়া বেড়ায় !

সদা ডাকে হান্‌, হান্‌,
বহিছে রুধির বাণ,
অরিদল মগ্নপ্রায় হতেছে তাহায় রে,
হতেছে তাহায় !

১৪৭

ডাকিনী ভৈরবী সবে,
মত্ত-রণ-মহোৎসবে,
তাথৈ তাথৈ রণে নাচিয়া বেড়ায় রে,
নাচিয়া বেড়ায় !

নর-রক্ত-মাংস গন্ধে,
মত্ত হয়ে মহানন্দে,
কঙ্ক-গৃধ্র-ফেরুপাল কারে না ডরায় রে,
কারে না ডরায় !

১৪৮

করিয়া বিকট রব,
করিতেছে মহোৎসব,
দেখি শত শত শব ঝাপটী পড়িছে রে,
ঝাপটী পড়িছে।

এ মহাশ্মশান স্থানে,
ডাকিনী ভৈরবীগণে—
বিকট নাদিছে তাহে মেদিনী ডরিছে রে
মেদিনী ডরিছে!

১৪৯

প্রচণ্ডা-প্রমত্তা-ঘোরা,
রক্তসিক্ত-কলেবরা,
মুক্তকেশী অসিঘাতে নাশিছে যবনে রে
নাশিছে যবনে,

পদ্মগন্ধা, পদ্মগন্ধে
আমোদিছে, মহানন্দে
মত্ত-মধুকর-কুল উড়িয়া উড়িয়া রে,
বসিছে বদনে!

১৫০

সে ধনী যে দিগে ধায়,
বিদগ্ধ করিয়া যায়,
দেখি ভয়ে জড়প্রায় অরাতিমণ্ডল রে,
অরাতি-মণ্ডল!

মাসিডোন-অধিপতি,
বিস্মিত হইলা অতি,
লজ্জিত হইলা স্মরি স্বীয় বাহুবল রে.
স্বীয় বাহুবল !

১৫১

কুম্ভব্যূহ দক্ষিণেতে রাজা যোগনাথ
সহ পঞ্চনদেশ্বরপুত্র বৈজয়ন্ত,
যুঝিতেছে মহোৎসাহে এফেষ্টিন সাথ.
দুই দলে যুঝে অর্দ্ধ দিবস পর্য্যন্ত।

১৫২

কেহ কারে পরাস্ত করিতে না পারিল
জয় পরাজয় কিছু হ'ল না লক্ষিত।
দেখি বৈজয়ন্ত বীর ক্ষোভেতে গর্জ্জিল
যুগপৎ রণস্থল হ'ল সঙ্ক্ষোভিত !

১৫৩

কেশরী যেরূপ বেগে ধায় মৃগ প্রতি,
সেইরূপ বৈজয়ন্ত বিপক্ষ উপরে—
পড়িল, ছুটিল বেগে কুমারসংহতি
শত শত ক্ষত্রবীর অদম্য সমরে !

১৫৪

গ্রীকবীর এফেষ্টিনও দুর্দ্দমবেগেতে,
পড়িল হুঙ্কারি হিন্দুদলের উপর,
পরস্পর চূর্ণ যেন হইল সংঘাতে—
উপস্থিত হইল সংগ্রাম ঘোরতর !

১৫৫

সিন্ধু যেন সিন্ধুসনে বিলীন হইল,
হিন্দুদল গ্রীকদলে গেল মিশাইয়া!
দারুণ সংহার-কার্য্য আরম্ভ হইল,
কে কারে প্রহারে তাহা ক'ব কি করিয়া?

১৫৬

গাঢ় ধূলিপটলে আচ্ছন্ন রণাঙ্গন,
দুর্ব্বিকট কোলাহলে বধির সংসার!
দৃষ্টি শ্রুতি প্রতিহত, দারুণ ভীষণ
অদ্ভূত অশ্রুতপূর্ব্ব সমর দুর্ব্বার!

১৫৭

অবিরাম দিগ্‌বিদারি-ঘোরসিংহনাদ,
বজ্রনাদে পরাভবি' হয়, অবিরত—
যুঝিছে সমানে কারো নাই অবসাদ,
বায়ুবেগে ধূলিরাশি হলে অন্তর্হিত,

১৫৮

দেখা গেল যে ভীষণদৃশ্য নয়নেতে,
বলিতে হৃদয় ফাটে, ছিন্ন ভিন্ন যত
ভারতীয় গজবাজী, সেনা সমরেতে
পড়িয়া হয়েছে চিরনিদ্রা-অভিভূত!

১৫৯

অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় পাঞ্চনদগণ
যুঝিতেছে প্রাণপণে, ক্ষত্রিয়নন্দন,
সম্মুখসমরে ভঙ্গ না দেয় কখন।
কিন্তু তা'রা বহ্নিমুখপতঙ্গ যেমন!

১৬০

রাজা যোগনাথ স্থিরমনে নয়নেতে
দূর হ'তে এ দারুণদৃশ্য বিপরীত—
দেখিলেন, দেখিলেন রণস্থল হ'তে
রাজ-ছত্র-পতাকা হয়েছে অন্তর্হিত !

১৬১

চিন্তিত হ'লেন রাজকুমারের তরে,
সহস্র সহস্র সৈন্য-গজ-অশ্বদল
সহিত ছুটিলা বীর ভীষণ-সমরে,
দেখিলেন শত শত হত দলবল ;

১৬২

হত বৈজয়ন্ত ! ভূমিশয্যায় কুমার,
ধূলি-বিলুণ্ঠিতকায়, চির নিদ্রাগত—
শূল-বিদারিত বক্ষে ; দেখি হাহাকার
করিয়া উঠিল শোকে পাঞ্চনদ যত !

১৬৩

এফেষ্টিন শূলে বিদ্ধ করিয়া কুমারে
ঘন ঘন সিংহনাদ করিছে উল্লাসে,
"জয় যুপিতর পুত্র !" শব্দে—হুহুঙ্কারে
উথলিছে যেন সিন্ধু-তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে !

১৬৪

দেখি ক্ষোভ-প্রতিহিংসা-অনলে জ্বলিয়া
উঠিলেন মহাবলী রাজা যোগনাথ।
"সবলে এ গ্রীকদলে সমূলে দলিয়া,
এখনি ঘুচাব এই জঘন্য বিবাদ !"

১৬৫
বলি, বৃদ্ধ মহাবীর ছাড়িলা হুঙ্কার !
ভাঙ্গিয়া গগন যেন পড়িল ভূতলে !
করিতে নিষ্ঠুররূপে যবন সংহার,
অগ্নিময়-বাক্যে আজ্ঞা দিল স্বীয় দলে !

১৬৬
অনল-প্রপাত জিনি আর্য্য-সেনাস্রোতঃ
আছাড়ি পড়িল গ্রীক বাহিনী উপরে,
ডুবাইল শক্রদলে করি ওতপ্রোত !
প্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়দল ভীষণ সংহারে।

১৬৭
অসংখ্য প্রচণ্ড উল্কা ধাঁধিয়া নয়নে
পড়ে যদি ভীমবেগে আকাশ হইতে,
কে রোধিতে পারে তাহা ? ভঙ্গ দিয়া রণে
পলায় যবন দল না চায় পশ্চাতে !

১৬৮
পশুপাল সমান তাড়িত করি বলে
ছুটে পাঞ্চনদদল পশ্চাতে পশ্চাতে,
যারে পায় তারে মারে বিদারিয়া শূলে,
দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য ঘোর জিঘাংসাতে !

১৬৯
রাজা যোগনাথ ঘোররক্ত-পিপাসায়,
প্রচণ্ড-রাক্ষস-সম সমরে বিহরে,
এফেষ্টিনে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়ায়,
প্রাণভয়ে এফেষ্টিন পলায়েছে দূরে !

১৭০

গ্রীকদল বিহ্বল হইয়া প্রাণভয়ে,
যথা বীর সেকেন্দার যুঝিছে আহবে,
উপস্থিত হ'ল সবে সেই স্থানে গিয়ে.
পরিপূর্ণ করি দিক্ হাহাকার রবে !

১৭১

গোপাল তাড়িত করি গোপাল সকল
লয়ে যায় যে প্রকারে যষ্টির তাড়নে.
সেইরূপ গ্রীকদিগে পাঞ্চনদদল,
তাড়িত করিয়া তরবারির তাড়নে

১৭২

সেকেন্দার সম্মুখে হইল উপস্থিত !
বিজয়-শৈলের সঙ্গে মিলিয়া রাজন
একযোগে গ্রীক দলে হ'ল আপাতিত !
কা'র সাধ্য রোধে অগ্নি-তরঙ্গ-ভীষণ ?

১৭৩

টলিল বীরের পদ, দুঃসহ সমরে
তিষ্টিতে না পারি, দিগ্বিজয়ী বীরবর—
হলেন পশ্চাৎপদ, ছত্রভঙ্গাকারে
পলায় গ্রীসীয় সৈন্য হইয়া কাতর !

১৭৪

কি কৌশলে রণ-ক্ষেত্র করি পরিত্যাগ
এইরূপ ভাবিছেন গ্রীস-অধীশ্বর ।
সন্ধ্যাসমাগম-আশে দেখে দিকভাগ,
অস্তমিতসূর্য্য দেখি আশ্বস্ত অন্তর !

১৭৫

গতপ্রায়সন্ধ্যা দেখি ভারতীয়দল,
শত্রু-অনুসরণে নিরস্ত, অতঃপর
রক্ষিবারে দৃঢ় করি অধিকৃত স্থল
স্থাপিল শিবির শীঘ্র হইয়া তৎপর।

১৭৬

দ্বাদশ সহস্র হত রাখি রণাঙ্গনে
ভগ্ন-হৃদে শিবিরে ফিরিলা সেকেন্দার!
কালিমা পড়িল তাঁর প্রফুল্লবদনে,
বুঝিলা ভারতজয় অসাধ্য ব্যাপার!

১৭৭

নিদারুণ আশাভঙ্গ "পৃথ্বী ব্যাপী যশ"
কলঙ্কিত হবে, এই দারুণ দুঃসহ
দুঃখে অবসন্নচিত্ত হয়ে মহাযশ,
হইলেন অতিমাত্র ক্ষুব্ধ ভগ্নোৎসাহ!

১৭৮

হের হের রণস্থলে বীভৎসদর্শন গো,
বীভৎসদর্শন!
শবে সমাকীর্ণ সব, বায়স-শকুনী রব,
শৃগাল-কুক্কুর রবে মিলিত হইয়া গো,
বিদারে গগন!

১৭৯

এখন এখানে নাই যুদ্ধ-কোলাহল গো,
যুদ্ধ-কোলাহল,

ভীষণ সমর-ভূমে সবাই অনন্ত ঘুমে
অভিভূত, অচেতন, মাংসাশী সকল গো,
মাংসাশী সকল—

১৮০

এ শ্মশানরাজ্য করে পাইয়া আস্পর্দ্ধা-ভরে,
মৃত বীরগণ অঙ্গে পদাঘাত করে গো,
পদাঘাত করে !
নর-রক্ত-মাংস তরে প্রমত্ত হইয়া ফিরে,
শব লয়ে পরস্পরে ছেঁড়াছিঁড়ি করে গো,
ছেঁড়াছিঁড়ি করে !

১৮১

কেহ হস্তপদ লয়ে বিরলে চিবায় গিয়ে,
কেহ পিপাসিত হয়ে রুধির পিতেছে গো,
রুধির পিতেছে !
কেহ বক্ষ বিদারিয়া বদন ভরিয়া দিয়া,
কোমল কোমল মাংস হরষে খেতেছে গো,
হরষে খেতেছে !

১৮২

সন্তরি রুধির-স্রোতে রুধির প্রবাহ হ'তে
শবগণে শিবাকুল টানিয়া তুলিছে গো,
টানিয়া তুলিছে !
করিতেছে খ্যাঁকাখ্যাঁকি, চিঁহিঁ হিহি ভেকা-ভেকি,
হিংসাবশে পরস্পর কলহ করিছে গো,
কলহ করিছে !

১৮৩

বায়স শকুনীগণে নখ-চঞ্চু প্রহরণে,
বিদারি উদর, ভুঁড়ি বাহির করিছে গো,
বাহির করিছে !
ছিন্ন নাড়ী ভুঁড়ি হ'তে, আমরস বিষ্ঠা সাথে,
পল্ পল্ * ক'রে ঐ বাহির হতেছে গো,
বাহির হতেছে !

১৮৪

আর না দুর্গন্ধে বাঁচি, ভন্ ভন্ উড়ে মাছি,
নাড়ী-ভুঁড়ি লোভে যত কুক্কুর-শৃগাল গো,
কুক্কুর শৃগাল !
শকুনি গৃধিনীগণে তেড়ে যায় ক্রোধমনে,
পাখা তুলি দৌড়ে যায় শকুনীর পাল গো,
শকুনীর পাল !

১৮৫

ঝট্ পট্ শব্দ ক'রে, শবের শরীরে পড়ে,
মারামারি কাড়াকাড়ি করিয়া খেতেছে গো,
করিয়া খেতেছে !
রজ্জুবৎ নাড়ী ভুঁড়ি টানিয়া বাহির করি,
একান্তে খাবার তরে তফাতে যেতেছে গো,
তফাতে যেতেছে !

১৮৬

সূর্য্য অস্তাচলে যায় সন্ধ্যাসমাগতপ্রায়,
কাক-কঙ্ক-গৃধ্র আর মক্ষিকার দল গো;
মক্ষিকার দল—

---

* রসোৎকর্ষের অনুরোধে এইরূপ গ্রাম্য ভাষা ব্যবহৃত হইল।

বিষাদে চলিয়া গেল, রজনী সাজিয়া এলো,
ঘন-ঘোর অন্ধকারে ঢাকিল সকল গো,
ঢাকিল সকল !

১৮৭

এবে এ মহাশ্মশানে, শৃগাল কুক্কুরগণে
মহানন্দে শব লয়ে করে মহোৎসব গো,
করে মহোৎসব !

নিশাচর প্রেতগণে ডাকিনী দানার সনে,
মাংস-অস্থি-মুণ্ডসহ চিবাইছে শব গো,
চিবাইছে শব !

১৮৮

দেখি মানুষের দশা বেড়েছে এদের আশা,
হিংসাবশে হী-হী হী হাসিয়া বেড়ায় গো,
হাসিয়া বেড়ায় !

ফালতুল্য দন্ত-ধারে, নর-অস্থি চূর্ণ ক'রে,
ভিতরের মজ্জাগুলি বেছে বেছে খায় গো,
বেছে বেছে খায় !

১৮৯

মড়া লয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি হুড়াহুড়ি,
বিকট চীৎকার করি ছুটিয়া বেড়ায় গো !
ছুটিয়া বেড়ায় !

ব্যঙ্গ করি মৃতগণে, বসে কেহ শবাসনে,
শ্মশানের রাজা হ'য়ে হুকুম চালায় গো,
হুকুম চালায় !

১৯০

মাথার ঘিঁ বা'র করে মাখিয়াছে অঙ্গ ভ'রে,
আঁতুরির মালা করে পরেছে গলেতে গো,
পরেছে গলেতে!
নৃমুণ্ডকুণ্ডল কানে, প্রমত্ত রুধিরপানে,
নৃকঙ্কাল দণ্ড কিবা ধরেছে করেতে গো,
ধরেছে করেতে!

১৯১

অহো! আর কায নাই, অন্য স্থানে চল যাই,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষোভ ঘৃণায় বাঁচিনা গো,
ঘৃণায় বাঁচি না।
ভীষণ শবের হাট দারুণ ভূতের নাট,
আর এ নয়ন মিলি দেখিতে পারিনা গো,
দেখিতে পারিনা!

ইতি আর্য্যসঙ্গীত জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে সংগ্রামনাম
অষ্টম সর্গ।

# নবম সর্গ।

১

এ দিকে সুদৃঢ়াকারে আর্য্যবীরগণ,
রক্ষিতে বিজিতক্ষেত্র, শিবির স্থাপিয়া,
অভেদ্য প্রাচীরাকারে কটকস্থাপন
করিয়া, রহিল অতি সতর্ক হইয়া !

২

প্রাতে শত্রুশিবির করিয়া আক্রমণ,
একেবারে সমূলে বিধ্বংস করিবারে
করিয়া সঙ্কল্প, হিন্দু-সেনাপতিগণ
রহিল সংগ্রামস্থলে ; হেথা যথাকালে

৩

জয়বার্ত্তাসহ পুত্রনিধনসংবাদ
শুনিলেন দূতমুখে পঞ্চনদেশ্বর !
ঘটিল মহতী হর্ষে দারুণবিষাদ !
দণ্ডেক বিমুগ্ধপ্রায় থাকি নৃপবর,

৪

পুত্রশোকাবেগে প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া,
অজগর-জিনিয়া গরজে নিদারুণ,
স্বহস্তে যবনদলে সমূলে দলিয়া
নিবাইতে বজ্রসম শোকের আগুন,

৫

—করিলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ; রজনী প্রভাতে
স্বয়ং সাজিবে রণে পঞ্চনদপতি,
এইরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া চিত্তেতে,
কথঞ্চিৎ প্রবোধিত হ'ল ক্ষুব্ধমতি !

৬

সম্বোধিয়া পাত্রমিত্রে কহিলা তখন,
"সম্মুখসমরে পড়ি বৈজয়ন্ত মম
ত্রিদিবে গিয়াছে চলি, বিনাশি' যবন
শত শত, ধন্য সেই পুত্র ! অনুপম—

৭

—বীরকীর্ত্তি রাখিয়া এ মরসংসারেতে,
ষোড়শবর্ষীয় বীর কার্ত্তিকেয়সম
শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্ম লভিয়া ধরাতে,
লীলায় ছলিয়া গেল প্রাণ-প্রিয়তম।

৮

স্বার্থক জনম তার এ মহীমণ্ডলে,
ত্রিদিব বৈভব লাভ করে'ছে সেজন ;
তা'র জন্য শোকাকুল হইব কি বলে ?
কে না জানে কাচসম ভঙ্গুরজীবন ?

৯

কে না জানে জীবিতের নিয়ম পতন ?
এইরূপে সমরে মরিতে ইচ্ছা করি !
সাজিব, সমূলে ম্লেচ্ছ করিব নিধন,
একটিও স্বদেশেতে না যাইবে ফিরি !

১০

ধন্যবাদ মহাবল বিজয়বাহুরে,
ধন্যবাদ দেববালা সে শৈলবালারে,
ধন্যবাদ বৃদ্ধ বীর সামন্ত রাজারে,
শত শত ধন্যবাদ সেই বিশ্বেশ্বরে !

১১

যিনি এই বিশ্বরাজ্য করিয়া সৃজন,
পালন সংহার রূপে চির বিদ্যমান,
ঘটিতেছে যাহা কিছু তিনিই কারণ,
এই যে হর্ষে বিষাদ তাহারি প্রমাণ !

১২

অমূল্য তনয়রত্নোত্তম বিনিময়ে
জয় উপার্জ্জিছি, আজ গ্রীকসিংহবর
গৃহাগত হইয়াছে ভগ্ন দন্ত হয়ে,
ইহাই যথেষ্ট ! সবে হইয়া সত্বর,

১৩

অবরোধ করি শত্রুশিবির, বলেতে
পিপীলিকা সমান দলিব ম্লেচ্ছদলে,
একেষ্টিনে সংহার করিয়া নিজ হাতে,
নিবাইব নিদারুণ শোকের অনলে !”

১৪

শোকশল্য বিদ্ধ রাজা চিত্ত-শান্তি-আশে,
প্রমত্ত হইয়া চিত্তে কহে কত মত !
বিষাদজলদে ঢাকা হৃদয়-আকাশে
চমকিছে প্রতিহিংসাসূচক বিদ্যুৎ !

১৫

দ্বিতীয় প্রহর নিশা, ঘোর অন্ধকার অতি বিকট দর্শন!
মেঘাচ্ছন্ন-নভস্তল, বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,
ক্বচিৎ বিদ্যুৎদামে উজলে শিবির ক্ষেত্র পর্ব্বত কানন!

১৬

ক্বচিৎ আকাশ-পটে নিনাদে জলদপুঞ্জ, শেখরে শেখরে
চমকিছে সৌদামিনী, গম্ভীর জলদধ্বনি,
প্রতিধ্বনি হইতেছে করালমধুর শব্দে কন্দরে কন্দরে!

১৭

গভীর তিমির সিন্ধু উথলিছে অবিরাম ডুবাতে আকাশে,
একাল তিমির-সিন্ধু, ভারতের ভাগ্য-ইন্দু
গ্রাসিবারে চিরতরে ছুটেছে গগনব্যাপী প্রমত্ত-উচ্ছ্বাসে!

১৮

এহেন ভীষণতম নিশীথসময়ে সিন্ধুসঙ্গমস্থলেতে
শুনি ঘোর কোলাহল, চমকিত মহাবল
পঞ্চনদেশ্বর, যেন স্বপ্নোত্থিত বিমূর্চ্ছিত হইয়া চিত্তেতে,

১৯

মুহূর্ত্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য, অভিভূতপ্রায় থাকিলা রাজন।
পরক্ষণে হয়ে স্থির, বুঝিলেন আর্য্যবীর
সম্মুখে বিপদসিন্ধু আসিছে গ্রাসিতে তাঁরে বিস্তারি বদন!

২০

বুঝিলেন, অন্ধকারে গ্রীকশত্রুদল নদী অতিক্রম ক'রে,
গোপনে চোরের মত হইয়াছে সমাগত,
সেনাপতি ব্যোমকেশ বিশ্বাসঘাতকে অর্থে বশীভূত করে!

২১

এইরূপ ভাবিছেন, সহসা বিশ্বস্ত গুপ্তচর একজন
—আসিয়া বিনয় ক'রে, প্রায় অবরুদ্ধস্বরে
কহিল, "কি ভাবিছেন? সর্ব্বনাশ করিয়াছে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন

২২

সেনাপতি ব্যোমকেশ, বিশ্বাসঘাতক, নীচ রাজ্যলালসাতে,
মিলি তক্ষশীলসনে বিমুখ হয়েছে রণে,
অবাধে যবনসৈন্য নদী অতিক্রম করি এসেছে পারেতে!"

২৩

শুনিয়া দূতের উক্তি, ক্ষোভে রোষে পুরুরাজ
সাজিলেন রণে,
অতিমাত্র ত্বরাত্বরি দলবল সঙ্গে করি,
ছুটিলেন গজস্কন্ধে বজ্রপাণি সম দৈত্য-সংহার কারণে!

২৪

অসংখ্য দেউটিমালা, নাশি অন্ধকার জ্বলে যেখানে
সেখানে,
মনে হয় নভস্থল পরিহরি তারাদল
অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছে, উজ্জ্বল হেতু আঁধার ভুবনে।

২৫

শিবির বাহির হয়ে দক্ষিণাভিমুখে ধায় পঞ্চনদেশ্বর,
কিছু দূর গিয়া পরে দেখিলেন অশ্বোপরে—
সেনাপতি ব্যোমকেশ শিবিরাভিমুখে বেগে আসিছে সত্বর।

২৬

দেখিয়া তাহারে রাজা উঠিলেন জ্বলি ঘোর ক্রোধেরদহনে।
যিনি মত্তসিংহবর গর্জ্জিলেন ঘোরতর!
কহিলেন"রে কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক! কোথা পলাও এক্ষণে?"

২৭

ইহা বলি রাজা, অসি প্রহারিল ব্যোমকেশ-স্কন্ধে নিদারুণ!
বজ্রসম অসিঘাতে, ছিন্নগ্রীবধরণীতে
পড়িল পাপিষ্ঠ; রাজা প্রতিহিংসানলে জ্বলে উঠিয়া
দ্বিগুণ—

২৮

হস্তিপদে বিমর্দ্দন করি পিণ্ডাকারে দূরে ফেলিলা
আছাড়ি!
অভাগার দেহপিণ্ড, দন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড
করিয়া মাতঙ্গবর, ছুটিল বিপক্ষমুখে ঘোরনাদ করি।

২৯

ব্যোমকেশ দশা দেখি, পলায়িত শত শত পাঞ্চনদগণ,
রাজবৈজয়ন্ত তলে দাঁড়াইল দলে দলে,
সমবেত দলবলে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া ধায় পাঞ্জাবরাজন।

৩০

এদিকে সে এফেষ্টিন গ্রীকসেনাপতি, অতি সুদৃঢ় বলেতে
লয়ে সৈন্য সহচর হইতেছে অগ্রসর,
"জয় যুপিতর পুত্র মাসিডোনেশ্বর," শব্দে গর্জ্জিতে
গর্জ্জিতে।

৩১

প্রতিহিংসামত্ত পুরু, সদসদ্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ে মহাবেগে
পড়িল যবনোপরে, যারে পায় তারে মারে,
ঘনঘোর হুহুঙ্কারে ফাটিতেছে নভস্তল! মহা
ঝঞ্ঝাবেগে

৩২

উপাড়ে যেরূপে অনায়াসে বনস্পতিরাজি দলিয়া গহন!
সেইরূপ হিন্দুদল দলিতেছে ম্লেচ্ছবল!
দেখি এফেষ্টিন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল যেন প্রচণ্ড দহন

৩৩

পুরুরাজ সম্মুখে সে অশ্বারোহী গ্রীকবীর হ'ল উপস্থিত,
দেখি পুত্রঘাতিজনে, ঘোর প্রতিহিংসাগুণে
জ্বলিয়া উঠিল রাজা, গর্জ্জনেতে রণস্থল হইল স্তম্ভিত!

৩৪

বিকট কঠোরহস্তে ধরি শূলধার বীর হানে এফেষ্টিনে,
বর্ম্মে তাহা নিবারিয়া, ঘোরতর গরজিয়া
হানিল প্রচণ্ড শূল এফেষ্টিন, পুরু শূল ধরিল তৎক্ষণে

৩৫

ধরি শূলদণ্ড, টান দিয়া নিল কাড়ি, পুনঃ সেই শূল ধার,
অতি প্রতিহিংসাবেগে, হানিল দারুণ বেগে
এফেষ্টিনে লক্ষ্য করি, পুত্রঘাতী আততায়ী করিতে সংহার!

৩৬

অব্যর্থ সে লক্ষ্য, এফেষ্টিন জঙ্ঘাস্থল ভেদি, বিন্ধিল অশ্বেরে।
ব্যথায় অস্থির বীর সমরে না রহে স্থির,
দেখিয়া মাসিডোণীয়া পশ্চাতে রাখিয়া তারে সাজিল সত্বরে।

৩৭

একে ঘোর অন্ধকার গভীর রজনী, বিন্দু বিন্দু বরিষণে
কর্দ্দমে অতি পিচ্ছল, হইয়াছে রণস্থল,
আলোকান্ধাকারে দিক্‌ভ্রমে ভ্রান্ত পুরুরাজ, পঙ্কিল পুলিনে

৩৮

বিস্তৃত প্রান্তর ভাবি শত্রুগতি রোধিবারে অতি বেগ ভরে
পড়িলেন পঙ্কোপরে, গজবর একেবারে
অর্দ্ধ-নিমজ্জিতপ্রায়, হেরিয়া মাসিডোনিয়া, সতর্কে সত্বরে

৩৯

লয়ে স্বীয় দলবল ঘিরিলেন পুরুরাজে অভেদ্য ভাবেতে,
গভীর পঙ্কেতে পড়ে' পদ না তুলিতে পারে
করিবর, প্রাণপণে উঠিতে করিল যত্ন, কিন্তু কোন মতে

৪০

পারিলনা, যত চেষ্টা হইল বিফল, দেখি পুরুমহাবল,
আসন্ন বিপদ-পাতে অনুপায় হয়ে চিতে
হলেন কাতর অতি, বিষাদে মলিন হ'ল বদন মণ্ডল !

৪১

দেখিয়া রাজার দশা, ছত্রভঙ্গ হয়ে পাঞ্চনদ-সেনাগণ
পলায় দারুণ ভয়ে পিছু ফিরে নাহি চাহে,
হতাহত বহুশত হইল, কে কারে আর করে নিবারণ ?

৪২

পঙ্কে নিমজ্জিত গজস্কন্ধে মহাবল পুরু শত্রুসুবেষ্টিত,
ঘোর অজগরপ্রায় সঘনে নিশ্বাস বয়,
ক্ষণে ক্ষণে গরজন করে ঘোরতর, হয়ে কোপপ্রজ্বলিত !

৪৩

দেখি সেকেন্দারবীর অবরুদ্ধ রাজা প্রতি কহিলা তখন—
"আর কেন মহাশয় ? অস্ত্রশস্ত্র সমুদয়
ত্যাগি আত্মসমর্পণ কর এইবেলা, নহে হারাবে জীবন।"

৪৪

কহিলেন পুরুরাজ "রে চৌর যবন! বীর কেবা কহে তোরে?
নিশাচর,—প্রবঞ্চক! হাসাইলি ইহলোক
পরলোকে কি বলিয়া তরিবিরে পাপাত্মন্ নরক দুস্তরে?

৪৫

সিঁধকাটি গুপ্তগৃহে সুপ্তহত্যা করিয়া কি হয় বীরপণা?
এইরূপ ছল করে বীরকীর্ত্তি স্থাপিবারে
হইয়াছ অগ্রসর? দিগ্বিজয়ী হইবারে করেছ বাসনা?

৪৬

ধিক্ তোরে চৌরাধম, গুপ্ত হত্যাকারী, সত্যদ্রোহী নীচজন!
কি সাধ্য আছে তোমার ন্যায় যুদ্ধ করিবার?
প্রতারক! প্রতারণা করিয়া যে অপকার্য্য করিলে এখন;

৪৭

যুগান্তেও এ কলঙ্ক সমস্ত সাগরজলে বিধৌত হবেনা।
বৃথা বীর অভিমান, বৃথা দিগ্বিজয়-ভাণ!
বৃথা তোর জন্মকর্ম্ম, তস্কর বলিয়া চির থাকিবে ঘোষণা!

৪৮

কে তুই কুক্কুর? তোরে ভারতের কোনো প্রাণী করিবেনা ভয়
ভারত কঠিন স্থান—নাহি গণে ধন—প্রাণ,
প্রাণভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করেনা ভারতবীর, যত শক্তি হয়

৪৯

কর যুদ্ধ, জীবন থাকিতে মোরা অস্ত্রত্যাগ করিনা, করিনা,
যে করে সে ক্ষত্রকুলে খ্যাত কাপুরুষ বলে
হয়ে থাকে, কোন কালে সংগ্রামে মরিতে মোরা ডরিনা
ডরিনা!"

৫০

এতবলি ধনুর্ব্বাণ তুলে লয়ে করে, করে বাণ বরিষণ,
দ্রুতহস্ত মহাবল—বাণাঘাতে গ্রীকদল
যুগপৎ অস্থির হইল, ক্ষণ মধ্যে যুদ্ধ ঘটিল ভীষণ।

৫১

গ্রীক্‌দল ঝাঁকে ঝাঁকে হানে শরজাল, পুরুচর্ম্মেবর্ম্মে ঠেকি
চূর্ণ হয় সে সকল, হেরি গ্রীক্ মহাবল
পুনর্ব্বার কহিলেন "অহে মহাবীর! তুমি অপূর্ব্ব ধানুকী,

৫২

দেখিয়া বীরত্ব তব হয়েছি অতীব প্রীত, ক্ষান্ত
হও রণে,
তবতুল্য মহাপ্রাণ সংহারি গৌরব-জ্ঞান
করিনা, এখনো বীর, আত্মসমর্পণ কর বাঁচিবে জীবনে!"

৫৩

শুনি গ্রীকবীর-উক্তি কহিলা গর্জ্জিয়া ক্ষোভে পঞ্চ
নদেশ্বর।
ধন্য হে বদান্যবর্! নাচাহি তোমারে বর্,
কৃপাকরি যুদ্ধ কর্, কিজন্য আমার তরে এত ব্যথা
তোর?"

৫৪

বলি পুনর্ব্বার প্রতিহিংসামত্ত পুরুরাজ গ্রীকরাজ প্রতি
অব্যর্থসন্ধান ক'রে বাণ বরিষণ করে,
প্রত্যুত্তরে শত শত শেলসম বাণে নিবারিছে মহারথী!

৫৫

গ্রীকদের বাণাঘাতে গতপ্রাণ হস্তিপ, পড়িল পঙ্কোপরে,
দেখি পঞ্চনদপতি নিরাশ হইয়া অতি
হ'লেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রাণান্তপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার তরে!

৫৬

দেখিয়া মাসিডোনিয়া তৎক্ষণাৎ নৌসেতু করিয়া নির্ম্মাণ
নির্ব্বাচিত সৈন্যসাথে পুরুবীর সম্মুখেতে
উপস্থিত হ'ল, তাহা দেখিয়া তখন সেই পুরু মহাপ্রাণ

৫৭

লক্ষ্য করি মহাবীরে হানিল প্রচণ্ড শূল, অশ্ব মনোহর
বিদীর্ণ হইল তায়, প্রিয় অশ্ব হতপ্রায়
দেখিয়া, দারুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল মাসিডোনের ঈশ্বর

৫৮

মহাবেগে ভল্লাঘাত করিল পুরুর বক্ষে, দারুণ আঘাতে
হ'ল বীর বিমূর্চ্ছিত, এই অবস্থায় ধৃত
করি পঞ্চনদেশ্বরে, অবনী কাঁপায় ঘনঘোর সিংহনাদে!

৫৯

নিদারুণ ভল্লাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন-পুরুরাজ শত্রু করগত,
হেরি গজরাজবর হয়ে অতি উগ্রতর
গর্জ্জিয়া বিকট নাদে শুণ্ডাঘাতে গ্রীকরাজে করিল আহত

৬০

নিদারুণ শুণ্ডাঘাতে ব্যথায় আকুল বীর গ্রীসের নন্দন,
হেরি যত পার্শ্বচরে বধোদ্যত করি করে
দেখিয়া মাসিডোনিয়া, বধিতে বারণবরে করি নিবারণ

৬১

কহিলেন "কদাচ এ প্রভুভক্ত গজরাজে না মার জীবনে,
উহার কর্ত্তব্য যাহা অবশ্য করেছে তাহা,
হেন গুণবান হস্তী কখনো কোথাও আমি দেখিনি নয়নে!

৬২

অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত হয়েছি উহার প্রতি, অতি সযতনে
সুদুস্তর পঙ্ক হতে, উদ্ধারি এ যূথনাথে
সতদূর সম্ভাবনা যোগ্যতর যত্নসহ রাখ যথাস্থানে!"

৬৩

গম্ভীর ত্রিযামা, ঘোরতিমিরসাগরে মগ্ন অবনী-মণ্ডল,
লুকায়ে আঁধার কোলে গোপনে তস্কর দলে
হ'রে নিল ভারতের স্বাধীনতা-নিধি, করি বঞ্চনা
কৌশল!

৬৪

দেখিয়া এ শোকাবহঘটনা প্রকৃতি অতি ব্যথিত
অন্তরে!
আঁধারে আবরি কায় বিতস্তা, বহিয়া যায়
কল-কল-স্বনে যেন শোকেতে অধীর হয়ে কাঁদিছে
কাতরে!

৬৫

গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে কাঁদিছে গগন, পড়ে বৃষ্টি-অশ্রুধারা !
জলদে ঢাকি বদন কাঁদে গ্রহতারাগণ,
স্বন্ স্বন্ সমীরণ বহিছে, বিষাদে যেন কাঁদে বসুন্ধরা !

৬৬

কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন ডাকিছে ভারতী'গণে আকুল কণ্ঠেতে—
"উঠ আর্য্য বীরগণ, যায় স্বাধীনতা ধন,
অমূল্য কৌস্তুভরত্ন, তস্করে হরিয়া নিল গোপনে নিশীথে !

৬৭

ভুলি হিংসা অবিশ্বাস, ত্যজিয়া আলস্য, সবে মিলি এক প্রাণে
যবন তস্কর দলে তাড়িত করিয়া বলে,
এখনো উদ্ধার দেবসুদুর্ল্লভ, অপহৃত স্বাধীনতা ধনে !"

৬৮

পুরুরাজ বন্দিবার্ত্তা পাইলেন মহাবাহু বিজয় ধীমান !
অমনি দারুণ শোকে, আশা ভঙ্গ মনঃক্ষোভে
বাণবিদ্ধ সিংহবৎ, অচল উৎসাহশূন্য যেন হীনপ্রাণ !

৬৯

সেনাপতি, সর্দ্দার ভূপাল শৈলরাণী সহ লয়ে সেনাগণ,
শিবির সম্ভার যত যথাসাধ্য সংগৃহীত
করিয়া, বিজয়বাহু, অবিলম্বে নগর রক্ষার তরে করিলা গমন !

৭০

দুই ক্রোশ ব্যবধানে সে পাঞ্চালপুর পুরুরাজ-রাজধানী,
অপূর্ব্ব নগরশোভা মহৈশ্বর্য্যে মনোলোভা,
অনুপম রাজপুরী রক্ষিবারে ছুটিলেন বীর-চূড়ামণি !

৭১

পাঞ্চাল-নগর উচ্চ অলঙ্ঘ্যপ্রাকারে ঘেরা পরিখা-
বেষ্টিত,
প্রাচীরের বহির্দ্বারে সেনা সমাবেশ ক'রে,
গ্রীকদের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া, সবে রহিল
প্রস্তুত !

৭২

গ্রীকদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের তরে গুপ্তচরগণে
নিযুক্ত করিয়া বীর, করিলেন যুক্তিস্থির
শৈলবালা যোগনাথ সহিতে মন্ত্রণা করি, দুই চারি
দিনে

৭৩

যে প্রকারে হয়, পুরুমহারাজে গ্রীকদের কবল হইতে
উদ্ধার করিতে হবে, পুনর্ব্বার মহাহবে
পরাজিত করিয়া যবনদিগে, দেশ হতে দূরীভূত হইবে
করিতে !

৭৪

এইরূপ স্থির করি, সৈন্য-সংগ্রহের তরে হ'লেন ব্যাপৃত !
রাজ-পরিবারগণে প্রবোধিয়া সযতনে
নিদ্রাহার ত্যাগ করি, রাজার উদ্ধার তরে হলেন চেষ্টিত !

৭৫

আহত পীড়িতগণে, অতিমাত্র সুব্যবস্থামতে যতনেতে,
শুশ্রূষা করেন রাণী, দয়াময়ী দেবী যিনি,
মাতৃবৎ স্নেহভরে অকাতরে শত শত সঙ্গিনী সহিতে !

৭৬

ক্রমে নিশা অবসান, মেঘাবৃত গগনে, বিষাদে পরিম্লান
দিবাকর সমুদিত, কুজ্ঝটিকা সমাবৃত,
থাকিয়া থাকিয়া শৈত্য উশৃঙ্খল বায়ুস্রোত হয় বহমান।

৭৭

বরষে তুহিনরাশি, যেন শুভ্র ধূমপুঞ্জ উড়ে বায়ুভরে।
( সাগরপ্রবাহ প্রায় অবিরাম বহে যায়, )
দারুণ দুঃসহ শীতে জড়বৎ সর্ব্ব প্রাণী কাঁপিছে কাতরে।

৭৮

প্রহরেক দিবস ব্যাপিয়া এ তুষারবৃষ্টি হইয়া গগন
—নির্ম্মল হইল, পরে গগন উজ্জ্বল ক'রে
উঠিল জ্বলন্তসূর্য্য—দেখিয়া আনন্দধ্বনি ক'রে গ্রীকগণ।

৭৯

মহাদম্ভে পঞ্জাবশিবির বিলুণ্ঠন তরে করিল গমন,
সে আশায় গ্রীকদল সম্পূর্ণ হ'ল নিষ্ফল,
দেখিল সে সমতলপ্রান্তর পড়িয়ামাত্র রহেছে, এখন

৮০

প্রাকারের অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত শিবিরের চিহ্নমাত্র নাই,
নাই সে পটমণ্ডপ, নাই জন প্রাণিরব,
হস্তী-অশ্ব-পুরীষাদি পূর্ণ স্থানে স্থানে মাত্র দেখিল সবাই

৮১

অতঃপর সেই স্থানে মাসিডোনেশ্বর করি শিবির স্থাপন,
হইলেন বদ্ধমূল, রণশ্রান্ত সৈন্যকুল
বিশ্রাম করিতে আজ্ঞা পাইয়া আনন্দধ্বনি করে ঘন ঘন!

৮২

বন্দী মহারাজপুরু রক্ষিত প্রহরিজালে, দারুময় গৃহে
বদ্ধ, আহত পীড়িত, চিকিৎসাদি রীতিমত
হইতেছে, সাক্ষাৎ করুণাসতী গুণবতী রওসেনক *তাহে,

৮৩

সতত শিওরে বসি স্বহস্তে শুশ্রূষা তাঁর করিছে যতনে,
সহৃদয় সেকেন্দার করিতে সদ্ব্যবহার
কখনো বিমুখ নহে আহত শত্রুর প্রতি, মান্যরাজা জ্ঞানে

৮৪

রেখেছেন পুরুরাজে রাজযোগ্য বীরযোগ্য সম্মান সহিতে,
আহত বন্দী নৃপতি রোসেনার দেবীমূর্ত্তি
হেরিয়া, হেরিয়া তাঁর করুণা-অমৃতপূর্ণ-হৃদয় চক্ষেতে,

৮৫

অত্যন্ত বিমুগ্ধচিত্ত পঞ্চনদ-অধীশ্বর পুরু মহারাজ।
অসভ্য বর্ব্বর বলি যাহাদিগে দিতা গালি,
তাহাদের সভ্যোচিত সদয় হৃদয় দেখি পাইলেন লাজ!

৮৬

এইরূপে রণযজ্ঞ অসম্পূর্ণ রাখি, বীর আলেকজাণ্ডার,
কিছুদিন শ্রান্তিনাশ করিবার অভিলাষ
করিলেন, জয়োৎসবে উথলে গ্রীক-শিবিরে হর্ষ পারাবার

---

* রোসেনা আলেকজাণ্ডারের পত্নী, পারস্যরাজদুহিতা।

৮৭

চরমুখে গ্রীকবীর শুনিলেন দুর্জ্জয় বিজয়, রাণী, সর্দ্দার রাজন,

সুদৃঢ় হইয়া বলে, নগর প্রাকারতলে

অবস্থিত, করিতেছে রাজার উদ্ধার জন্য সমরায়োজন !

৮৮

শুনিয়া একথা, গ্রীক রণশ্রান্ত সৈন্যগণ উঠিল শিহরি !

রণস্থলে বিজয়েরে সে প্রচণ্ডা রমণীরে

আবার হেরিতে হবে, এই ভাবি ভীত চিত্তে রাজপদে ধরি,

৮৯

এক বাক্যে কহিল "হে দিগ্বিজয়ী মহাবীর ! ক্ষম দাসগণে

ক্রমাগত যুদ্ধ করি ইহলোক পরিহরি—

কত শত সহযোগী গেছে পরলোক, মোরা অদ্যাবধি রণে

৯০

অক্লান্ত দুর্দ্দম দৃঢ় ছিলাম, জিনিছি বহুদেশ জনপদ,

কিন্তু এই হিন্দুস্থানে হতাশ হয়েছি প্রাণে,

কন্যকার সঙ্ঘর্ষণে, জেনেছি এ অজেয় অদম্য দেশ বীরত্ব-আস্পদ !

৯১

আর মোরা পুর্ব্বমুখ অভিমুখে যাইব না জীবন থাকিতে,

বহুদিন গৃহছাড়ি হইয়াছি রণচারী,

দারাপুত্র পরিজন দেখিতে নয়নে ইচ্ছা করিয়াছি চিত্তে !

৯২

চিরবাধ্য দাসদের আশাপূর্ণ করুন অভয় দান করি,
অথবা বিচারে যাহা বিহিত, করুন তাহা,
আজ্ঞাবহ সেবকেরা অনেক করেছে, ইহা বিবেচনা
করি !"

৯৩

সংগ্রামে বিমুখ রণক্লান্ত ভীত সৈন্যদের কাতর-বচনে
দয়ার্দ্র হইয়া বীর, অভয় প্রদানি স্থির
করিলেন সে সকলে, নানা দ্রব্য পুরস্কার করি জনে
জনে !

৯৪

গুণগ্রাহী গ্রীকবীর ভারতের জ্ঞানতত্ত্ব সংগ্রহের তরে,
মহাপ্রাজ্ঞ মতিমান, সত্যসেবী মহাপ্রাণ,
মহাপ্রাজ্ঞ আরিস্ততালে সমাদরে এনেছেন সঙ্গে
করে।

৯৫

কিছুকাল শান্তিসুখ করিলা প্রয়াস বীর আলেকজাণ্ডার,
ভারতের তত্ত্বজ্ঞান রীতি ও নীতিবিধান
সিদ্ধ মহাত্মার কথা জনশ্রুতিমাত্র বোধ আছিল
তাঁহার ;

৯৬

তত্ত্বানুসন্ধানী, ধুরন্ধর, গ্রীক মহামতি আলেকজাণ্ডার,
সিদ্ধাত্মা মহাত্মাগণে, দেখিবার আকিঞ্চনে
অদ্যাবধি বহুচেষ্টা করিয়াও মনোবাঞ্ছা মিটেনি তাঁহার।

৯৭

অতঃপর মন্ত্রিবর আরিস্তুতাল প্রতি কহিলা সাদরে,
"অহো প্রাজ্ঞ মহাত্মন্ ! দণ্ডমার তপোবন
শুনিয়াছি ইন্দ্রবনসম এ ভারতভূমে সিন্ধুনদ তীরে।

৯৮

শুনিয়াছি দণ্ডমা মনুষ্য নহে নরাকারে সাক্ষাৎ দেবতা,
অতুল মহিমা তাঁর, লোকাতীত ব্যবহার,
খুলিয়া অদৃষ্টদ্বার কহিতে পারেন তিনি ভবিষ্যৎ কথা !

৯৯

অতঃপর কি আছে অদৃষ্টে মোর এই কথা জানিবার
তরে,
নিতান্ত বাসনা মনে, আনিতে সে তপোধনে
যশোধন ! সদুপায় করিয়া, কৃতার্থ মোরে করুন
সত্বরে।"

১০০

শুনিয়া রাজেন্দ্র-উক্তি কহেন ধীমান আরিস্তুতাল তখন,
"হে রাজেন্দ্র মহামতি ! তাদৃশ সাধুর প্রতি
আপনার প্রীতি, অতি প্রশংসার্হ ঔদার্য্য-গুণের নিদর্শন।

১০১

আমারো একান্ত ইচ্ছা হেরিতে সে সিদ্ধ-আত্মা, সাধু
মহাত্মারে,
তাঁহারে হেরিলে পরে পাপতাপ যাবে দূরে,
কিন্তু সেই মহামানী সহজে কি পদার্পণ করিবে,
শিবিরে ?

১০২

সংসার-বন্ধন-মুক্ত, স্বাধীন নির্ভিকচিত্ত, সিদ্ধ পুরুষেরা,
একমাত্র ভক্তাধীন, আমরা সে ভক্তিহীন
যে ভক্তি-প্রভাবে বাধ্য হইয়া আসিতে পারে আপনি
তাঁহারা !

১০৩

অতএব দূতদ্বারা তাঁহারে আহ্বান করা নহে সুসঙ্গত,
দিব্য-ভক্তি পূত মনে গিয়া তাঁর তপোবনে
রাজকীয়-বিভব গৌরব ত্যজি, হ'লে তাঁর চরণে প্রণত,

১০৪

দয়া পরবশ হয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তিনি পারেন
করিতে,
অহো ধীর মহাবলি ! ইহাই কর্ত্তব্য বলি
বোধ হয়, ক্ষতি নাই, বরং সুযশঃ খ্যাতি বাড়িবে
তাহাতে।

১০৫

হে রাজন ! সর্ব্বাপেক্ষা রাজশক্তি সম্মানেতে শ্রেষ্ঠ
সংসারেতে
কিন্তু জ্ঞান সর্ব্বোপর শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর,
সর্ব্বশক্তি প্রতিহত হইয়া, লুঠায় জ্ঞান-শক্তি চরণেতে !

১০৬

ভবাদৃশ মহাবলী ভুবনবিজয়ী রাজরাজেশ্বরগণ,
জ্ঞানীর সম্মান তরে উপযুক্ত এ সংসারে,
ইথে রাজসম্মানের লাঘব না হয়ে, বৃদ্ধি হয় বিলক্ষণ !"

১০৭

শুনি প্রাজ্ঞ মন্ত্রিবাক্য আলেকজাণ্ডার অতি প্রসন্ন অন্তরে,
কহিলেন "মহাত্মন্! পূজ্যতম জ্ঞানিগণ
তাহাতে সন্দেহ নাই, জ্ঞানের গৌরব অতিশ্রেষ্ঠ এ
সংসারে।

১০৮

তথাপি দ ণ্ডমাচার্য্য কিরূপ মানব, তাঁর প্রকৃতি কেমন,
অগ্রে জানা সুবিহিত, প্রলোভনে বশীভূত
করিয়া এখানে আনা যায় কি না তাঁরে দূত করিয়া
প্রেরণ—

১০৯

জানা যা'ক তথ্য তার, অসাধ্য হইলে পরে যাইব আপনি,
* অহো প্রাজ্ঞ মহাশয়! ইহাই সঙ্গত হয়,
সে অজ্ঞাত-কুলশীল তপস্বীর মতিগতি, কিছুই না জানি!

১১০

সহসা তাদৃশ স্থলে মাদৃশ জনের যাওয়া নহে সুবিহিত.
অতি কূট রাজনীতি, পদে পদে শত্রুভীতি,
কি জানি কাহার মনে আছে কি উদ্দেশ্য, অগ্রে জানা
সুসঙ্গত!"

১১১

এত বলি রাজদূত এনেসিক্রীতসে ডাকি কহিলা রাজন,
"আন সেই আচার্য্যেরে, বান্ধিয়া শ্রদ্ধার ডোরে,
তবে তব ক্ষমতা বুঝিব, দূতবর! শীঘ্র করহ গমন।

* আরিস্ততাল আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ও অমাত্য ছিলেন।

১১২

যে প্রকারে পার, সেই সিদ্ধ পুরুষেরে মোরে করাও দর্শন।
হেরিতে সে মহাত্মারে ব্যাকুল আছি অন্তরে,
ভবিষ্যৎ জানিবারে একান্ত কৌতুকাক্রান্ত হয়েছি, এক্ষণ

১১৩

যাও তুমি সিন্ধুতীরে মহাত্মা দণ্ডমাশ্রমে, বিশিষ্ট বিধানে
—বুঝায়ে সে যোগিবরে আনিতে পারিলে পরে,
দিব্য রাজপুরস্কারে তোষিব তোমারে, উচ্চ গৌরবসম্মানে

১১৪

—হবে সম্মানিত ধীর" শুনি এনেসিক্রীতস্ রাজদূতবর
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি, অশ্বে আরোহণ করি
চলিলা দণ্ডমাশ্রমে, অতিমাত্র কৌতূহল-পূর্ণিত অন্তর !

ইতি আর্য্যসঙ্গীত জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে গুপ্ত-অভিযান
নাম নবম সর্গ।

# দশম সর্গ।

১

যথাকালে মহারাণী শুনিলা দারুণ বাণী
প্রাণপুত্র নিহত সমরে।
অস্ত্রাহত হতজ্ঞান, আছে কি না আছে প্রাণ,
প্রাণপতি বন্দী কারাগারে।

২

কুসুমলতিকা'পরে বজ্রাঘাত! একেবারে
জ্ঞানশূন্য হইয়া অমনি,
ছিন্নমূল বৃক্ষাকারে রাণী আছাড়িয়া পড়ে,
ধরে গিয়া যতেক সঙ্গিণী।

৩

শোকোচ্ছ্বাস উথলিয়া, অন্তঃপুর ভাসাইয়া,
অতি বেগে ব্যাপিল সকল!
পাঞ্জাব নগরময় বিষাদতরঙ্গ বয়
হায় হায়! সকলি নিষ্ফল!

৪

মহাশোকে মহারাণী, হইলেন পাগলিনী,
বাণবিদ্ধ হরিণীর প্রায়
ক্ষণে দৌড়ে উভরড়ে ক্ষণে আছাড়িয়া পড়ে,
ধরাতলে সবেগে লুঠায়!

৫

বেগে উঠে বৈসে ক্ষণে, কপালে কঙ্কণ হানে,
ভাসিতেছে রুধির ধারায়,
ধূলিধূসরিত কায়, মুখে মাত্র হায় হায়!
নৈরাশ্যে সকল দিকে চায়!

৬

স্খলিত সুবেশবাস, মুক্ত কৃষ্ণকেশ-পাশ
আত্মনাশ করিবারে ধায়,
বিবিধ প্রবোধ দিয়া সখীগণ ধরে গিয়া
কত মতে বুঝায় তাঁহায়!

৭

নানা উপায়ের পরে, ধৈরজ ধরি অন্তরে,
বিলাপ করেন সুলোচনা, *
মৃতবীরপুত্রস্মৃতি, প্রাণপতি দেবমূর্ত্তি
হৃদয়েতে করিয়া স্থাপনা!

৮

শিরে করাঘাত করে কাঁদে রাণী উচ্চৈঃস্বরে
"হায় পুত্র! তোরে না দেখিয়া
কেমনে বাঁচিয়া রব? সখীরে, গরল খাব
সহেনা রে, পুড়ে যায় হিয়া!

৯

আর কেন বাঁচিবারে বারম্বার বল মোরে?
বেঁচে আর কিবা আছে ফল?
এমন গুণের নিধি পুত্রে কেড়ে নিল বিধি,
পতিপদে বান্ধিল শৃঙ্খল!

---

* পুরুরাজ পত্নী।

১০

হায়রে কপাল মোর! হায়রে বিধাতা! তোর
আশা কি মিটেছে এইবারে?
একমাত্র পুত্রধনে কেড়ে নিলি কি কারণে?
কি পাপ করেছি এ সংসারে?

১১

হায় পুত্র গুণনিধি! তোমার শৈশবাবধি
খেলা-ধূলা পড়িছে মনেতে,
সেই সুধামাখা হাসি সেই সে বদনশশী
আমি যে রে পারি না ভুলিতে!

১২

সেই সে অমৃতজিনি, তোমার অমৃতবাণী
হৃদয়েতে জাগিছে আমার!
সেই সে নধরকায় নবনীগঠিত প্রায়
সুকুমার মূরতি তোমার,

১৩

সেই কর্ণ সেই নাসা সেই চক্ষু ভাসা ভাসা
কমলপলাশসমতুল।
সেই কুন্দদন্তপাঁতি রজতনিন্দিতভাতি,
চাঁচরচিক্কণ চারুচুল।

১৪

সেই সে বান্ধুলীসম ওষ্ঠাধর অনুপম
অলক্তলোহিত পাদ পাণি,
সে প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, প্রশস্ত ললাটোজ্জ্বল
সুবাহু করভশুণ্ডজিনি!

১৫

সমস্ত হৃদয় মাঝে মুদ্রিত হইয়া আছে
কি প্রকারে ফেলিব মুছিয়া ?
ক্ষণমাত্র না দেখিলে, সংসার শ্মশান ব'লে
মনে হ'ত, তোমার লাগিয়া

১৬

হইতাম পাগলিনী, রে পুত্র নয়নমণি !
তোরে কি রে পাইবনা আর ?
আর কি তোষিতে মারে মা বলি ডাকিবি নারে
গৃহে ফিরি আসিবিনা আর ?

১৭

এমত হতেছে মনে মিলি সহচরগণে
বাছা মোর গিয়াছে ভ্রমণে,
এখনি সময় হলে, বেড়ায়ে আসিবে ছেলে
মা বলিয়া জুড়াবে পরাণে !

১৮

যে দিকে ফিরাই আঁখি বাছারে নয়নে দেখি,
কিসে চিহ্ন না আছে তাহার ?
শয্যা বস্ত্র অলঙ্কার, কত দ্রব্য খেলিবার,
পড়িবার গ্রন্থ স্তুপাকার !

১৯

স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র, শিল্পাদি অতি বিচিত্র,
কবিতা কলাপ সুরচিত,
কত যে রয়েছে তার, নহে মুছে ফেলিবার !
কিসে তা'রে হইব বিস্মৃত ?

২০

অশেষ গুণের খনি, মোর সে নয়নমণি
বাল্যাবধি দক্ষ নানা কাজে,
আজন্ম তেজস্বীবীর শিক্ষিত সুশীলধীর
বরণীয় বীরেন্দ্রসমাজে !

২১

তা'র যে তুলনা নাই, কোথা গেলে তারে পাই,
কে বলিয়া দিবে তা' আমারে ?
খুঁজিয়াছি সব ঠাঁই সে আর কোথাও নাই,
গিয়াছে সে দূর স্বর্গপুরে !

২২

প্রাণ বৈজয়ন্ত মোরে, ভাসাইয়া সুদূস্তরে
নিজ স্থানে গিয়াছে চলিয়া,
শচীর নন্দন সেই ছলিবারে মর্ত্তে যেই
এসেছিল, গিয়াছে ছলিয়া !

২৩

হায়রে প্রাণকুমার ! কি তোরে কহিব আর ?
কি কহিব বিধির বিধানে ?
কোথা হে জীবিতেশ্বর মহারাজরাজেশ্বর !
দেখা দিয়া বাঁচাও জীবনে।

২৪

যা'র আশা করেছিলে যারে চাহি বেঁচেছিলে
সে আর নাহিক ধরা'পরে,
বন্দী আছ কারাগারে কে আর সংগ্রাম ক'রে
উদ্ধারিবে সঙ্কটে তোমারে ?

২৫

হায় নাথ! কোথা আছ, জানি না কি করিতেছ
জীবিত কি আছ এত ক্ষণ?
উহু! আর বাঁচি নারে, সখীরে সত্বর ক'রে
মরণের কর আয়োজন!

২৬

দাওরে সত্বর করে, চিতানল সজ্জা ক'রে
প্রবেশিয়া মরিয়া বাঁচিব;
কি জানি কখন হায়! কি কথা শুনিতে হয়,
এই বেলা জীবন ত্যজিব!

২৭

হায় নাথ! কারাগারে মৃতপ্রায় আছ পড়ে
শত্রুকরে ভোগিছ লাঞ্ছনা,
পুত্রশোক বজ্রাঘাতে বেঁচে কি আছ প্রাণেতে?
কতই না পেতেছ যন্ত্রণা?

২৮

সেই নিদারুণ স্থানে কে আছে, তোমার পানে
নিরখিতে করুণনয়নে?
বুঝি ক্ষুধা পিপাসায় হইয়াছ মৃতপ্রায়;
কিম্বা নাথ! ত্যজেছ জীবনে?

২৯

হায় হায়। কি করিব, কাহার স্মরণ লব,
এ বিপদে করিবে উদ্ধার?
এমন যে কেহ নাই দাঁড়াব তাহার ঠাঁই,
কে বুঝিবে বেদনা আমার?"

৩০

এইরূপে নানা ছাঁদে, রাণী সুলোচনা কাঁদে
দু'নয়ন ঝরে ঝর ঝর,
সমুদয় পৌরজন, প্রিয় সহচরীগণ,
জনে জনে বুঝায় বিস্তর !

৩১

সহসা সম্মুখ দেশে, "মা !" বলি দাঁ'ড়াল এসে.
কে ও দু'টী পূর্ণেন্দু উদিল ?
বিষাদতিমিরে হেন কৌমুদী হাসিল যেন !
সুলোচনা চমকি চাহিল !

৩২

দেখিলা নয়নে যাহা অন্তরে প্রবেশি তাহা
মর্ম্ম-স্পৃষ্ট হইল বেগেতে !
রাণী হতবুদ্ধি প্রায় ভাবশূন্য নেত্রে চায়,
কিছু মাত্র না পারে বুঝিতে !

৩৩

বিজয় ও শৈলবালা, প্রকোষ্ঠ করিয়া আলা,
দাঁড়াইয়া রাণী সন্নিধানে,
"মা" বলি সম্বোধি তাঁরে, সাদরে প্রণাম ক'রে
বন্দিলেন বিবিধ-বিধানে !

৩৪

মাথার মুকুট খুলে মহারাণী পদতলে,
দুইজনে করিয়া স্থাপন,—
যুক্ত করি পাণিতলে সে বীরদম্পতি বলে—
—"মা ! তুমি গো করোনা রোদন।

৩৫

আমরা ক্ষত্রিয়জাতি, সমরে মরণ অতি
সুমহান গৌরব মোদের !
যে জন সংগ্রামে মরে, সে যায় বৈকুণ্ঠপুরে,
রণে মরা রীতি আমাদের !

৩৬

তোমার সে বীরপুত্র, অজস্র নাশিয়া শত্রু
বাহুবল প্রকাশি অতুল—
সমরে মহাশয়ান হইয়াছে, মহাপ্রাণ
বীর অভিমন্যুসমতুল !

৩৭

তব পুত্র ধরা মাঝ করিয়া বীরের কাজ
করিয়াছে বীরমৃত্যুলাভ,
এ ভৌতিককায়া ফেলি স্বর্গেতে গিয়াছে চলি,
ত্যজ মাগো ! শোক-অনুতাপ।

৩৮

বীর পতিপুত্র যাঁর, এরূপ কি সাজে তাঁর ?
উঠ মাগো বান্ধহ হৃদয়ে ;
কেবা না আছে তোমার, আমরা আবার কা'র ?
যা' চাহ সাধিব প্রাণ দিয়ে !

৩৯

তোমার সে বীরপতি যদিও বন্দী সংপ্রতি
কিন্তু তা'র কি আছে ভাবনা ?
সে গ্রীক্ বর্ব্বরগণে, আমরা কি গণি, রণে ?
তস্করেরা করিয়া ছলনা,

৪০

করিয়াছে যেই কাজ, না করিয়া কালব্যাজ
প্রতিফল দিব হাতে হাতে !
যবন তস্করগণে সমূলে বিনাশি রণে
সেকেন্দারে বাঁধি শৃঙ্খলেতে,

৪১

আনিদিব উপহার করো যা' ইচ্ছা তোমার
মহারাজে বিজয়গৌরবে
করিয়া মা বিভূষিত, আনিতেছি ত্বরান্বিত
পূর্ণ হয়ে যশের সৌরভে !"

৪২

শুনি এ অমৃতবাণী কহে সুলোচনা রাণী,
—"কেবা বাছা তোমরা দুজনে ?
দেখে হেন মনে হয় তোমরা মানুষ নয়,
শচী বুঝি দেবেন্দ্রের সনে

৪৩

—এসেছ, এ অভাগীরে প্রবোধ দিবার তরে ?
ধন্য আমি, ভাবনা কি আর ?
হে দেব, হে দেবি ! মোরে এ দুস্তর পারাবারে
শীঘ্র করি করহ উদ্ধার।"

৪৪

শুনিয়া রাণীর বাণী, কহে বীরচূড়ামণি
গুণমণি বিজয়-সুন্দর,
"মা ! মোরা দেবতা নই তোমারি সেবক হই,
সংগ্রামেতে যুঝিনু বিস্তর !

৪৫

গ্রীকদিগে মহারণে, জিনিলাম দুইজনে,
প্রাতে হবে শিবিরলুণ্ঠন ;
সহসা নিশীথকালে গোপনে তস্কর-দলে
ঘটাইল বিষম ঘটন !

৪৬

মত্ত হয়ে জয়োল্লাসে কাটা'লাম ভ্রান্তিবশে,
না জানিনু কি হ'ল কোথায় !
হেলায় ডুবিল ভেলা এসব বিধির খেলা,
অনুতাপে প্রাণ পুড়ে যায়।

৪৭

মা ! মোরা দেবতা নই, তোমারি সন্তান হই
তক্ষশীলা-রাজপুত্র আমি,
বিজয় আমার নাম, এই যে নারীললাম,
ইহাঁরে কি চিননা মা তুমি ?

৪৮

শৈলবালা এঁর নাম কেকয়রাজ্যেতে ধাম,
রাজা ভীমসিংহের দুহিতা।
মোরা আর কেহ নই তোমারি সেবক হই,
শুননি কি আমাদের কথা ?"

৪৯

শুনি বিজয়ের বাণী ব্যগ্র হয়ে মহারাণী
সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।
কহিলেন স্নেহভরে, বাছারে ! বাঁচালি মোরে
হেরি দোঁহে হৃদয় জুড়া'ল !

৫০

তোমা দোঁহে ভাল মতে জানি বহুদিন হ'তে,
শুনিয়াছি সব বিবরণ,
আমি ভেবেছিনু মনে তোমরাও মহারণে
শত্রুকরে ত্যজেছ জীবন !

৫১

ধন্যবাদ মহেশ্বরে ! তোমরা আছ সংসারে,
আর মোর ভাবনা কি আছে ?
যাও বাছা ত্বরা-ত্বরি, রাজাকে উদ্ধার করি
আন এ অভাগী মা'র কাছে !

৫২

বৈজয়ন্ত শত্রু ছিল, ছলিয়া চলিয়া গেল,
এবে তোমরাই সব মোর।
তোমাদের মুখচেয়ে আশ্বাসে বাঁধিয়া হিয়ে
রহিলাম সংসার ভিতর !

৫৩

বাছারে ! ভুলিও নারে, দেখ অভাগিনী মা'রে
কহিলা যা' কর ত্বরা ক'রে.
ক্ষত্রিয়ের ব্রত ধর, প্রতিজ্ঞা পালন কর,
লভ খ্যাতি ত্রিভুবন জুড়ে !

ইতি আর্য্যসঙ্গীত জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে বিলাপনাম
দশম সর্গ।

# একাদশ সর্গ।*

১

উত্তাল তরঙ্গে ভীম রঙ্গ-ভঙ্গে
সিন্ধু অভিমুখে ধায় সিন্ধুনদ ;
তুলি শ্বেতপক্ষ উড়ে লক্ষ লক্ষ
তরণী বহিয়া বাণিজ্য-সম্পদ।

২

দু'ধারে অগণ্য প্রদেশ অরণ্য
গিরিদুর্গ গ্রাম নগর প্রান্তর।
আহা মরি মরি! প্রকৃতি সুন্দরী
পূর্ণযৌবনেতে গম্ভীর নধর!

৩

অদূরে গম্ভীর অরণ্য, নিবিড়
নীলিলতা লীলাস্থলী চিত্তহরা,
শাল ও পিয়াল, অশোক তমাল,
রসাল দাড়িম্ব, বেদানা, পেয়ারা,

৪

হর্ত্তকি বহরা বখরাণ† সোহারাঙ্গ‡
বাদাম, খর্জ্জুর, নারিকেল, কুল,
লুকাটবকুল, পিচ় কেঁদ, মৌল
গুবাক, গোলাপজাম, জামরুল,

* এই সর্গে এমত অনেক বৃক্ষলতা ও জন্তুাদির বর্ণনা আছে, যাহা হিমালয় দেশে জন্মায় না। কিন্তু মহানুভব পাঠক মহাশয়দের বিবেচনা করা উচিত যে সিদ্ধাশ্রম, সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক মহিমাবলে এরূপ সর্ব্বদেশসুলভ বৃক্ষলতা জন্তুাদি সিদ্ধারণ্যের শোভা বৃদ্ধি করিবে ইহা অসম্ভাবিত নহে।

† আলুবখরা। ‡ কাবুলী ফল বিশেষ।

৫

পেস্তা ও আঙ্গুর, খোর্ম্মা সুমধুর,
ফল্সা, জলপাই, লিচু ন্যাসপাতি,
করঞ্চা নোয়ার, সৎসার, বোহার,
আম্রাত্, কামরাঙ্গা, লেবু নানাজাতি,

৬

সুমধুর আতা, তিন্তিড়ি, চালিতা,
কয়েত, আঁকর আকন্দ সেওড়া।
জিউলি, সাজিনা, পিপ্লি ও সোনা,
নোনা আতা, বেণু বেতসের বেড়া।

৭

বকুল সোন্দাল, গুন্দুর গান্ধাল
গাব, চাল্তা, তাল, তেরিত, বাসক,
মান্দার, ডুমুর, কুটজ, কর্পূর,
হিঙ্গু ও হিন্তাল, পলাশ অশোক!

৮

চন্দন সেগুণী, আবলুস্ মেহগনী
বক্স হুগনী মুর্গ শিশুবন জাম,
দীর্ঘ দেবদারু চলদল তরু,
ঘটশ্যাম বট নয়নাভিরাম!

৯

শমী ও খদির, শ্রীফল, জম্বীর,
পনস কদলী পেঁপে সুমধুর;
সংখ্যা নাই কত তরুলতা যত
বিবিধ ওষধি শষ্প সুপ্রচুর!

১০

গামার পারুল, শিরীষ, জারুল,
ছাতিম শাল্মলী আসন আম্লকি,
আজন অর্জ্জুন, ভেলা ঝাউতুণ,
বক ও কদম্ব, কাঞ্চন, ধাধুকি,

১১

কেতকী টগর, চাঁপা নাগেশ্বর,
গন্ধরাজ জাতি, মল্লিকা যুথীকা,
গোলাপ চামেলি, মালতী সেফালি
মাধবীনিকুঞ্জ কুসুমবীথিকা !

১২

দ্রাক্ষা ও লবঙ্গ ইঙ্গুদি পিয়ঙ্গ
এলাচি মরিচি, জৈত্র, জায়ফল ।
বৃক্ষলতা যত কহিব তা কত
পত্রপুষ্প ফলে করে দলমল !

১৩

বসন্ত সমীরে উড়িতেছে ধীরে,
পুষ্পমধুরেণু্ গন্ধ মনোমদ,
মধুব্রতকুল সৌরভে আকুল
—হয়ে ফুলে ফুলে করিছে আমোদ !

১৪

ক'রে মধুপান গুণ্ গুণ্ গান,
গাহিতেছে দিক্ ভাসা'য়ে উচ্ছ্বাসে,
কোকিল পাপিয়া কুহরে মাতিয়া
নাচে বিনোদিয়া ময়ুর উল্লাসে !

১৫

নানা জাতি পাখী, আলোড়িয়া শাখী
ফল ফুল মধু খায় আর গায়,
অদূরে মধুরে কলকল স্বরে
গিরিনির্ঝরিণী গায়, বহে যায়।

১৬

ঝর ঝর ঝরে ঝরণা ঝর্ঝরে,
যেন রত্নফল পড়ে স্তরে স্তরে!
গলিয়া সে ফল হইতেছে জল,
বহে কল্‌কল্‌ তরঙ্গ মন্থরে!

১৭

সিংহ ব্যাঘ্র আর ভল্লূক গণ্ডার,
মাতঙ্গ মহিষ, বরাহ হরিণ,
ফিরে ইতস্ততঃ সংখ্যা নাই কত
শত শত শাখামৃগ, শঙ্কাহীন

১৮

ফিরে ডালে ডালে, ডাকে ঘোর রোলে
উল্লু, এই-এই, সল্লকী, মার্জ্জার,
চামরী গোধন অজা মেষগণ
চরে অগণন, এ সব কাহার?

১৯

কাহার শাসনে কিম্বা কার গুণে
ভুলি হিংসাদ্বেষ সবলে দুর্ব্বলে,
ফিরে বনস্থানে সদানন্দ মনে
বাঁধা পরস্পর প্রীতির শৃঙ্খলে?

২০

এ নহে সামান্য দণ্ডমা-অরণ্য
দণ্ডমা-আচার্য্য আশ্রম-বিপিন,
ঐ যে অদূরে নির্ঝরিণী তীরে
ভূধর গহ্বর দ্বারে, সমাসীন

২১

দিব্য শিলা'পরে, বিজনে গম্ভীরে
অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তপোধন,
নিষ্ঠা সুপ্রবল, স্থির অবিচল—
ভাবেতে ভাবেন অনন্ত কারণ !

২২

দীর্ঘ শ্মশ্রুশ্যাম, শিরে জটাদাম,
অতি অনুপম প্রশস্ত কপাল,
স্ফূর্ত্তি ঢল ঢল চারু গণ্ডস্থল
ব'হে পড়ে প্রেমধারা মুক্তাজাল !

২৩

জিতশোকতাপ, সুখদুঃখপাপ
স্পর্শিতে পারেনা ও পাবকরাশি,
সূর্য্য সমপ্রভা বদনপ্রতিভা
আলোকে অরণ্য তমোরাশি নাশি !

২৪

যোগীর শ্রীঅঙ্গ নির্ম্মুক্ত উলঙ্গ
কমলসঙ্কাশ শ্বেতসুদর্শন,
যেন কৈলাসেতে মহা তপস্যাতে
নিমগ্ন ধূর্জ্জটী হেন লয় মন !

২৫

বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ ক'রে
চাহিলা তপস্বী ; অমনি তখন,
এক শ্বেতকায় করিয়া বিনয়
কহে "আমি গ্রীসদেশী একজন,

২৬

এনেসিক্রিতস্ নাম, হে তাপস !
শুনি তব যশঃ মাসিডোনপতি,
যিনি বাহুবলে এই ভূমণ্ডলে
করি অধিকার, ভারতে সংপ্রতি

২৭

শাসিতে সবলে সহ সৈন্যদলে
এসেছেন, সেই দিগ্বিজয়ী বীর
এই লিপিখানি দিয়া অহে জ্ঞানি,
পাঠায়েছে তব কাছে মোরে ধীর !"

২৮

আহা শ্বেতকায় গন্ধর্ব্বের প্রায়
দণ্ডমা-আশ্রম নিভৃতকুঞ্জেতে,
বান্ধি অশ্ব গাছে, দণ্ডমার কাছে
দাঁড়ায়ে, অবাক বিহ্বল ভাবেতে

২৯

দেখিলা, অরণ্য হাসিতেছে, যেন
ভাসিতেছে ব্রহ্মজ্ঞানের সাগরে।
মৃগ-পক্ষি-প্রাণী গিরি-নির্ঝরিণী
বৃক্ষ-লতা পুষ্প মত্ত প্রেমভরে।

৩০

মহাভীম বায়ু বহিয়া নিয়ত
  মহারণ্য ক্ষুব্ধ হইবারে পারে,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দণ্ডমা-আশ্রমে
  বার মাস ধীর সমীর সঞ্চরে।

৩১

বারমাস বনকুসুম সম্পত্তি
  সম্ভোগ করিয়া থাকে মধুকর
বারমাস গায় মত্ত বিহঙ্গেরা
  বারমাস শ্যামশাখে পিকবর

৩২

গায় মধুস্বরে ভাসায়ে কান্তারে,
  পাপিয়া পরাণ খুলি উচ্চস্বরে
পিও পিও গানে উদাস গগনে
  ভাসায় ভাবের স্বপন-পাথারে!

৩৩

দেখি বনশোভা দণ্ডমার প্রভা
  ভক্তিপুলকিত প্রাজ্ঞ সিক্রিতস,
কহিল বিনয়ে দণ্ডমার প্রতি—
  "অহে প্রাজ্ঞ জ্ঞানপ্রবুদ্ধ তাপস!

৩৪

আলেকজাণ্ডার দেখিতে তোমার
  অপার-গভীর জ্ঞানের মহিমা,
দেখিতে তোমার ঔদার্য্য-অপার
  অতীব সচেষ্ট আছেন, দণ্ডমা!

৩৫

দেখ পত্র পড়ি চল কৃপা করি,
দেখিলে তোমারে মাসিডোনপতি,
হয়ে প্রীতমন পূজিবে চরণ
তপোধন ! তবে চলুন সংপ্রতি !”

৩৬

এইরূপ বলি পত্র দিল ফেলি
দণ্ডমা সযত্নে লয়ে তাহা খুলি
কৌতুক অন্তরে পড়িলেন ধীরে,
লিখাছিল তাহে এই কথাগুলি,—

৩৭

“সভ্য গ্রীসদেশ জানেন বিশেষ
বহু তত্ত্বজ্ঞানী জন্মেছে সেখানে,
প্রাজ্ঞ পিথাগ্রাস্, জ্ঞানী ডায়োজিনাস্,
সক্রেটাস্ আদি মহামতিগণে

৩৮

বহুল দর্শন করি প্রণয়ন
বহু বিষয়িণী সেধেছে উন্নতি,
কিন্তু এদেশের পূজ্য আর্য্যদের
জ্ঞানের অদ্ভুত মহিমা-সুখ্যাতি

৩৯

—শুনিয়া শ্রবণে, কৌতূহল মনে
জানিতে বিশেষ হয়েছে বাসনা,
কৃপাকরি দাসে আসিয়া সকাশে
বুঝায়ে বিশেষ দাও মহামনা।

৪০

আর্য্য জাতিদের দর্শন শাস্ত্রের
মহিমা বুঝিতে হয়েছে বাসনা,
জাতীয় আচার, রীতি ও ব্য'ভার,
ধর্ম্ম-রাজনীতি, জ্যোতিষ গণনা,

৪১

বুঝাইতে মোরে অন্যে নাহি পারে,
শুনিয়াছি দেব! সর্ব্বজ্ঞ আপনি, *
অহে জ্ঞানসিন্ধু দিয়া সুধাবিন্দু
এ তৃষ্ণার শান্তি সাধুন আপনি।

৪২

আর্য্য তত্ত্ব-জ্ঞান-সুধা করি পান,
যুড়ায় যদ্যপি এ তপ্ত অন্তর,
তাহা হ'লে পরে নির্ভর-অন্তরে,
হব তব শিষ্য, ওহে তপোধন!"

৪৩

পড়িয়া লিখন কহে তপোধন
মধুর-গম্ভীর-জলদ নির্ঘোষে,
"জানি গ্রীস দেশ, সুসভ্য বিশেষ,
বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আছেন সে দেশে,

৪৪

তাঁ'রা বুদ্ধিমান, জ্ঞানী সুবিদ্বান
কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান, সংসারেতে
লৌকিক আচার ব্যভারে আবদ্ধ,
ইহাও নিশ্চয় পেরেছি বুঝিতে!

* পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতে দণ্ডমাচার্য্যের অধিকার ছিল।

৪৫

প্রকৃতির সত্য-সরল-নিয়ম
আলোচনা করি, দিব্যতত্ত্বজ্ঞান
লভিতে এখনো পারেনি তাঁহারা,
এই ত সাক্ষাতে তাহার প্রমাণ—

৪৬

সংসার-নির্ম্মুক্ত উলঙ্গ আমরা,
ভ্রমি বনে, বন-ফল-মূল খাই,
শোক-দুঃখ-পাপ-তাপ, তৃণবৎ
তত্ত্বজ্ঞান-অগ্নি জ্বালিয়া পোড়াই!

৪৭

গ্রীসীয় জ্ঞানীরা নহেক স্বাধীন,
না ছাড়ে সংসারমমতা, মোহেতে
শোকদুঃখজরামরণের সেবা
করেন আজন্ম বদ্ধহৃদয়েতে!

৪৮

যে দেশে মতের নাই স্বাধীনতা,
ধর্ম্মরাজ্যেশ্বর দেশ-অধিপতি,
নির্ম্মুক্ত সত্যের কুসুম সেখানে,
—ফুটে কি কখন অহে দিব্যমতি?

৪৯

আমাদের দেশ-অধিপতিগণ,
জ্ঞানীর আজ্ঞায় পালেন প্রকৃতি,
জ্ঞানীর স্বাধীনমতের-পাদুকা
অবনত মাথে বহেন নৃপতি!

৫০

নিত্য নিত্য নব নব সত্যপুষ্প
ফুটিয়া পৃথিবী মাতায় সুগন্ধে,
নির্ম্মল পুণ্যের অমিয়-প্রমত্ত
সাধু-পিকরাজ গায় প্রেমানন্দে !

৫১

তোমাদের জ্ঞানী রাজার আজ্ঞায়
বিষপানে প্রাণ ত্যজেছেন শুনি ?
আমাদের দেশে জ্ঞানীর আদেশে
রাজাদের প্রাণ দণ্ড হয় জানি !

৫২

আর্য্যদের অনুশাসনের গুণে
হিংসা কি মাৎসর্য্য নাই এই দেশে,
পররাষ্ট্রলোভী তস্কর এথায়
নাই কোন জন, আপনার বাসে

৫৩

বসি আপনার ন্যায়লব্ধ রাজ্য
ভোগ করে সুখে রাজন্য মণ্ডল,
নাই রাজ্যলোভী দিগ্বিজয়ী দস্যু,
আছে কিন্তু শৌর্য্য-বীর্য্য বাহুবল !

৫৪

অহে দূতবর ! আলেকজাণ্ডার
পররাষ্ট্রলোভী দস্যু একজন,
অনিত্য অসার বাহুবলে যাঁ'র—
গতি-মুক্তি-জ্ঞান, করিয়া পীড়ন

৫৫

বিদেশীয়গণে দলিবে চরণে—
এই কৰ্ম্ম এই ধৰ্ম্মনীতি তাঁর,
ত্যাগীদের ধৰ্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞানমৰ্ম্ম,
কি বুঝিবে সেই আলেকজাণ্ডার ?

৫৬

দিগ্বিজয়ী বীরে ব'ল দণ্ডমারে
লইয়া যাইতে সাধ্য নাই তাঁর,
তাঁহার সকাশে যা'ব কোন্ আশে ?
তাঁরে শিষ্য করি কি হবে আমার ?

৫৭

এসেছে সেজন করিতে লুণ্ঠন
সেই কাৰ্য্য করি সদা হৃষ্ট মন !
এ বড় অদ্ভুত কি হবে হে দূত !
দেখাইয়া সেই অন্ধেরে দর্পণ ?"

৫৮

দণ্ডমার কথা শুনি রাজদূত
কহিল "হে হিন্দু তাপসপ্রধান !
তত্ত্বজ্ঞানহীন নহে গ্রীসদেশ
ইতিহাস তার অমোঘ সপ্রমাণ !

৫৯

শত শত সত্য-তত্ত্ব-পরায়ণ
মহাপুরুষেরা জন্মেছে সেখানে,
সেই মহাজ্ঞানিগণের কাহিনী
বিবরিয়া বলা বাহুল্য এক্ষণে !

৬০

এক সক্রেটীস্ জ্ঞানবলে গ্রীস

পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত উন্নত,

কে আছে এমন হেন মহাজন

তাঁর সম কীর্ত্তিকুশল বিখ্যাত ?

৬১

সত্যের কারণে তৃণবৎ প্রাণে

করিলেন ত্যাগ, সেই জ্ঞানিবর !

তাঁর বিবরণ শুনি কোন্ জন

না হবে বিস্ময়স্তম্ভিত অন্তর ?

৬২

বহু জ্ঞানি গুণি প্রসবিনা গ্রীস

মহাবীরদের জননী, পৃথ্বীতে

কোন্ দেশ নহে তাহার অধীন ?

সমস্ত সম্ভুক্ত গ্রীক সাম্রাজ্যেতে !

৬৩

পৃথিবীবিজয়ী জ্ঞানী, মহাবীর

মহারাজ রাজরাজেশ্বর যিনি,

পুণ্যাত্মা জানিয়া ডেকেছে তোমারে

এমন সুযোগ ছাড়ে কোন জ্ঞানী ?

৬৪

জুপিতর কিম্বা ঈশ্বরের পুত্র

রাজ-ধুরন্ধর আলেকজাণ্ডার,

যাহা ইচ্ছা তিনি পারেন করিতে

ভূমণ্ডলে সেই অজেয় দুর্ব্বার !

৬৫

ছাড়ি এ প্রবৃত্তি চলুন তথায়
লভিবেন লোক-সুদুর্ল্লভ বর,
ভূমণ্ডলে যাহা মহার্ঘ্য, দুষ্প্রাপ্য,
এরূপ প্রসাদ দিবে বীরবর।

৬৬

তাহা না করিয়া পরুষবচনে
উপেক্ষা যদ্যপি কর মহাবীরে,
হয়ে ক্রোধপর রাজরাজেশ্বর
বধিবে তোমারে ক্রুশে বিদ্ধ করে

৬৭

দণ্ডমা-আচার্য্য, মৃদু হাসিয়া প্রশান্তভাবে কহিলা তখন,
—হে দূত! পণ্ডিত তুমি তব বাক্যে তুষ্ট আমি,
কিন্তু বৎস! জ্ঞান তব তড়াগনিবদ্ধ স্বল্পসলিল যেমন!
তা'নাহলে কি কারণে রাজপ্রসাদের লোভ কর প্রদর্শন?

৬৮

রাজ-পাত্র-মিত্র পক্ষে হর্ম্ম্য, রত্ন, উচ্চপদ পার্থিবাধিকার
হতে পারে সুখাবহ, সুখী হয় হৌক কেহ,
বনবাসি-সন্ন্যাসীর কি কাজ তাহাতে, বৎস! রাজ-পুরস্কার
তোমাদেরি উপযুক্ত, আমাদের জন্য নিত্য মুক্ত স্বর্গদ্বার

৬৯

তুমি যে বলিলে রাজা আলেকজাণ্ডার প্রিয় পুত্র ঈশ্বরের,
একথাও সত্য নহে, জ্ঞানীরা ইহা কি কহে?
সন্তান-সন্ততি-গৃহ-অর্থ-সামর্থ্যাদি যাহা আছে মানবের,
সে সব কিছুই নাই, ঈশ্বরের ভাবরূপ অজ্ঞাত জীবের!

৭০

নিরাকার, নির্ব্বিকার, চৈতন্যস্বরূপ, পরব্রহ্ম সনাতন,
তোমার আমার মত নহে বৎস কদাচিত্ত,
অজ্ঞানমানব নিজ প্রকৃতির সংস্কারে বলে যাহা মন।
সেই বিশ্বপতি, সর্ব্ব বিশ্বের জনক, বিশ্ব করেন পালন!

৭১

স্থাবর-জঙ্গম-কীট-পতঙ্গ হইতে দেব-গন্ধর্ব্ব-মানব
সকলেই পুত্র তাঁর, শুদ্ধ রাজা সেকেন্দার
সর্ব্বেশ্বর জুপিতর-প্রিয় পুত্র, এই কথা অতি অসম্ভব!
এ বড় স্পর্দ্ধার কথা, বল-মত্ত ধূর্ত্তগণে বলে এই সব!

৭২

সেই পক্ষপাতশূন্য পাপপুণ্যাতীত. বিশ্বপিতার
রাজ্যেতে
ছোট বড় ভেদ নাই, সকলেই ভাই ভাই,
অন্ধ খঞ্জ জ্ঞানী রাজা সুবোধ নির্ব্বোধ, সব বদ্ধ
একত্রেতে,
প্রাকৃতমানববীর আলেকজাণ্ডার, শ্রেষ্ঠ নহে
কোন মতে!

৭৩

পিতার অনন্তস্নেহে পুত্রদের সকলেরি সম অধিকার,
বরং স্নেহের রীতি অক্ষম পুত্রের প্রতি
সমধিক দয়াবান্ থাকেন জনক, ইহা প্রসিদ্ধ সংসার!
সে রাজ্যে সমান সব, বলবান বলি ভিন্ন কে আছে
তাঁহার?

৭৪

তুমি যে বলিলে আমি না গেলে তথায়, চিত্তে হইয়া
ক্রোধিত,
ক্রূশে বিদ্ধ করি মোরে মারিবেন একেবারে
তোমাদের দিগ্বিজয়ী ঈশ্বরের পুত্র, ইথে হইনা শঙ্কিত !
যোগীরা সংসারিমত মৃত্যুভয়ে কখনই নহে অভিভূত !

৭৫

বরং মৃত্যুর প্রতি প্রীতি আমাদের, জন্ম মৃত্যুর বিজ্ঞান—
জানি মোরা ভাল মতে, উহাই এ সংসারেতে
নিত্যসিদ্ধ প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম, ক্রূশে গেলই বা প্রাণ
উহা কি ভয়ের কথা ? সাধুদের জন্ম মৃত্যু সকলি সমান

৭৬

হে বৎস ! ভৌতিকযোগ ভাঙ্গিবে তাহাতে কিন্তু
আধ্যাত্মিক-যোগ
র'বে চির অব্যাহত, অনিবার অবিরত
উপাধির কষাঘাত হবেনা সহিতে, মুক্ত হব কর্ম্মভোগ,
বলগে প্রস্তুত আছি হেরিতে মৃত্যুরে, তাহে নাই কোন
শোক !

৭৭

হে বৎস ! মৃত্যুই যদি হয় এইরূপে তাহে ক্ষতি কি
আমার ?
এ ভৌতিক-জীর্ণকায় পরিত্যাগ করি তা'য়,
পিঞ্জর-আবদ্ধ আত্মা-বিহঙ্গ উড়িবে পক্ষ করিয়া বিস্তার
নির্ম্মুক্ত-অনন্ত-জ্ঞান-চন্দ্র-বিভাসিত স্বর্গে, ত্যজিয়া সংসা

৭৮

তুমি যে বলিলে বীর আলেকজাণ্ডার জ্ঞানী রাজ-
রাজেশ্বর,
এ কথাও সত্য নয়, তা'ই যদি সত্য হয়,
তবে কেন রাজ্য-অর্থলোভে সেই এতদূর ব্যাকুল-
অন্তর ?
দেশে দেশে অর্থ আশে নরহত্যা করি ফিরে আলেক-
জাণ্ডার ?

৭৯

ছাড়িয়া স্বদেশ, সঙ্গে লয়ে সৈন্যদল, পৃথ্বী করে সে লুণ্ঠন ?
আপন সুখের তরে ক্লেশাপন্ন করি নরে
পৃথিবীর একধারে সংগ্রাম ব্যাপারে মগ্ন রয়েছে এখন,
অর্থ-রাজ্য-জ্ঞান তার কিছুমাত্র নাই, ক্ষুদ্র দরিদ্র সেজন !

৮০

হে দূত ! উত্তরলিপি লিখে দিই ক্ষণকাল সহ সুজন,
এতেক কহিয়া, পরে দিব্য ভূর্জ্জপত্র পরে
লাক্ষারসে নখরেতে স্পষ্ট স্পষ্ট মুক্তাপাঁতি লিখিল লিখন,
"আলেকজাণ্ডার ! তব নম্রতা সৌজন্যে প্রীত হয়েছি,
এক্ষণ—

৮১

ভারতের পূজ্যপাদ আর্য্যদের জ্ঞাননীতি ব্যবস্থাদর্শন,
জাতীয়-আচার আর সামাজিকব্যবহার
এ সমস্ত সবিশেষ জানিতে হয়েছে তব আগ্রহ-মনন,
বুঝিলাম হইয়াছে বুদ্ধির বিকাশ তব, তোমারে এখন

৮২

বস্তুতঃ বলিতে জ্ঞানী নাহিক আপত্তি,এই আপত্তি কেবল-
তুমি নিজ ভুজবলে এই বসুন্ধরা তলে
ভাসায়ে রুধিরস্রোতে কত রাষ্ট্র জনপদ দিলে রসাতল!
এখনো সংগ্রামস্পৃহা মিটেনি তোমার, সার করি বাহুব:

৮৩

দিগ্বিজয় বাসনায়, অবনীর একপ্রান্তে সংগ্রাম ব্যাপারে,
হইয়া প্রমত্তচিত রহিয়াছ নিয়োজিত!
ইহা কি সঙ্গত, অহে আলেকজাণ্ডার! তাই জিজ্ঞাসি
তোমারে?
অনুতপ্ত হয় না কি হৃদয় তোমার নিত্য নরহত্যা ক'রে?

৮৪

হে বীর! পৃথিবীতলে জাতি সমুদয়ে জয় করিয়া বলেতে,
হইবে একাধিপতি, এ নহে বীরের রীতি
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপু, দেহ-
মন্দিরেতে
দুর্দ্দমপ্রভাবে নিত্য শাসিছে তোমায়, তাহা দেখনা
চক্ষেতে?

৮৫

সেই ইচ্ছাচারী, মদমত্ত-মাতঙ্গেরা অতি ভীষণ-দুর্ব্বার,
ভক্তিপ্রীতি দয়াশূন্য, ধর্ম্মবুদ্ধিহীন ঘৃণ্য,
অনিবার অবিরত দলিছে ভাঙ্গিছে এই বিপুল সংসার!
হে বীর! ব্যাকুল তুমি তাহারি তাড়নে, তাই ধরি
তলোয়ার

৮৬

দুর্নিবার লোভবশে বিভ্রান্ত হইয়া আজো কর দিগ্বিজয়!
পৃথ্বীর ভূভাগ যত করি জয়, ক্রমাগত
পর্ব্বত, অরণ্য, নদনদী, সিন্ধু অধিকৃত করি সমুদয়,
যখন দেখিবে আর নাই কোন স্থান, সব করিয়াছ জয়,

৮৭

"আর কি করিব জয়?" এই মাত্র ভাবি শোকে কাঁদিবে
তখন।
যে তৃষ্ণাঅনল মনে জ্বলে ঘোর স্বন্ স্বনে
সে অশ্রুতে নিবাবেনা সেই ভীমতৃষ্ণাবহ্নি, পতঙ্গ যেমন
না বুঝি রূপের মোহে প্রজ্বলিত হুতাশনে করে আলিঙ্গন,

৮৮

তুমিও তদ্রূপ ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়, তৃষ্ণাঅনল-সাগরে
পুড়িয়া হইবে ছাই, রবে কীর্ত্তি ঠাঁই ঠাঁই
দস্যুচোর-অপবাদ, জ্ঞানিমানি পরিপূর্ণ পৃথিবী ভিতরে!
এ নহে বীরের কার্য্য, সেই বীর জিতেন্দ্রিয় যেজন
সংসারে!

৮৯

হে বীর! তোমার মত দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিদের, জ্ঞান
উপার্জ্জিতে
নাই কোন অধিকার, পদে পদে বাধা তার,
আর্য্যদের ধর্ম্মনীতি আচার ব্যভার তুমি চেয়েছ
জানিতে?
তোমার এ সাধু-ইচ্ছা কিরূপে হইবে পূর্ণ পারিনা বুঝিতে.

৯০

আর্য্যেরা এ পৃথিবীতে অতি পুরাতন জাতি, উন্নত
জ্ঞানেতে,
ধর্ম্মনীতি-ব্যবহার, শাস্ত্র সঙ্গ পারাবার
পারে যেতে সাধ্য কার আছে বীরবর ? আমি ক্ষুদ্র
এ ভারতে
সে মহৎতত্ত্ব বল কিরূপে বুঝাব এত সংক্ষেপ ভাবেতে ?

৯১

অত্যন্ত আগ্রহচিত্ত হয়েছে তোমার, কিছু বলি সাধ্যমতে,
কিন্তু অহে বীরবর ! যুদ্ধকার্য্যে নিরন্তর
মত্ত তুমি, আশৈশব চিরাভ্যস্ত হত্যাকার্য্যে অস্ত্র চালনাতে
অবকাশ হইবে কি শুনিতে আমার বাক্য ? পারিনা
বুঝিতে !

৯২

তবু তব কৌতূহল নিবারণ তরে কিছু কহি সারোদ্ধার,
কিন্তু ইহা বুঝ মনে ভুলি তব গুণজ্ঞানে
স্তুতি করা ইচ্ছা মোর নহে কোন মতে, মোরা আর্য্যের
কুমার
স্বভাবতঃ সত্যবাদী, অকপট, জানিনাক মিথ্যার ব্যভার !

৯৩

অলীকবিষয়ে দিব্য কল্পনার পরিচ্ছদ পরায়ে কৌশলে—
ভুলা'তে লোকের মন, জানেনাক আর্য্যগণ,
আর্য্যেরা পরম জ্ঞানী, সদাশয়, সৎস্বভাব, চরিত্রের বলে
বলীয়ান, নীতিমান, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধীন, এ বসুন্ধরা তলে

৯৪

যে ইন্দ্রিয়সুখমোহে মুগ্ধ অন্যজন, কাঁপে রিপুর শাসনে,
সে পাপ-ইন্দ্রিয় দলে, আর্য্যগণ জ্ঞানবলে
দলিয়া চরণে, নিত্য অবিচ্ছিন্ন নিরমল জ্ঞানামৃত পানে
প্রফুল্ল, প্রমত্ত, দিব্যদেবত্বসম্পন্ন, ইহ-পার্থিব জীবনে !

৯৫

একমাত্র জ্ঞান আর্য্যগণের মনের বাহ্যচক্ষের আলোক,
সেই দিব্য আলোকেতে, বিশ্ববস্তু ভাল মতে
চিনিতে সক্ষম মোরা, না হই চঞ্চল চিন্তি সুখ-দুঃখ-শোক !
অজ্ঞাত মোদের আত্ম-দেহের মমতা, গৃহ ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ !

৯৬

পৃথ্বীগর্ভজাত কন্দ-ফল-মূল খেয়ে মোরা প্রসন্ন অন্তর,
দুঃখ কিম্বা চিন্তা সনে দেখা নাই কোন দিনে,
অন্যের আর্ত্ততা-ভিন্ন বিশিষ্ট শোকের হেতু নাই অন্যতর
সর্ব্বভূতে সমভাব আছে আমাদের, নাই হিংসা কি মৎসর !

৯৭

এই জন্য আমাদের নিভৃত-আশ্রম সুখ-শান্তির নিবাস,
অন্য কি কহিব আর, সিংহ কি ব্যাঘ্র গণ্ডার
মদমত্ত-মাতঙ্গাদি বলবান পশু, ভুলি বল অহঙ্কার,
অসূয়া-বিদ্বেষ-ঈর্ষা-পরিশূন্য, পরস্পর নম্র চমৎকার !

৯৮

অন্যের অনিষ্ট করা আর্য্যদের আচরণ বিরুদ্ধ, ঘৃণিত,
সত্য ও পুণ্যের প্রতি এতদূর দৃঢ়মতি
আর্য্যদের, সে বৃত্তান্ত কি কহিব ? শুনি তুমি হইবে
বিস্মিত,
প্রকৃতি শাসন জন্য রাজগৃহে দণ্ডবিধি নাই প্রচলিত !

৯৯

বিচার-মন্দিরে বহু ব্যবস্থা-জটিল-জালে হইয়া জড়িত,
কঠোর-কুটিল মন হয়ে পাছে কোন জন
অসৎ-কৌশল শিখি ক্লেশ দেয় লোকে, পথ পাইয়া বিস্তৃত,
এই জন্য দণ্ডবিধি নাই রাজগৃহে, শান্তি চির অব্যাহত !

১০০

আমাদের মধ্যে যেই অলস, সে নিন্দনীয় হয় অতিশয়,
আলস্য নাশিয়া কর্ম্ম ক্ষীণ করে জ্ঞান ধর্ম্ম,
শেষে জীবে ক'রে তোলে জড়বৎ স্ফূর্ত্তিশূন্য, জীবন-
সংশয় !
এ জন্য আলস্যসম শত্রু মানবের আর নাই বোধ হয় !

১০১

আলস্য-দারিদ্র্য দুঃখজননী, নীচতা প্রিয়ভগিনী
সংসারে,
করিয়া তাহার সেবা অধঃপাতে যায় যেবা,
সর্ব্বত্রই নিন্দনীয় হয় সেই জন, তা'রে কেহ না আদরে।
অন্য ত পরের কথা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু সম্ভাষা না
করে।

১০২

আমাদের জন্মভূমি স্বর্ণ-প্রসবিনী, এথা জীবিকার তরে,
অন্যদেশবাসী মত শ্রম করি অবিরত
কঠোর ক্লেশেতে কেহ হয় না পীড়িত, অতি বিলাসের
তরে,
নিদারুণ দরিদ্রতা সাদরে ডাকিয়া কেহ আনেনাক ঘরে !

১০৩

পরিমিত-সুখে তুষ্ট প্রসন্নবদন এই ভারতবাসিরা,
নাই লোভহিংসাদ্বেষ, সুখেরো নাহিক শেষ,
আমাদের ক্ষেত্র কভু সীমাবদ্ধ নহে, এই বুঝেন
আর্য্যেরা,
স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ এ কার্য্যে কর্ত্তা নহে
মানবেরা !

১০৪

ভূচর খেচর আদি সর্ব্বজীবে স্বাধীনতা দিয়াছেন তাত !
আমরা কদাচ তাঁর ইচ্ছাতীত ব্যবহার
করিনা, সকলে হেথা পায় ন্যায্য অধিকার, না হয়
বঞ্চিত !
স্বার্থ অর্থ লয়ে হেথা হয়নাক রাজদ্বারে বিচার বিক্রীত !

১০৫

বসন-ভূষণ পানভোজনবিলাসে মুগ্ধ নহে আর্য্যগণ,
উদার নীতির বাস, পরি মোরা বার মাস,
দয়া-ধর্ম্ম-অলঙ্কারে ভূষিত আর্য্যের চিত্ত সুন্দর কেমন !
পুষ্টিকর মিষ্ট-জ্ঞান-অমৃত পানেতে সুস্থ সুখী সর্ব্বজন।

১০৬

নির্ম্মল আতপতাপ স্বাভাবিক শীতবস্ত্র আমা সবাকার,
সুসিক্ত শিশিরজল, সুখস্পর্শ সুশীতল
প্রভাতসমীর, নিত্য চিত্তবিনোদন করি জুড়ায় সংসার।
নির্ম্মল নির্ঝর-নদী-নীরে নিত্য সুপবিত্র হই করি দেহ-
সংস্কার।

১০৭

স্বাভাবিক ফলভার-অবনত মাথে তরুব্রততী সকল
রহিয়াছে যথাতথা, সাজায়ে রেখেছে দাতা
বিনিময়শূন্য পুণ্য বিপণি ভরিয়া স্তরে স্তরে ফুল-ফল ;
তাহাই খাইয়া মোরা স্বচ্ছন্দ প্রফুল্লচিত্ত কর্ত্তব্যে অটল।

১০৮

বিশাল ধরিত্রী দিব্যপর্য্যঙ্ক, তাহাতে সুখে করিয়া শয়ন,
দুর্ভাবনা শূন্যমনে, নিদ্রাসুখ আস্বাদনে
শান্তির অমৃত-পানে, প্রাণের প্রাণেতে মগ্ন থাকে
আর্য্যগণ
হে বীর! রাজার শয্যা কণ্টক-আকীর্ণ মোরা চাহিনা
তেমন।

১০৯

অনন্ত জগৎ-স্রষ্টা সকলের অদ্বিতীয় পিতা পাতা, নেতা,
এজন্য আমরা সব জীবের করি গৌরব,
জ্ঞানী মূর্খ রাজা সব মানবেরে ভ্রাতৃস্নেহরসে কই কথা,
কর্কশ-কৌটিল্য-কালি-কলুষিত দীন-আত্মা নাই কেহ
হেথা।

১১০

আমাদের বাসজন্য শৈল-ভেদ বনরাজি করি উৎপাটন
শ্রম কি আয়াসসহ না হয় নির্ম্মিতে গৃহ,
স্বাভাবিক গিরিগুহা, আমাদের বাসগৃহ সুন্দর কেমন!
ইহাপেক্ষা সুখকর প্রিয়বাসস্থান নহে রাজার ভবন।

১১১

জীবনে যে গিরিগুহা বাসহেতু ব্যবহৃত হয়, মৃত্যুপরে—
—মৃতের সমাধিসার হয় তাই পুনর্ব্বার,
চিক্কণবসন ত্যজি বৃক্ষের বল্কল মোরা পরি সমাদরে;
এদেশের নারীগণ অতি গুণবতী, সাধ্বী সরলা সংসারে।

১১২

দৈহিকসৌন্দর্য্য বেশ-ভূষায় বিমুগ্ধা নহে আর্য্যনারীগণ,
তাঁহাদের সংস্কার, স্বর্ণরত্ন অলঙ্কার
অকারণে দেহভার বৃদ্ধিমাত্র করে, রূপ মোহের কারণ,
কুরূপা সুরূপা তাহে হয় না, হয় না পুণ্য সতীত্ববর্দ্ধন!

১১৩

ভারত ললনাগণ জ্ঞাননীতি-ধর্ম্ম-বুদ্ধি-গাম্ভীর্য্য-ভূষিতা,
মহাপাপ ব্যভিচার শুনে আর্য্যললনার
কাঁপে হৃদি কলেবর হইয়া শঙ্কিত, ঘোর বিস্ময়-স্তম্ভিতা!
অজ্ঞাত এ কথা আর্য্যরমণীমণ্ডলে, তাঁ'রা এত পতিব্রতা!

১১৪

নরহত্যা পাপ শ্রুতহবামাত্র শঙ্কাকুল হয় আর্য্যগণ,
সমস্ত মানবজাতি আর্য্যদের প্রিয় অতি
কেবল সম্পদ ঘোর শত্রু আমাদের, তারি সঙ্গে করি রণ।
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ তত্ত্ব-জ্ঞানের আরম্ভকাল কহে আর্য্যগণ!

১১৫

মৃত্যু স্বাভাবিক-ধর্ম্ম, কাহার' মৃত্যুতে মোরা হইনা
দুঃখিত।
পিতামাতা ভ্রাতা জায়া, পুত্র কিম্বা নিজকায়া,
মৃত্যুমুখে পড়িলেও করিনাক অনুতাপ, হইনাক ভীত!
মৃত্যুই জীবনধর্ম্ম, কার সাধ্য বাধা দেয়, ঘটিবে নিশ্চিত!

১১৬

জীবিত হইতে মৃতদেহ অতি অপবিত্র, অন্যজাতি মত
মৃতের সমাধি' পরে, স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ তরে
আর্য্যেরা করেনা যত্ন, পৃথিবীর অপচার করিতে দূরিত,
অনলে পোড়ায় তাহা, কদাচই মৃত্তিকায় করেনা
প্রোথিত।"

১১৭

এইরূপ পত্র লিখি দিলেন দণ্ডমা তাহা লয়ে সিক্রিতস্,
দিল গিয়া সেকেন্দারে, কহিল বিনয় ক'রে
"মহারাজ! আচার্য্যেরে লোভ কিম্বা ভয় দ্বারা করিয়া
সুবশ.
এখানে আনার সাধ্য নহেক, সেজন নহে সামান্য তাপস।

ইতি আর্য্যসঙ্গীত-জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে দণ্ডমাসংবাদ-
নাম একাদশ সর্গ।

# দ্বাদশ সর্গ।

১

আচার্য্যের পত্র পড়ি আলেকজ্জাণ্ডার অতি কৌতুক
অন্তরে,
কতিপয় বন্ধু সঙ্গে, আরোহী তুরঙ্গে রঙ্গে,
নানাবিধ উপহারদ্রব্য সহ চলিলেন অরণ্য ভিতরে,
আশ্রম নিকটে গিয়া, অশ্ব হতে অবতীর্ণ হয়ে, ভক্তিভরে

২

—হেম-রত্ন-পরিচ্ছদ-মুকুট-কবচ আদি রাজ-অলঙ্কার,
ত্যাগ করি যতনেতে, প্রেমমুগ্ধ-হৃদয়েতে,
একা—অতি সাবধানে, চলিলা আশ্রম মুখে আলেক-
জ্জাণ্ডার,
দূর হ'তে দণ্ডমারে দেখিয়া নয়নে, হ'ল প্রেমের সঞ্চার!

৩

মনোমোহন তপোবন মাধুরী হেরিয়া, বীর আলেকজ্জাণ্ডার,
—অচল ভাবের ভরে চলিছেন ধীরে ধীরে,
যেন কোনও গিরিশৃঙ্গ সচল হইয়া ধীরে হয় অগ্রসর!
কমল-সঙ্কাশ-কান্তি-রাজ-ঋষিবেশে বীর অধিক সুন্দর!

৪

ভক্তিপ্রেমগদগদ অন্তরে, অদূরে গিয়া বসিলা রাজন্,
কহিলা বিনীত স্বরে আপনারে দেখিবারে
বড়ই বাসনা, তাই আসিলাম মহাভাগে করিতে দর্শন!
আপনি আমার কাছে যেতে অসম্মত, তাই আমিই এক্ষণ

৫

আসিয়াছি; কহিলেন দণ্ডমা আচার্য্য, "এথা কেন
আগমন?
কি ইচ্ছা সফলতরে আসিয়াছ এ কান্তারে?
নিভৃত অরণ্যাশ্রমে কি সম্পত্তি আছে তা'ই করিবে
লুণ্ঠন?
তুমি যাহা চাহ তাহা দুর্ল্লভ এখানে, এথা তপোমাত্র ধন।

৬

আমাদের সম্পত্তিতে রাজযোগ্য কিছু নাই, অহে
বীরবর!
আমরা, ঈশ্বরপ্রীতি-সমুদ্রেতে দিবারাতি,—
—শান্তি-সুধামৃতপানে পরিতৃপ্ত হংসসম-ভাসি নিরন্তর,
মানবের প্রতি প্রীতি, ধনেতে অবজ্ঞা মোরা করি
গুরুতর।

৭

মৃত্যুকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আর্য্যগণ, তুমি বিপরীত তা'র,
মৃত্যুকে আশঙ্কা কর, স্বর্ণেতে মমতা বড়!
মনুষ্যে অবজ্ঞা কর, ঈশ্বরে অশ্রদ্ধা তব আলেকজাণ্ডার!
তোমাতে আমাতে ভিন্ন আকাশ পাতাল! বল ইচ্ছা কি
তোমার?"

৮

লজ্জিত বিনম্রভাবে কহিলেন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার,
"হে ভুবন অলঙ্কার! জ্ঞান-উপদেশ সার—
দিয়া মোর ভ্রান্তিজন্য মনের মালিন্যরাশি নাশ গুণাধার!
সর্ব্বলোকমুখে শুনি তবতুল্য সাধু এবে নাই কেহ আর!

৯

মহা পুণ্যবান তুমি, সূর্য্যতুল্য জ্ঞানালোকে দেখ
সর্ব্বেশ্বরে,
এই কথা শুনি আমি, এসেছি আচার্য্য স্বামী,
জিজ্ঞাসি যে কথা, তাহা হে ভুবন-অলঙ্কার! বল
কৃপা ক'রে
আপনার উপদেশ প্রদীপ্তপাবকতুল্য ভ্রমের তিমিরে!"

১০

কহিলা দণ্ডমাচার্য্য—"ঈশ্বরের সন্নিধানে লভেছি যে জ্ঞান
তোমারে দিতে সে ধন বাধা নাই, হে রাজন!
কিন্তু তব হৃদয় তা' ধারণা করিতে শক্য নহে, মতিমান!
তব চিত্ত-সমুদ্রেতে শত শত কামনার উঠিছে তুফান!

১১

সাম্রাজ্য-জয়েচ্ছাবশে উন্মত্ত কি প্রেতাবিষ্ট রহিয়াছ তুমি,
পবিত্রজ্ঞানের কথা কি হ'বে শুনিয়া বৃথা?
প্রীতিকর হইবেনা সে সব তোমার, ইহা বেশ জানি
আমি,
উপদেশে মোহ তব নষ্ট হবে, হও দেখি নির্লোভ
নিষ্কামী?

১২

তাহা কি সহজ? তুমি সমস্ত ভূখণ্ড জয় করিয়া আবার,
জিনিবারে পারাবার—ইচ্ছা তব, হে দুর্ব্বার!
শেষে যবে বিজয়ের স্থল আর পাবেনা দেখিতে, অহে
আলেকজাণ্ডার!
তখন দারুণ শোক-অনলে হইবে ভস্ম করি হাহাকার!

১৩

হে বীর ! সমগ্রধরা করিয়া বিজয় যা'র জন্মেনা সন্তোষ,
বল আমি কি প্রকারে সন্তুষ্ট করিব তা'রে ?
কি সাধ্য আমার দিয়া জ্ঞান-উপদেশ সাধি তোমার
সন্তোষ ?
সুখী যদি হবে, পা'বে শান্তির সাক্ষাৎ, তবে ভুল
অসন্তোষ।

১৪

পৃথিবী হইতে ধাতা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক'রে সৃজেছে
তোমারে,
কিন্তু হে রণদুর্ব্বার ! তুমি সেই বিধাতার
সর্ব্ব বিশ্বরচনারে করিবারে জয়, ভ্রম দিগ্বিজয় ক'রে ?
সমস্ত মানবসুখ করিয়া হরণ একা সম্ভোগের তরে

১৫

করেছ বাসনা ? কিন্তু সমস্ত অবনীজয় করিলেও পরে
পৃথিবীর কার্য্য যত হ'বে তব অনুগত
কদাচ এমত চিন্তা, বিশ্বাস ক'রনা লোভ বিমুগ্ধ অন্তরে,
ভৌতিকনিয়মবশে সর্ব্বলোক ইচ্ছা-সুখে বিহরে
সংসারে !

১৬

শয়নভ্রমণ আর ভোজনোপবেশনাদি, ঈশ্বরের বলে
হয়ে থাকে সম্পাদিত, বিশ্বে কা'র শক্তি এত
সে সব কল্যাণকর নিয়মনিরুদ্ধ করে আপনার বলে ?
শত প্রতিবন্ধকেও জগতপিতার বিধিব্যবস্থা না টলে।

১৭

সেই বিশ্বপিতা, জল-অনিল-তেজের সহ অখণ্ডিত ক'রে,
মানবের ইচ্ছাকার্য্য, করিয়া রেখেছে ধার্য্য,
কা'র সাধ্য আছে সেই অমোঘভৌতিকশক্তি বিশ্লেষণ
করে?
অস্ত্র, সৈন্য, বুদ্ধিবল, তুচ্ছ অতি ঈশ্বরের বিপুল সংসারে!

১৮

দেখ, তুমি জয়দ্বারা সাগর সরিৎ-বাপী করি অধিকার,
করে থাক জলপান, ধরি অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ
জয় না করিয়া মোরা ইচ্ছামতে জলপান করে থাকি তার'
তুমি জয় করিয়াছ, আমি করি নাই, তবু একই
অধিকার!

১৯

সেই দয়াময় পিতা মানব সকলে এই পৃথিবী উপরে,
দিয়া সম-অধিকার, বহেন বিশ্বের ভার,
শুদ্ধ এক দিগ্বিজয়ী বীরের কারণে মধু-মিষ্ট স্তূপাকারে
রাখে নাই, রাখে নাই অপকৃষ্ট ছাইভস্ম দরিদ্রের
তরে!

২০

এই হেতু মানবের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা, অবনীতে
কভু না হবে সফল, ব্যর্থ হবে বাহুবল,
আমার নিকটে যদি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ ইচ্ছা-কর পেতে,
তা'হলে নিষ্কাম হও, নিষ্কামীর অভাবাদি পারেনা
থাকিতে!

২১

আকাঙ্ক্ষাই নির্ধনতা-প্রসূতি হে বীববর! যে জন জগতে,
সর্ব্বসুখ ইচ্ছা করে, কদাচ সে এ সংসারে
সুখী হ'তে পারেনাক, চিত্ত তা'র অহরহ পূর্ণ অভাবেতে,
দরিদ্রের পুরীতুল্য নিরানন্দ, স্ফূর্ত্তিহীন, পূর্ণ
আন্ধারেতে

২২

হে বৎস! অপার ঘোর অসন্তোষময়ী আশা করি পরিহার,
যদ্যপি আমার সনে মগ্নথাক ব্রহ্মধ্যানে,
সেই প্রেম-রত্নাকরে কত রত্ন আছে তাহা দেখ একবার,
তা'হলে সুবর্ণ রত্নে রবেনা মমতা, যা'বে মোহ অন্ধকার!

২৩

উঠিবে অরুণচন্দ্র প্রশান্ত গগনে, বিশ্ব হাসিবে আলোকে,
ফুটিবে অরণ্যে ফুল ঝঙ্কারিবে অলিকুল,
কোকিল পাপীয়া আদি বিহঙ্গেরা গা'বে বিভুপ্রেমের
পুলকে!
মৃদুল-সমীরে-ধীরে ঝঙ্কারিবে তরুলতা . তোষিতে
তোমাকে!

২৪

হে বৎস! নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরের ধ্যান-মগ্ন থাক কিছুকাল,
ক্রমে বহুদিন ধরে, সাধন স্মরণ ক'রে
ব্রহ্মজ্ঞান লভিবারে হবে অধিকারী, ছিঁড়ি উপাধির জাল,
অকস্মাৎ খুলে যা'বে প্রাণের কপাট, চক্ষে দেখিবে
বিশাল

২৫

ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরে পূর্ণ! তাঁহা ভিন্ন বস্তু সিদ্ধ হয় না প্রমাণে,
জ্ঞানীদের ইচ্ছা নাই, কিছুরি অভাব নাই,
বিশ্বপ্রেম-পুলকেতে সতত অমৃত হাসি প্রসন্নবদনে,
ভুবন উজ্জ্বলে তাঁরা স্ফটিকসঙ্কাশ স্বচ্ছজ্ঞানের
কিরণে!

২৬

তুমি যদি এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লভি হও সিদ্ধ একজন,
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি, পেতে পার রাশি রাশি,
কুবের অপেক্ষা হ'তে পার মহাধনী, ক্রমে আমার যে
ধন—
ঐশ্বর্য্য সম্পদ-সুখ আছে, তা'রো অধিকারী হইবে
রাজন!

২৭

আমার, অনন্তনীল-নক্ষত্র ভাস্কর-চন্দ্র খচিত-গগন
চন্দ্রাতপ চমৎকার! পৃথিবী পর্য্যঙ্ক, তা'র
বৃক্ষলতা-শৈল-সিন্ধু, সরিত-শিল্পিত অঙ্গ সুন্দর দর্শন।
নদীপ্রস্রবণ মোর দিব্য পান-পাত্র, বৎস! এই
তপোবন-

২৮

ক্ষুধার সময়ে মোরে ভোজন করায়, এই বনমৃগ যূথ
বারমাস প্রীতিভরে, বান্ধবের কার্য্য করে,
ছল করি দুঃখভাণ করি যদি কভু, এরা দুঃখভরে কত
প্রকাশে সহানুভূতি, তৃণপত্র ভখেনাক এত অনুগত!

২৯

মাংস আশীপশু প্রায়, উহাদের প্রাণহিংসা করিয়া বলেতে,
ভোজন করিয়া কেহ এই সচেতন দেহ,
মৃত পশুপক্ষীদের "কবরের" মত মোরা জানিনা করিতে,
ছি ছি! কেবা উদরেতে নরক সৃজন করে আপনা হইতে?

৩০

জননী যেমন স্তন্য করিয়া প্রদান, পুষ্ট করে অপত্যেরে,
ঠিক সেই মা'র মত, স্নেহভরে অবিরত,
মাতা বসুন্ধরা স্তন্য করিয়া প্রদান, পুষ্ট করেন পুত্রেরে,
দয়াস্নেহময়ী, সর্ব্বসহা এ ধরিত্রী, অতি কল্যাণী সংসারে।

৩১

কাহারো সম্পত্তি মধ্যে কদাচই গণ্য মাতা নহে বীরবর।
তুমি তাঁরে জয় তরে ফিরিছ দলন করে,
মম জ্ঞানউপদেশ কি হবে শুনিয়া তব আলেকজাণ্ডার?
তব ধর্ম্মবিগর্হিত-জ্ঞানবুদ্ধি মোর, সর্ব্ব বিষয়ে অন্তর।

৩২

যেরূপে আমার দেহ হয়েছে সৃজিত, সেই নিয়মানুসারে
ক'রে থাকি বসবাস, শূন্যোপাধি শূন্যবাস,
ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় বৈভব-ব্যসন-ভয়শূন্য সদন্তরে,
স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত আছি আমি এ রম্যকান্তারে।

৩৩

ধাতা মোরে যে ইচ্ছায় সৃজেছেন, তাহা আমি পেরেছি
জানিতে,

এর পর যাহা তিনি করিবেন, তা'ও জানি,

নিতান্ত অক্ষম তুমি ঈশ্বরীয় গূঢ়তত্ত্ব ধারণা করিতে;

তা'তেই ভবিষ্যবাক্যে বিস্মিত ও উত্তেজিত থাক
হৃদয়েতে!

৩৪

কোথাও কিছুই তুমি পাওনা দেখিতে, কিন্তু ঈশ্বর সতত

জীবন্তজ্বলন্তরূপে, বিশালব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে

সংখ্যাতীত নর-নেত্রসম্মুখে আপন কার্য্য প্রকাশেন কত!

প্রতি ইচ্ছা-কার্য্য-বস্তু পরিপূর্ণ ঈশ্বরেতে জানিহ নিশ্চিত!

৩৫

সে বিশ্ব-পতির কার্য্য-কারণ ভাবিয়া আলোচিয়া
দিবানিশি

মহানন্দে কাটি কাল, অপর চিন্তার জাল

জড়াইতে কদাচই পায়না অন্তরে, তাঁর সনে আছি মিশি,

করুণাময়ের ভক্তিভাবের সাগরে তত্ত্বজ্ঞানানন্দে ভাসি।"

৩৬

এতক্ষণ [illegible]বর গম্ভীর ভাবেতে অতি নিবিষ্ট অন্তরে,

শুনিতেছিলেন সব, আচার্য্য হ'লে নীরব

কহিলেন "মহাভাগ! কহিলেন যাহা তাহা যথার্থ,
সংসারে

মহাপুণ্যবান তুমি, তোমার মহিমাসীমা কে করিতে পারে?

৩৭

শুনি তব অভ্রান্ত সদুপদেশ মম ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মনেতে
হয়েছে ধারণা সার; দিব্য বংশে আপনার
হয়েছে জনম, তাই নির্ব্বিঘ্নে নিয়ত জ্ঞান ধর্ম্মের মূলেতে,
স্বভাবালোচনা করি শান্তির শ্রীমুখচন্দ্র পেতেছ দেখিতে।

৩৮

আমি তা'র বিপরীতে জনতাবিপদপূর্ণ রাজ্যের ভিতরে
করিতেছি অবস্থান, সতত শঙ্কিত প্রাণ!
দেহরক্ষী ভৃত্য যা'রা সশস্ত্র হইয়া সদা রক্ষা করে মোরে,
অধিক সংশয় হয় তাহাদেরি প্রতি, ভয় কখন কি করে!

৩৯

শত্রু হ'তে যত শঙ্কা হয় না আমার, মিত্র হ'তে ততোধিক
হয়ে থাকে মৃত্যুভয়, শত্রু সৈন্য সমুদয়
হইতে দুশ্চিন্তা যত না হয় আমার মিত্র হতে সমধিক
বিপন্ন বিব্রত ঘোর চিন্তাকুল থাকি আমি, কি কব অধিক!

৪০

দিবাভাগে অস্ত্র প্রতি করি অত্যাচার হত্যা করি শত শত,
রাত্রি উপনীত হলে অধিক দুশ্চিন্তানলে
দগ্ধ হই, শত্রু কিম্বা মিত্রদের অস্ত্রাঘাতে হই পাছে হত!
নিদ্রা সাধিলেও মোরে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় হইনা নিদ্রিত!

৪১

যে সকল ব্যক্তি হ'তে মৃত্যুশঙ্কা হয় মোর [illegible] সকল জনে
যদিস্যাৎ একেবারে, তাহাদের সকলেরে
সংহারি, তা'হলে মোর অখ্যা[illegible] কলঙ্ক [illegible] রটিবে ভুবনে
সকলেই শত্রু, সব সংহারিলে [illegible] রক্ষা রাজ্যধনে?

৪২

নম্রতা-সৌজন্য যদি করি পক্ষান্তরে, তবে ভাবিয়া অসার
মানিবেনা কোনও জন, যেই পদে আরোহণ
করিয়াছি, তদুচিত সম্ভ্রমগৌরব রক্ষা হইবে না আর !
অক্ষম দুর্ব্বল বলি অবজ্ঞা করিতে পারে শত্রুরা আমার !

৪৩

হে আর্য্য ! এরূপ ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া আমি সদাসর্ব্বক্ষণ
হয়েছি জীবিতে মৃত, কখন হইব হত,
কি প্রকারে আত্মরক্ষা করি, এই চিন্তাতেই অস্থির
জীবন !
কি করিব কিছু স্থির করিতে পারিনা, যদি আপনা
মতন—

৪৪

পরিহরি গৃহাশ্রম এই শান্তিসুখপূর্ণ নির্জ্জনকান্তারে,
রাজকার্য্য ত্যাগ করি সতত তপস্যা করি,
তাহা হ'লে পৃথিবীর ঘটে যে অনিষ্ট তা'র সীমা কেবা
করে ?
পরাজিত দেশ সব লণ্ডভণ্ড হয়ে ভাসে দুর্দ্দশাসাগরে !

৪৫

জয় মাত্র করিয়াছি বহুদেশ জনপদ, এখনো শৃঙ্খলা
সাধিতে পারিনি তার, দিব্য বিধিব্যবস্থার
শৃঙ্খলে বান্ধিতে আজো পারিনি, এখন যদি ভাবি
দুঃখ জ্বালা
পরিত্যাগ করি সব, তা'হলে অধিকতর হবে বিশৃঙ্খলা !

৪৬

পৃথিবীর লোকসব আপনা-আপনি লোভবল-মত্ত চিত্তে,
কাড়াকাড়ি মারামারি, ভীষণ বিপ্লব করি
উৎসন্ন করিবে পৃথ্বী, মরিবে সকলে পরস্পর অস্ত্রাঘাতে,
এইজন্য, এই পদ ত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে কোনও
মতে!

৪৭

আমাসম ব্যক্তিভিন্ন বসুধার ভারনাশ করে অন্যজন,
কে আছে এমন এবে, এভার বহিবে ভবে?
এইজন্য বিশ্বপতি আমাকেই করেছেন এসব অর্পণ!
যাঁহার কৃপায় আমি এ মহোচ্চপদে করিয়াছি আরোহণ,

৪৮

তাঁহারি সাধিতে কার্য্য আছি নিয়োজিত, তিনি ক্ষমিবেন
মোরে,
জানিনা তাঁহারে ভিন্ন, না হবেন দয়াশূন্য,
অবশ্যই ক্ষমা তিনি করিবেন মোরে, এই ভাবিয়া
অন্তরে,
এই বজ্রপাত, মহা ঝঞ্ঝাবাৎ, সহ্য করে থাকি অকাতরে!

৪৯

হে পিতঃ! উত্তরকালে আমার প্রাণান্ত পরে এই
বসুধার
কে হইবে অধিস্বামী তাহাও ভেবেছি আমি,
সন্তান-সন্ততি মোর কেহই পাবেনা এই উচ্চ অধিকার,
যে জন আমার মত সমর্থ হইবে, ইহা প্রাপ্তি হবে তা'র!

৫০

হে পরমকারুণিক ভুবনালঙ্কার! তব সাধু উপদেশে,
আমার দুর্ব্বল মনে সমতা যে পরিমাণে
জন্মিয়াছে, আপনার সুমধুর জ্ঞানগর্ভ বচন বিন্যাসে
যতদূর পরিতৃপ্ত হইয়াছি, সবিশেষ কি কব প্রকাশে ?

৫১

বহুদেশ ভ্রমিলাম, বহুজ্ঞানী তপস্বীরে দেখেছি নয়নে।
কিন্তু তব ভাব রূপ সমস্তই অপরূপ
তপঃসিদ্ধজ্যোতিঃ তব আকৃতি প্রকৃতি মাখা হেন লয় মনে,
তোমার আশ্রম-কুঞ্জ-কানন মাধুরী মেখে গেছে মনঃ প্রাণে!

৫২

এই পুণ্যবনভূমি বৃক্ষলতা-গিরি-নির্ঝরিণী লীলাভূমি,
আপনার পুণ্যবলে ইন্দ্রবনতুল্য ব'লে
বোধ হয়, যথার্থ স্বাধীন-সদানন্দ-চিত্ত মহাজ্ঞানী তুমি,
তোমার সৎকার তরে যে সকল উপহার আনিয়াছি আমি—

৫৩

অনুগ্রহ করি তাহা গ্রহণ করিয়া মোরে করুন কৃতার্থ!"

এই কথা হলে পরে সঙ্গীরা সত্বর ক'রে,
সুবর্ণ-রজত-মণি-খচিত বিবিধ দ্রব্য, বহুতর অর্থ,
দিব্যগন্ধতৈল, মধু মিষ্টান্নাদি পরিপূর্ণ করি স্বর্ণপাত্র—

৫৪

দণ্ডমার সম্মুখেতে সাদরে রাখিল, তাহা দেখিয়া তাপস,
ঈষৎ হাসিয়া, ধীরে কহিলেন মধুস্বরে—
"বনবাসী বিহঙ্গেরে অর্থের প্রলোভে মুগ্ধ করি, করি বশ
কে পারে করা'তে বল বসন্ত-ঋতুর-গান? হে মহাসাহস!

৫৫

তাহা যদি অসম্ভব, তবে কেন নিকৃষ্টাত্মা বিহঙ্গ হইতে
নিকৃষ্ট ভাবিয়া মোরে, অবজ্ঞাকরণ তরে
দিতেছ এ উপহার? ইহা লয়ে কি করিব এ ঘোর বনেতে?
বিক্রী বিনিময় যাহা হবেনা, হে বীর! কিবা প্রয়োজন
তা'তে?

৫৬

যাহা আমি খাবনা কি মাখিব না, হেন বস্তু লয়ে—
বল কিবা প্রয়োজন? সেই সত্যসনাতন,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-রত্ন-মিষ্টান্ন-সুগন্ধ-তৈল আদি বিনিময়ে,
কোনো বস্তু মানষেরে দেন না কখনো, তবে কি হ'বে
তা' লয়ে?

৫৭

এস্থানে অভাব মোর কিছুইতো নাই, নিত্য জগতপিতার
অমূল্য জ্ঞানের দ্বার মুক্ত আছে, ইচ্ছা যা'র
সেই তথা প্রবেশিতে পারে, যত্নবলে প্রার্থী হয় যে
যাহার,
তাহাকেই দেন তাই, কে পারে দয়ার সীমা করিতে
তাঁহার?

৫৮

ক্ষুধিত-ভোজন, বৎস ! অমৃতের তুল্য মিষ্ট, ক্ষুধা হ'লে
পরে

কটুকষা মিষ্টতিক্ত সমস্তই হয় ভুক্ত,

তুমি রাজভোগে যত না হও সন্তৃপ্ত, আমি ফলমূলাহারে
তাহা হ'তে শতগুণ পরিতৃপ্ত থাকি ; তব রুটিকা ভিতরে

৫৯

কিঞ্চিৎ মাধুর্য্য যদি থাকিত, তা'হলে উহা অনলে
পোড়াতে

কদাচ হ'তনা বীর ! যাও, ধর্ম্মে হয়ে স্থির

কর্ত্তব্য যা'বুঝ তাহা সাধ, সুখ-স্বচ্ছন্দেতে থাক অবনীতে,
পরাজিত দেশ প্রতি প্রসন্ন থাকিও, সদা বৃথা রক্তপাতে

৬০

দুর্ল্লভ মানবজন্ম দিওনা ভাসায়ে এই শেষ উপদেশ !

ভ্রাতৃভাবে সকলেরে প্রেম-আলিঙ্গন ক'রে

পরিতৃপ্ত রাখ, তুষ্ট থাকিলে প্রকৃতি, যা'বে সন্দেহের ক্লেশ !
সততার প্রতিদান সততা, একথা যেন বুঝিও বিশেষ !"

ইতি আর্য্যসঙ্গীত-জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে সিদ্ধাশ্রমদর্শন
নাম দ্বাদশ সর্গ।

# ত্রয়োদশ সর্গ।

১

অতীত প্রথমযাম, সর্ব্বরী জ্যোৎস্নাময়ী মধুরহাসিনী।
ভূষিত কৌমুদীজালে, প্রশান্ত গগনতলে
হাসিছে কুমুদ-বন্ধু, ফুটিতেছে কুমুদিনী সরসোহাগিনী।

২

বহিছে মৃদুলানিল বিতরি সুরভি গন্ধ, প্রমত্ত পাপিয়া
গিরি কাননের কোলে সুস্বর লহরি তুলে
গাহিছে পঞ্চমে কিবা, হইতেছে প্রতিধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া।

৩

ভাতিছে সুধাংশুকরে গ্রীসীয় শিবিরশ্রেণী বিশাল সুন্দর।
যেন নীলপারাবারে, খেলিতেছে স্তরেস্তরে
অনন্ত তরঙ্গরাজি চন্দ্রকরে উচ্ছ্বসিত হয়ে তর তর।

৪

নিত্য নব নবোৎসবে, ভাসিছে গ্রীসীয়গণ প্রীতি-তরঙ্গেতে।
নানাবিধ রঙ্গঠাট, নানা গীতবাদ্য নাট,
হইতেছে, সকলেই আনন্দ-উৎফুল্লচিত্তে তন্ময় তাহাতে।

৫

বিরাজে রাজ-শিবিরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করি ঐশ্বর্য্য আপনি।
বিলাস দাসের মত সেবিতেছে অবিরত,
প্রতি গৃহ সুসজ্জিত, সৌন্দর্য্যে পুর্ণিত যেন স্বর্গের বিপণি।

৬

কক্ষে কক্ষে জ্বলিতেছে হৈমদীপমালা তাতে দিবালোক প্রায়।

সর্ব্বোত্তম কক্ষমাঝে রতন-পর্য্যঙ্ক রাজে

অমূল্য মণিকাঞ্চন-বিজড়িত রাজশয্যা শোভিছে তাহায়।

৭

নানাজাতি মনোমদ সুগন্ধকুসুমাস্তরে আবৃত চত্বর।

দিব্য ফুল আভরণে সুসজ্জিত সখীগণে

মিলি, ফুল-আভরণা রোসেনা বসেছে রত্ন শয্যার উপর।

৮

গাহিছে গায়িকাকুল অপ্সরানিন্দিত অতি সুমধুর তানে,

সখীগণ মুগ্ধ অতি সম্রাজ্ঞী রোসেনা সতী

কি জানি কি জন্য অন্যমনা, অতি ম্লান, ভাসে বিষাদ-তুফানে।

৯

দেখি এ বিষাদময়ী প্রতিমার ভাব, প্রিয় সহচরীগণ,

চিন্তিত শঙ্কিত অতি কহে রোসেনার প্রতি

বিনীত মধুরবাক্যে "কেন দেবী, হেরি তব মলিন বদন?

১০

হেন উৎসবের দিনে সকলেই ভাসিতেছে প্রীতি-তরঙ্গেতে,

তোষিতে তোমার চিত আছি মোরা নিয়োজিত,

কি অসুখ আচম্বিত হইল, একথা মোরা পারি কি শুনিতে?

১১

তোমার বিষাদভাবে গীতবাদ্য ভাল নাহি লাগিছে অন্তরে,
নাহি ইথে প্রয়োজন !" অমনি গায়িকাগণ
সম্বরণ করিল সঙ্গীত, গৃহ পূর্ণ হল বিষাদ তিমিরে !

১২

শুনি সখীদের বাণী কহে গ্রীক রাজেন্দ্রাণী
রোসেনা ছাড়িয়া দীর্ঘশ্বাস,
"কি আর কহিব সখী আমি আর কবে সুখী ?
দুখেই ত আছি বারমাস !

১৩

তোমরা আমার সখী সুখে সুখী দুখে দুখী
তোমাদের কি আছে অজ্ঞাত ?
অন্তরে বিষাদরাশি বাহিরে বেড়াই হাসি
তোষিবারে সকলের চিত্ত।

১৪

তোষিবারে স্বামিধনে প্রফুল্লিত থাকি মনে
পাছে তিনি আমার দুখেতে,
বিষাদে বিভগ্নমন হন, সখী একারণ
সে কাহিনী আনিনা মুখেতে।

১৫

ভুবনবিজয়ী স্বামী রাজরাজেন্দ্রাণী আমি,
ধরা মোর সেবিছে চরণ,
আমার সমান আর প্রসন্ন অদৃষ্ট কার ?
মম চিত্ত সন্তোষ কারণ

১৬

দেবেন্দ্র সদৃশপতি দিবারাতি করে স্তুতি
মম ক্ষুদ্র অঙ্গুলিতাড়নে
ভাঙ্গে সুমেরুর চূড়া, বিপর্য্যস্ত হয় ধরা !
তবু শান্তি নাই মোর প্রাণে !

১৭

রাজার কুমারী আমি রাজেন্দ্র আমার স্বামী
বাল্যাবধি আদরে পালিত,
দেবের দুর্ল্লভ যাহা সুলভ্য আমার তাহা
সকলেই মম অনুগত।

১৮

কিন্তু কি হইবে তাতে ? পিতৃশোক বজ্রাঘাতে
যেদিন বিদীর্ণ বক্ষঃস্থল,
সেদিন হইতে মোর সুখের স্বপন ঘোর
ভাঙ্গিয়াছে, উদাস সকল।

১৯

সে দিন হইতে মনে দুঃখসহচরী সনে
সম্প্রীত জন্মেছে গুরুতর।
অনুরাগ দুঃখে অতি বীতরাগ সুখপ্রতি
দিবানিশি উদাস অন্তর!

২০

হেরিলে দুখীর মুখ, শোকেতে বিদরে বুক
সহিতে পারিনা কারো ব্যথা,
তোষিতে শোকার্ত্ত জনে কি যে শান্তি পাই প্রাণে
প্রকাশি কি ক'র সে বারতা ?

২১

মনে হয় সব ছাড়ি  শোকার্ত্তের সেবা করি
কহি তারে মরম কাহিনী ;
ঐশ্বর্য্য বিলাস প্রতি  কিছুমাত্র নাই রতি,
কেন হৈনু অবনীর রাণী ?

২২

কেন রাজকন্যা হয়ে,  এ ছার সৌন্দর্য্য লয়ে,
জন্মিলাম রাজার আলয়ে ?
কেন দীন-হীন গৃহে  নগণ্যা কুরূপা হয়ে
না জন্মিনু কাঙ্গালিনী হয়ে ?

২৩

কেহনা চাহিত মোরে  হেন রাজকারাগারে
না র'তাম আবদ্ধ কখন।
ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষাতে  সন্তুপ্ত র'তাম চিতে
শান্তিসুখে কাটিত জীবন !

২৪

রাজেন্দ্র কুমারী আমি,  বীরেন্দ্র আমার স্বামী,
লোকে মোরে বলে ভাগ্যবতী,
ইহা যদি ভাগ্য হয়,  অভাগ্য কাহারে কয় ?
ঐ হেতু এ মোর দুর্গতি !*

* ইসসের যুদ্ধে পারসাসম্রাট দারায়ুস পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলে, তাঁহার মাতা ও সহধর্ম্মিণী এবং কন্যাদ্বয় আলেকজাণ্ডারের হস্তগত হয়। আলেকজাণ্ডার রাজমাতা, রাজমহিষী এবং রাজকন্যাদ্বয়কে রাজোচিত সম্মানসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনন্তর দারায়ুস পূর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। কিন্তু সর্ব্বতো-

২৫

সংগ্রামে মরিল পিতা, অনুমৃতা হ'ল মাতা,
অবনী হইল অন্ধকার !
বিজিত সম্পত্তি মত আমারেও করগত
হইতে হইল বিজেতার !

২৬

সৌন্দর্য্য আছিল বলে না পড়িনু দাসী দলে,
হইলাম রাজেন্দ্রঘরণী,
ধার্ম্মিক সুবিজ্ঞ অতি অশেষ গুণের পতি
নিজগুণে বাঁধিলা আপনি।

ভাবে পরাভূত হইয়া নিজ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছেন এমত সময়ে স্বীয় সহচর দুরাত্মা বেবস কতৃক নিহত হন। আলেকজাণ্ডার বেবসের এই দুষ্কার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ তাহার প্রাণদণ্ড করেন। দাবায়ুসের সহধর্ম্মিণী পতি-বিয়োগ শোকে অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মাতাও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যাও মনঃকষ্টে পীড়িতা হইয়া গতায়ু হন। অসামান্য রূপগুণ সম্পন্না "রও সেনক "বা রোসেনা" আলেকজাণ্ডারের অঙ্কশায়িনী হন। তিনি বিজিত পারসীকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া যাহাতে উহারা গ্রীকদিগের ন্যায় জ্ঞানবান ও গুণবান হয় এমত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজে পারস্য রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্বীয় প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে অনুরোধ করিয়া প্রধান প্রধান পারসীকবংশীয়া কামিনীগণের পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন। সম্রাট এইরূপে গ্রীক্ এবং পারসীকদিগকে মিলিত করিয়া উভয়ের প্রতি অপক্ষপাত ব্যবহার আরম্ভ করেন। ইহাতে আলেকজাণ্ডারের প্রতি গ্রীকেরা মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। বিশেষতঃ আলেকজাণ্ডার পারসীকদিগের ব্যবহৃত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত প্রভৃতি দাসবৎ আচরণে আপনার মনস্তুষ্টি প্রকাশ করাতে, স্বাধীনপ্রকৃতি গ্রীকেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, এবং অনেকে রাজবিদ্রোহের মন্ত্রণা করিতে থাকে। আলেকজাণ্ডার বহু যত্নে ঐ বিদ্রোহের দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে এজন্য পার্মিনীয়ো ও তৎপুত্র ফিলোটাস প্রভৃতি কতিপয় প্রধান সেনা-পতির প্রাণদণ্ড করিতে হইয়াছিল।

২৭

কিন্তু মোর বীরপতি রাজ্য আশে মত্ত, অতি
প্রমত্ত সর্ব্বদা সংগ্রামেতে,
অবনী বিজয় তরে ভ্রমে দিগ্বিজয় করে',
কি অশান্তি আমার ইহাতে ;

২৮

কি দুঃখ দুশ্চিন্তানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
কিবা তাহা কহিব, সখী রে !
কি জানি কখন হায় ! কি কথা শুনিতে হয়,
পলকে প্রলয় এ সংসারে !

২৯

পদে পদে শত্রুভয়, কি জানি কবে কি হয়,
এই ভয়ে ত্যজি নিদ্রাহার,
থাকি ঘোর অশান্তিতে, এ ছার রাজত্ব হ'তে
বিড়ম্বনা কি আছে আমার ?

৩০

পৃথিবী দলন ক'রে অসংখ্য রাজত্ব করে
পাইয়াও, আকাঙ্ক্ষা মিটেনা,
নিরস্ত হইতে তাঁরে কতদিন পদে ধরে
সাধিয়াছি, সে কথা শুনেনা !

৩১

আসিয়া অবনী পরে চিরকাল যুদ্ধ ক'রে
সংসার ভাসায়ে রক্ত পাতে,
জানিনা কি আছে সুখ, নির্ম্মলশান্তির মুখ
আর বুঝি পাবনা দেখিতে !

৩২

বিদেশে বিপাকে পতি, জীবন ত্যজেন যদি
কি যে গতি হইবে আমার ;
কি হইবে রাজ্যধনে কে চাহিবে কার পানে?
ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার !”

৩৩

এইরূপ সখীগণে বিষাদবিদগ্ধ প্রাণে
মলিন বদনে মহারাণী,
খুলিয়া হৃদয়দ্বার একে একে আপনার
কহিছেন মরমকাহিনী।

৩৪

হেনকালে প্রতিহারী আসিয়া বিনয় করি
কহিল সম্ভ্রমে করযোড়ে,
“মাতঃ কর অনুমতি আসিবেন ধরাপতি
বিশ্রাম করিতে অন্তঃপুরে।”

৩৫

শুনি নারী-শান্ত্রী বাণী ব্যস্ত হয়ে মহারাণী
আসিবারে রাজ রাজেশ্বরে
করিলেন অনুমতি, সখীগণ দ্রুতগতি
প্রস্থান করিল স্থানান্তরে।

৩৬

ব্যস্তে রোসেনা সুন্দরী মুছিয়া নয়নবারি
ঢাকিতে বিষাদমলিনতা,
হইলেন সচেষ্টিত হেনকালে সমুদিত
মাসিডোন-পদ্মিনী-সবিতা।

৩৭

অশেষ গুণের সিন্ধু, ধরারাজ কুল-ইন্দু
মহামতি গ্রীক-ধুরন্ধর।
বিষাদপ্রতিমা প্রায় হেরি প্রিয়া রোসেনায়
হইলেন কাতর অন্তর।

৩৮

অত্যন্ত চিন্তিতচিতে বসিলেন পৰ্য্যঙ্কেতে
কহিলেন কাতরকণ্ঠেতে,
"কেন প্রিয়ে! কি কারণে এরূপ বিষণ্ন মনে
নিমগ্ন বিষাদসাগরেতে?

৩৯

বিমলিন চন্দ্রানন প্রভাশূন্য দুনয়ন
রোদনের চিহ্নে কলঙ্কিত?
ললাটেতে স্বেদরেখা কপোলে আরক্ত-লেখা
অধরোষ্ঠ ম্লান সঙ্কুচিত?

৪০

কেন প্রিয়ে! কি হয়েছে? বল কেবা কি বলেছে,
আয়ুহীন কে হয়েছে এবে?
কেবা কি সেধেছে বাদ কাহার কি অপরাধ
শুনি, পরে প্রতিকার হবে।

৪১

এ দাস কি কোন দিনে দোষী তব সন্নিধানে?
বল প্রিয়ে, খুলিয়া সে কথা,
দৈবাৎ কিছুতে যদি হয়ে থাকি অপরাধী
ক্ষমা কর ত্যজ শোকব্যথা!

৪২

হে প্রিয়ে! হে রাজেশ্বরি! তোমারে উপেক্ষা করি
কে বাঁচিতে পারে ত্রিভুবনে ?
কে আছে এমন জন তোমারে করে লঙ্ঘন ?
কার মায়া না আছে জীবনে ?

৪৩

জিনিনু যে ভুজবলে সমুদয় ভূমণ্ডলে
তাহাই তোমার সেবা তরে
হইয়াছে নিয়োজিত, অবনীর রাজা যত
তোমার করুণা ভিক্ষা করে।

৪৪

ধরাধন্যা রাজেন্দ্রাণী প্রভাবেতে দেবেন্দ্রাণী
সমান তুমি এ ভূমণ্ডলে,
তব তুল্য আছে কেবা ? হেরিয়া তোমার প্রভা
পৃথিবী লুঠায় পদতলে !

৪৫

না জানি কি বিষাদেতে অবসন্ন আছ চিতে
ভাবিয়া ব্যাকুল আছি প্রাণে,
সুপ্রসন্ন হয়ে প্রিয়ে ! শান্তিসুধা বিতরিয়ে
সুস্থ প্রাণ কর এ অধীনে !"

৪৬

শুনি রাজেন্দ্রের বাণী লজ্জাহত রাজেন্দ্রাণী
দাঁড়াইয়া করি যোড়কর,
বিনীত মধুরস্বরে কহিলেন "কৃপা করে
ক্ষমা কর রাজরাজেশ্বর !

৪৭

অবোধ বালিকা আমি দেবেন্দ্রসদৃশ স্বামী
তুমি মোর, দয়ারসাগর;
আমার সমান আর সৌভাগ্য আছয়ে কা'র,
এ বিশাল অবনী ভিতর?

৪৮

না জানি কি পুণ্য ফলে মহান্ তপস্যা বলে
স্বামী পাইয়াছি তোমাধনে।
পতিভক্তি কারে বলে জানিনাক কোনকালে
স্নেহ কর আপনার গুণে!

৪৯

রূপ-গুণ-জ্ঞান-হীনা দাসীরে না করি ঘৃণা
করিয়াছ অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী,
দিয়াছ এ অধিকার এ মহত্ব আপনার
আমারে করেছ রাজেন্দ্রাণী।

৫০

কিন্তু কি কহিব নাথ! লইবেনা অপরাধ
কহি তবে হৃদয়ের কথা,
এ রাজ্য-ঐশ্বর্য্য-সুখে থাকিয়াও মনোদুখে
থাকি, পাই পরদুঃখে ব্যথা।

৫১

রাজরাজেন্দ্রাণী সম দৃঢ়চিত্ত নহে মম
ক্ষুদ্র আমি দুর্ব্বলহৃদয়া,
দেখিয়া পরের দুখ বিদরে আমার বুক
ত্যজিতে পারিনা মায়া দয়া।

৫২

কাহারো মলিনমুখ হেরিলে উপজে দুখ
হৃদয় কাঁদিয়া উঠে শোকে!
ব্যথিত-নয়নবারি দেখিয়া সহিতে নারি
বিতৃষ্ণা জন্মায় রাজসুখে।

৫৩

নিত্য নাথ মহাহবে, মত্ত থাক রক্তোৎসবে
এ সব সহেনা মোর প্রাণে।
আহত ক্ষত বিক্ষত ব্যথিত মুমূর্ষু যত
সৈনিকের কাতর ক্রন্দনে—

৫৪

মরমে মরিয়া যাই, তিল মাত্র শান্তি নাই!
শোক দুঃখাহত আর্ত্তগণে—
—সেবিয়া যে শান্তি পাই তাহার তুলনা নাই
সেই সুখে বেঁচে আছি প্রাণে।

৫৫

কল্য নাকি দরবারে যুদ্ধবিধি অনুসারে
বন্দীদের বিচার হইবে?
মহাত্মা পঞ্জাবপতি মহারাজ পুরুপ্রতি
প্রাণদণ্ড বিহিত হইবে?

৫৬

শুনি এ দারুণ কথা দুঃসহ মরম ব্যথা
পাইয়াছি, আছি শোকাকুল!
ভাবিয়া এ নৃশংসতা, বিবেকের দুর্ব্বলতা,
যত আশা হয়েছে নির্ম্মূল!

৫৭

এত যদি ছিল মনে কেন সে মুমূর্ষু জনে,
সযতনে বাঁচাইলে তবে ?
অথবা এ রাজনীতি, রাজাদের মতি গতি
অবলা বালিকা কি বুঝিবে ?

৫৮

হে স্বামিন্ ! করযোড়ে, এ দাসী প্রার্থনা করে
দয়া করি রাখ এ মিনতি।
নিষ্পাপ আদর্শজ্ঞানী, হিন্দুরাজকুলমণি,
মহারাজ পুরুরাজ প্রতি—

৫৯

করিওনা অবিচার, প্রাণদণ্ড তরে তাঁর
আদেশ কর'না রাজেশ্বর।
রাজহত্যা মহাপাপে দগ্ধ হবে অনুতাপে
অযশে ভরিবে চরাচর !"

৬০

শুনিয়া রোসেনা বাণী রাজকুলশিরোমণি
মহামানী আলেকজাণ্ডার,
অপ্রতিভ হয়ে চিতে লজ্জা-অবনত মাথে
করপদ্ম ধরিয়া প্রিয়ার—

৬১

কহিলেন, "রাজেন্দ্রাণি ! তুমি রমণীর মণি
দয়াধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিতা,
তোমার সদ্গুণ যাহা স্বর্গেও দুর্লভ তাহা
দেবি, তুমি সতী-পতিব্রতা।

৬২

অসীম সৌভাগ্যফলে, দুঃখময় ধরাতলে
পত্নীরূপে পেয়েছি তোমারে,
তোমার সন্তোষতরে লোষ্ট্রবৎ অকাতরে
সাম্রাজ্যও পারি ত্যজিবারে !

৬৩

তুমি ধর্ম্মপত্নী যা'র কিসের অভাব তার
কি ছার রাজত্ব তার কাছে ?
পিয়ে তব প্রীতি-সুধা গিয়াছে সকল ক্ষুধা
আগ্নেয়-পিপাসা মিটিয়াছে !

৬৪

তোমার সদুপদেশে, আর আমি দেশে দেশে
ফিরিবনা করিয়া সমর,
পাইয়াছি দিব্যজ্ঞান ত্যজিলাম অভিযান
শান্তিই অশেষ সুখাকর !

৬৫

কোথায় শুনেছ তুমি পুরুরাজ প্রতি আমি
প্রাণদণ্ড করিব বিধান ?
তাহা কি হইতে পারে, যথাবৎ সুবিচারে
রাখিব সে মহাত্মার মান।

৬৬

ত্যজহ বিষাদ প্রিয়ে ! হৃদয়শোণিত দিয়ে
সাধিব তোমার প্রসন্নতা !
সদাশয় পুরুবীরে রাজোচিত ব্যবহারে
তোষিতে না করিব অন্যথা।

৬৭

গতকল্য সঙ্গোপনে দণ্ডমার তপোবনে
গিয়াছিনু দেখিতে তাঁহারে।
জ্বলন্ত-পাবকপ্রায় তেজঃপুঞ্জ মহাত্মায়
হেরি পাপতাপ গেছে দূরে!

৬৮

লভিয়াছি তাঁর স্থান পবিত্র নির্ম্মলজ্ঞান
বুঝিয়াছি আশার ছলনে,
লোভোন্মত্ত হৃদয়েতে নিত্য নর-রক্তপাতে
কলুষিত করিছি জীবনে!

৬৯

এতদিন অকারণে বৃথা রক্ত-বরিষণে
ভাসায়ে পবিত্র ভূমণ্ডল,
করিয়াছি যেই পাপ স্মরি ঘোর অনুতাপ-
অনলে জ্বলিছে মর্ম্মস্থল!

৭০

বারম্বার তুমি মোরে বলেছিলে পদে ধরে
নিরস্ত হইতে অভিযানে।
জয়াশা-উন্মত্ত হয়ে তোমার সে কথা প্রিয়ে;
উপেক্ষায় শুনিনাই কানে!

৭১

মহাত্মা দণ্ডমা হতে এখন বুঝেছি চিতে
চিত্ত তব পূর্ণ সত্ত্বগুণে,
সত্য, ক্ষমা, দয়া, ধৃতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রীতি
—অলঙ্কৃতা তুমি এ ভুবনে!

৭২

ক্ষমা কর মোরে প্রিয়ে! দুরাকাঙ্ক্ষা তেয়াগিয়ে
তোমারে লইয়া হব সুখী।
তব প্রেমামৃতপানে বাঁচিব এ মৃতপ্রাণে;
শান্তির শ্রীমুখচন্দ্র দেখি

৭৩

কাটাইব আনন্দেতে, বুঝেছি এ সংসারেতে
দুরাশাই দুঃখের কারণ,
অতৃপ্তির হাহাকারে পূর্ণ করি চরাচরে
দয়াধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন—

৭৪

এ ছার রাজ্যের আশে ভ্রমিতেছি দেশে দেশে
অবনীরে করিয়া দলন!
ভাবিয়া নিজ দুষ্কৃতি লজ্জিত হতেছি অতি
অনুতাপে দহিছে জীবন।

৭৫

কিন্তু এই চিন্তা প্রিয়ে! রক্তরাশি বিনিময়ে
যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন—
করিছি অবনী যুড়ে, এখন নির্ব্বেদভরে
ত্যজি তাহা শান্তির শরণ

৭৬

লই যদি, তাহা হ'লে শত্রুরা মস্তক তুলে
উঠিবে হইয়া সুপ্রবল,
ঘোর লোভোন্মত্তচিতে পরস্পর অস্ত্রাঘাতে
রক্তস্রোতে ভাসা'বে সকল।

৭৭

এ বিশাল ধরাতলে, সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব'লে
ধাতা ইহা দিয়াছেন মোরে,
এ দানের অপচয় করাও সঙ্গত নয়,
কেবা আর আছে এ সংসারে

৭৮

বহিবে এ গুরুভার? যাহা ইচ্ছা বিধাতার
তাহাই হইবে ভবিষ্যতে।
ক্ষমিবেন তিনি মোরে, এইরূপ আশা ক'রে
প্রবোধিত আছি কোন মতে।

৭৯

কি করিব বল প্রিয়ে! নিজ লালাসূত্র দিয়ে
সূত্রকীট * করিয়া যতন,
নিবাস নির্ম্মাণ করে', বদ্ধ হয় যে প্রকারে
আমিও হে, তাহারি মতন

৮০

সমস্ত ধরনীযুড়ে সাম্রাজ্যবিস্তার ক'রে
হইয়াছি আবদ্ধ তাহাতে,
এ মোহজঞ্জালজালে ছিন্ন করি কোন কালে,
পারিব কি বাহির হইতে?

---

* রেশম কীট।

ইতি আর্য্যসঙ্গীত-জাতীয়-নিগ্রহ
মহাকাব্যে নির্ব্বেদনাম
ত্রয়োদশ সর্গ।

# চতুর্দ্দশ সর্গ।

১

এইরূপে দিবাত্রয় হইল অতীত,
গ্রীকশিবিরেতে আজ সমারোহ অতি,
মহামূল্য পরিচ্ছদে হইয়া সজ্জিত—
রাজ-অনুচর-দল হয়ে হৃষ্টমতি

২

—বসিয়াছে মহাসমারোহে সভাস্থলে ;
সর্ব্বোচ্চ মহার্ঘতম-রত্নসিংহাসনে
বসেছেন গ্রীক মহাবীর, ( মধ্যস্থলে
মহিমামণ্ডিত হয়ে সুপ্রসন্ন মনে ! )

৩

মণিমুক্তা খচিত বিচিত্র ছত্রশিরে
সুসজ্জিত ছত্রধর ধরেছে উল্লাসে,
রত্ন-মুষ্টি চামর ঢুলায় ধীরে ধীরে
কিঙ্কর যুগল দাঁড়াইয়া দুই পাশে ।

৪

বিবিধ আয়ুধ ভূষা ভূষিত অঙ্গেতে
কৃতান্ত কিঙ্কর সম রাজরক্ষিগণ
নিষ্কোশিত তরবারি ধরিয়া করেতে
—সভাপ্রান্তে নিঃশব্দেতে করে বিচরণ !

৫

সুবিশাল সভাপট-মণ্ডপ বাহিরে
সুসজ্জিত অশ্বারোহী পদাতি সকল
দাঁড়ায়েছে শ্রেণীবদ্ধ প্রাচীর-আকারে !
থাকে থাকে সুসজ্জিত গজবাজিদল

৬

দাঁড়ায়েছে, মহোৎসবে মত্ত সর্ব্বজন।
নীরব-গম্ভীর গ্রীক মহাসভাস্থল
অবাতক্ষোভিত স্থিরজলধি যেমন,
অথবা প্রলয়পূর্ব্বে প্রকৃতি মণ্ডল—

৭

নীরবগম্ভীর ! যথা বিমল-আকাশে
নক্ষত্রমণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র শোভা করে,
সেইরূপ গ্রীকবীর গৌরব-উল্লাসে
গম্ভীরপ্রশান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে

৮

বসেছেন রত্নাসনে, সহচরদলে
বেষ্টিত হইয়া, পূর্ণসুধাকর প্রায়.
যেন শান্তিসুধা-স্রোতে ভাসিছে সকলে
সহসা জলদ যেন গর্জ্জিল সভায়,

৯

কহিলা সে গ্রীকবীর, রাজা তক্ষশীলে—
"যাও রাজা, আন শীঘ্র বন্দী সে রাজারে
বিচার হইবে তার রাজদ্রোহী ব'লে,
বড় কষ্ট দিয়াছে সে সংগ্রামে আমারে !"

১০

শুনি তক্ষশীল লয়ে গ্রীকপাত্রিগণ,
অতিমাত্র হর্ষচিত্তে বন্দী পুরুবীরে
সভায় আনিতে দ্রুত করিল গমন !
এদিকে সে পুরুরাজ গ্রীক কারাগারে—

১১

প্রহরিবেষ্টিত হয়ে বঞ্চেন দুঃখেতে,
তবু দয়াময়ী রাণী রোসেনা, শিওরে
বসি দিবানিশি তাঁর প্রিয় চিকীর্ষাতে
আছেন নিযুক্ত, নিদ্রাহার পরিহরি।

১২

সাম্রাজ্ঞী রোসেনাসতী, পিতৃসমজ্ঞানে
চিকিৎসা শুশ্রূষা ক'রে নাই অবসাদ,
দেখি সে করুণাময়ী দেবীরে নয়নে,
কথঞ্চিৎ কারা-ক্লেশ দারুণবিষাদ

১৩

ভুলিয়া, সে পুরুবীর স্নেহার্দ্র হৃদয়ে
করিছেন অবস্থান, রোসেনা সহিতে
সদালাপে, মমতায় অভিভূত হয়ে,
প্রাণাধিকা দুহিতা ভাবিয়া তাঁরে চিত্তে ;

১৪

এত দুঃখেতেও রাজা প্রসন্নহৃদয়,
আজ তাঁর বিচারের দিবস জানিয়া,
কহিলা করুণাময়ী প্রদানি অভয়
পুরু-হৃদি-মরুক্ষেত্র অমৃতে সিঞ্চিয়া !

১৫

"হে পিতঃ! আমি তোমারে ধর্ম্মানুসারেতে
জনকের যোগ্য অতি ভক্তিসহকারে
পূজি, পরিতৃপ্ত বড় হয়েছি চিত্তেতে,
আজ কিছু নিবেদন করিব তোমারে!

১৬

প্রিয়তমা কন্যা ভাবি, অনুগ্রহ করে'—
শুনিলে আমার কথা না হবে বিপদ
আজ তব বিচার হইবে দরবারে,
কাপুরুষ তস্করশীল রাজ-অপসদ,

১৭

এফেষ্টিন্ প্রভৃতি নিষ্ঠুর ক্রুরগণ,
তোমার অরাতিকুল উৎসাহিত হয়ে—
প্রাণদণ্ড তরে তব করিয়া মনন,
সহৃদয় গ্রীকরাজে কহিবে বুঝা'য়ে!

১৮

যদিও সে অত্যুদার স্বামী গুণাধার
না করিবে বন্দিরাজহত্যা মহাপাপ,
তথাপি কি জানি, শঙ্কা হতেছে আমার,
ভাবিয়া নির্ম্মম এফেষ্টিনের প্রতাপ!

১৯

সেইজন্য সবিনয়ে করি নিবেদন,
যবে আপনারে লয়ে যা'বে সভাস্থলে,
দেখি শত্রুদলে যেন উত্তেজিতমন
নাহয়, কদাচ সেই গ্রীক মহাবলে,

২০
ক্রোধোন্মত্ত হয়ে রূঢ় কটূক্তি করিয়া
ক্রোধিত ক'রনা, এই প্রার্থনা আমার,
এ প্রিয়-রোসেনা বাক্য যেওনা ভুলিয়া,
কহিয়া অপ্রিয় বাক্য স্বামীরে আমার—

২১
করিওনা উত্তেজিত, এই সে মিনতি,
জীবন থাকিলে পরে সাক্ষাৎ আবার
হইবে, এ পিতৃহীনা বালিকার প্রতি
থাকে যেন কন্যা বলি স্নেহ আপনার !"

২২
শুনি রোসেনার স্নেহ পীযূষবচন
দ্রবীভূত মমতায়, অভিভূত প্রায়
থাকি ক্ষণকাল সেই পাঞ্জাবরাজন,
স্নেহগদগদকণ্ঠে কহিলা তাঁহায়,

২৩
"হে মাতঃ, হে শান্তি মহাদেবি ! অবনীতে
মানবীর বেশে লীলা করিছ, সংপ্রতি
পিতা বলি অভাগায় যুড়া'লে প্রাণেতে,
এ বন্দী মুমূর্ষুজন জীবনের প্রতি

২৪
করেনা মমতা, প্রিয়পুত্র-নিধনেতে
হইয়াছে মৃত্যুমুখ, পাসরি সকলে,
দারাসুতবন্ধু মুখ পড়েনা মনেতে !
কিন্তু বৎসে ! হেরি তব বদনকমলে,

২৫

পিয়ে তব অকৃত্রিম-স্নেহ সুধাধার,
বাঁচিতে বাসনা পুনঃ হতেছে অন্তরে,
কিন্তু যদি কেহ মোরে করে তিরস্কার,
সহিব কিরূপে তাহা দেহে প্রাণ ধ'রে ?

২৬

তথাপি তোমার বাক্য করিয়া স্মরণ
যতদূর সম্ভাবনা সহিব কাতরে,
কিন্তু এই তুচ্ছপ্রাণ রক্ষার কারণ,
কোনও মতে ক্ষমাভিক্ষা করিবনা কা'রে !

২৭

দেবি ! তুমি স্বর্গীয়-সদ্গুণে বিভূষিতা,
এক মুখে কি কহিব তোমার মহিমা ?
হে শুভে রাজেন্দ্রবালা বীরেন্দ্রবণিতা !
এ নরজগতে তুমি তোমারি উপমা !

২৮

হে কল্যাণি ! স্বামী তব মহাবলাধার,
রাজনীতি-ধর্ম্মনীতি-কুশল-সুজন,
বন্দি-শত্রু আমা-প্রতি যেরূপ ব্যভার
করিছেন, এ সদ্গুণ না যায় বর্ণন !

২৯

বন্দী আমি, কিন্তু রাজ-অনুগ্রহ বলে
অস্ত্রশস্ত্রসহ সুখ-স্বচ্ছন্দ ভাবেতে
করিতেছি অবস্থান অরাতিমণ্ডলে !
তব বীর-পতি, বৎসে ! বীরধর্ম্ম মতে

৩০

বিজিত শক্রর প্রতি করিতে সম্মান
নহেন বিমুখ কভু, মহৎ সেজন,
আহত শক্রর করি শুশ্রূষাবিধান
করেছেন রাজধর্ম্ম নীতির রক্ষণ !

৩১

উদার-হৃদয় সেই মহামানী জ্ঞানী
না হইলে তোমারে কি আমার সকাশে
পাঠাতে পারিত ? তুমি গ্রীকমহারাণী,
আমি তোমাদের শক্র বন্দী কারাগারে।

৩২

কিন্তু তাহে কোনো দুঃখ নাহিক অন্তরে,
সকল দুঃখের শান্তি করিয়াছ তুমি,
মত্ত আছি তব স্নেহ-সুধাপান ক'রে
কিছুমাত্র কারাক্লেশ জানিনাই আমি !

৩৩

যাও মাতঃ ! যথাস্থানে, আশীর্ব্বাদ করি
পতিসহ সুখে থাক, পালহ প্রকৃতি,
এইরূপ করুণা-অমৃতবৃষ্টি করি
বাঁচাও সংসারে গ্রীক রাজলক্ষ্মী সতী !"

৩৪

এমত সময়ে আসি তক্ষশীলাপতি
প্রবেশিলা কারাগৃহে, দেখি গ্রীকরাণী
নিজস্থানে প্রস্থান করিলা শীঘ্রগতি।
তক্ষশীল দম্ভভরে কহে শ্লেষ বাণী

৩৫

সম্বোধি সে পুরুরাজে, "অহে বীরবর !
কেমন ? যেমন কর্ম্ম পেয়েছ সে ফল ?
শৃগাল হইয়া চাহ সিংহেরে সমর ?
ধিক্ তব দুর্ব্বুদ্ধিকে, ধিক্ বাহুবল !

৩৬

বীরত্ব বরাঙ্গ্ করি বেড়াইতে বড় !
সর্ব্বদাই উপেক্ষা করিতে মান্যজনে,
ভাবিতে সকল থেকে হইয়াছ বড় !
এখন উপায় দেখ বাঁচিতে জীবনে !

৩৭

কোথা সেই অহঙ্কার বীরত্ব গৌরব ?
কোথা তব সিংহাসন ভারত ভিতরে ?
দলিত-কুসুম তুমি বিহীন-সৌরভ !
বাঁচিতে এখনো ইচ্ছা কর কি অন্তরে ?

৩৮

সে দারুণদুরাশা ! যদ্যপি কোনও মতে
বুঝাইয়া পারি আমি তোমার বিষয়ে,
অন্যথা কাহার সাধ্য তোমায় রাখিতে ?
নিশ্চয় লম্বিত হবে ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে !

৩৯

যদি আমি তব প্রাণ মাগি বীরবরে
তৎক্ষণাৎ কথা রক্ষা করিবেন তিনি,
বাঁচিতে পারহ তাহে, কিন্তু এ সংসারে
কিরূপে জীবনকাল যাপিবে না জানি !

৪০

দাসের জীবন ভার পাহাড় সমান,
পশুবৎ প্রভুর আজ্ঞায় নিশিদিন
খাটিতে খাটিতে তা'র নাহি রহে প্রাণ !
তোমার সমান ভবে কেবা আছে হীন ?"

৪১

এইরূপ স্পর্দ্ধাভরে তক্ষশীলাপতি
কহে পুরুবীরে, শুনি দুর্ব্বাক্য তাহার
মহাক্রোধে অধীর হইয়া মহামতি
অশি নিষ্কোশিত করি করিলা প্রহার

৪২

সে দুরাত্মা তক্ষশীল স্কন্ধের উপরে !
দারুণ আঘাতে দেহ দ্বিধাভক্ত হয়ে
পড়িল, গৃহপ্রাঙ্গণ ভাসিল রুধিরে,
দেখি রাজরক্ষিদল অভিভূত ভয়ে !

৪৩

পরে অশি তেয়াগি প্রশান্তহৃদয়েতে
কহিলা, "হে দয়াময় ! বিশ্বের ঈশ্বর !
এ দগ্ধপাষাণচিত্ত শান্তি-অমৃতেতে
প্লাবিত করিলে, ঘোর দুরাত্মা পামর—

৪৪

তক্ষশীলে বিনাশ করিয়া স্বহস্তেতে
হৃদয়ের যত জ্বালা জুড়াল আমার,
মরণ ! তোমারে কেবা ডরে সংসারেতে ?
নমস্কার বিশ্বেশ্বর ! চরণে তোমার !

৪৫

দেখিয়া এ ভয়ঙ্কর ঘটনা চক্ষেতে,
বিস্ময়-বিহ্বল যত রাজরক্ষিগণ,
কিছুক্ষণে স্থিরচিত্ত হয়ে সকলেতে
সাবধানে পুরুরাজে করিলা বেষ্টন !

৪৬

চলিল সভাতে লয়ে ঘেরি চারিদিকে,
নির্ভয়হৃদয়ে বীর প্রসন্নবদনে,
উপস্থিত সভাতলে, হেরিয়া তাঁহাকে,
সম্ভ্রমে নমিত-শির সভাসদ্‌গণে !

৪৭

শালপ্রাংশু মহাভুজ দিব্য কলেবর
মহিমামণ্ডিত, দীপ্ত প্রতিভাপূর্ণিত,
—বদনমণ্ডল হেরি মাসিডোনেশ্বর
আপনা আপনি যেন হইলা প্রণত !

৪৮

মহিমা বিমুগ্ধচিত্তে আলেকজাণ্ডার
কহিলা মধুরবাক্যে পঞ্চনদেশ্বরে,
"অহে বীর ! প্রার্থনীয় কিবা আপনার
বলুন আমারে তাহা প্রকাশি সত্বরে !

৪৯

কিরূপ আপনা প্রতি করিব ব্যভার,
বলুন বুঝিয়া তাহা যুক্তি বুদ্ধিমতে !"
কহিলেন পুরুরাজ উত্তরে তাঁহার,
"অহে গ্রীকবলী, যদি বলিলে বলিতে

৫০

বলি তবে শুন; আমি নই দস্যু চোর,
নই পরদেশদ্রোহী লোভী, দুরাচার,
নিষ্পাপনির্ম্মল এই দেহপ্রাণ মোর
শান্তিতে শাসিতে ছিল রাজ্য আপনার,

৫১

কোথা হ'তে আসি তুমি আমার রাজ্যেতে
জ্বালিলে অশান্তি-অগ্নি দহিতে আমারে ?
কে বিদ্রোহদোষে দোষী ভাবিয়া চিত্তেতে
দেখ দেখি, অপরাধী কে বটে সংসারে ?

৫২

অন্যায় করিয়া মোরে ঘোর রজনীতে
আক্রমণ করি বন্দী করিয়া কৌশলে
দস্যুসম অপরাধী স্থির করি চিতে
বিচারের জন্য বসিয়াছ দলবলে ?

৫৩

এ বড় আশ্চর্য্য কথা, এই কি বিচার !
এই কি তোমার ধর্ম্মবীরত্বের কাজ ?
কি আর কহিব কারে, যা'ইচ্ছা তোমার
করিবার কর তুমি, অহে গ্রীকরাজ।

৫৪

তোমার নিকটে প্রার্থনীয় কিবা আর ?
করিবার যাহা তাহা করেছ সকলি,
বাকি আছে প্রাণদণ্ড, এখনি সংহার
কর মোরে, বিলম্বেতে কিবা আছে ফল ?

৫৫

যাহা ইচ্ছা কর তুমি তাহে দুঃখ নাই,
রাজা আমি, সুবিচার করি শত শত
মেরেছি রেখেছি কত প্রাণী সংখ্যা নাই,
প্রাণভয়ে কভু আমি নহি অভিভূত !"

৫৬

শুনিয়া পুরুর বাক্য কহে গ্রীকবর,
"তোমার বিচার আমি না চা'ই করিতে,
তুমিই বিচারি মোরে বলহ সত্বর,
করিব কি আচরণ তোমার সহিতে ?

৫৭

কহিলেন পুরু অতি বিরক্তচিত্তেতে,
"পরিহাস করিয়া মুমূর্ষু বন্দিজনে,
কি আছে পৌরুষ তাহা পারিনা বুঝিতে,
এত কথা কি জন্য কহিছ অকারণে ?

৫৮

রাজপুত্র রাজা আমি, তুমিও তাহাই,
রাজার সহিত রাজা করে যে ব্যভার,
সেইরূপ ব্যবহার পেতে আমি চাই,
অভিরুচি হয় রাখ প্রার্থনা আমার !"

৫৯

শুনি পুরুরাজ-উক্তি গ্রীকবীরবর
"তথাস্তু" বলিয়া উঠি সিংহাসন হ'তে—
করে ধরি পুরুরাজে রত্নাসনোপর
বসাইয়া অতিমাত্র সম্মান সহিতে

৬০

কহিলেন, মহারাজ! ক্ষমা কর মোরে,
যথার্থই রাজা তুমি, দেশদ্রোহী আমি,
অন্যায়ে পরাস্ত বীর করেছি তোমারে,
ইথে অবশ্যই ক্ষুব্ধ হ'তে পার তুমি!

৬১

এখন সে সব বীর ভুলিয়া মনেতে,
পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ জানহ আমারে,
নখাঘাত করিবনা তোমার রাজ্যেতে
ভুলিয়া শাত্রব ভাব যাও নিজপুরে!

৬২

যেরূপ শান্তিতে পিতঃ পালিতে প্রকৃতি,
সেইরূপে স্বরাজ্য শাসন কর গিয়া,
হেরি তব বীরযোগ্য আকৃতি-প্রকৃতি,
নিতান্তই প্রীতিরসে গিয়াছি গলিয়া।

৬৩

তবতুল্য দেবতা, মহাত্মা, মহাবীরে,
নির্য্যাতন করিয়া কলঙ্ক-কালিমাতে
সুনির্ম্মল যশোরাশি ম্লান করিবারে
কদাচ প্রবৃত্তি মোর হয় না মনেতে!

৬৪

হে সুবিজ্ঞ পিতৃবয়ঃ, নানাতত্ত্বে জ্ঞানি,
তোমার নিকটে আমি অবোধ-বালক,
বহু শিক্ষণীয় গুণে ভূষিত আপনি;
কে জানিত ভারতে দেবতা সব লোক?

৬৫

কে জানিত বাহুবলে হৃদয় জিনিতে
পারেনা, অনেক নিম্নে থাকে তাহা প'ড়ে,
ভারত যদ্যপি জয় হয় কোনো মতে,
ভারত-হৃদয় জয় করিব কি ক'রে ?"

৬৬

জ্ঞানে গুণে অবনীর আচার্য্য ভারত,
ইহারে পাশব বলে করিয়া বিজয়
অধীনে আনার কার্য্য নহে নিরাপদ,
বিড়ম্বনা শেষ তাহা বুঝিছি নিশ্চয় !

৬৭

শুনিয়া বীরের উক্তি, অমাত্যপ্রধান
অ্যারিস্তাল উঠি দাঁড়া'ল সভাতে,
বীরবাক্যে পোষকতা করিয়া ধীমান
কহিলেন "ধন্যবাদ তব মহত্ত্বেতে !

৬৮

পৃথিবীবিজয়ী মহাবীরের এ নীতি
স্বাভাবিক, উচ্চতম গৌরববর্দ্ধক !
বীর যেই সেই ত্যাগী, যত ক্রোধ, অতি
গুণগ্রাহী, সহৃদয় সরল বালক !

৬৯

যথার্থ বলেছ বীর ! এদেশের লোক
দেবত্বসম্পন্ন তত্ত্বদর্শী সকলেতে,
ইহাঁদের গুণজ্ঞান-হৃদয়-আলোক
গগনাভিসারী, ইহা বিজয় করিতে

৭০

অন্যে কে পারিবে আর ? তুমিই সক্ষম !
ভারত-হৃদয় তুমি পরাজিয়া গুণে,
বীরকীর্ত্তি জগতে স্থাপিলা অনুপম,
তোমার এ কীর্ত্তিকথা ভারতীয়গণে

৭১

ভুলিবেনা কোনকালে, 'ধন্য ত্যাগবীর !'
বলিয়া বন্দিবে তব উদার-হৃদয়ে !
তব তুল্য গুণগ্রাহী, অক্রোধ-সুধীর
অবনীর মধ্যে আর না পাই খুজিয়ে !"

৭২

তবে পুরুরাজ উঠি সিংহাসন হ'তে
বাষ্পগদগদকণ্ঠে কহিলা গম্ভীরে,
"ধন্যবাদ বিধাতায় ! যাঁহার কৃপাতে
তরিনু সঙ্কটে আমি, সেই বিশ্বেশ্বরে

৭৩

শত শত নমস্কার, শত শতাধিক
ধন্যবাদ গ্রীকরাজে, প্রাজ্ঞ মন্ত্রিবরে,
কোথাও দেখেনি কেহ ক্ষমা এতাধিক !
দেখে শুনে মুগ্ধ প্রায় হয়েছি অন্তরে !

৭৪

আশাতীত করুণা করিলে মোর প্রতি,
মিত্রাধিক সদ্ভাবে ভরিয়া দিলে মন,
এখন এ স্বপ্নবৎ হতেছে প্রতীতি,
হায় ! কে জানিত তব হৃদয় এমন

৭৫

দেবত্বে পূরিত ? তাহা জানিতাম যদি,
তা'হলে কি এ অবস্থা হ'ত সম্ভাবিত ?
হায় ! সে অদৃষ্ট মোর, প্রতিকূল বিধি
অকারণে এতদূরে করেছেন নীত !

৭৬

হে আমার অকপট স্নেহাস্পদ বীর !
হে ভুবন-অলঙ্কার ! তোমার সৎকারে
ভুলিয়াছি পুত্রশোক ! হইয়াছি স্থির,
এখন তোমার ঋণ শোধিব কি ক'রে,

৭৭

তাহাই ভাবিছি মাত্র ! শুনি সেকেন্দার,
কহিলা "হে মহারাজ ! পূজ্য বীরবর !
যা হবার হইয়াছে, সাধ্য নাই তার,
তাহার কারণে ক্ষুব্ধ করিয়া অন্তর—

৭৮

কি ফল হইবে আর ? আপনার বলি
হৃদয়ে রাখিবে মোরে, এই সে প্রার্থনা,
ভারতের সুসভ্যতা, জ্ঞানরত্নাবলি,
সংগ্রহ উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি একজনা

৭৯

রাখিয়া, স্বদেশে আমি করিব প্রস্থান,
কালে যদি গ্রীক উপনিবেশ এখানে
হয়, তার জন্য যত্ন করিব বিধান !
সেই জন্য স্থান কিছু চাহি তব স্থানে !

৮০

ইহা ভিন্ন কিছুই না চাহি আমি আর,
( তিল পরিমাণ ভূমি চাহিনা ভারতে ! )
বিজয়বাহুর কথা হৃদয়ে আমার
রয়েছে অঙ্কিত, তাঁর পৈত্রিকরাজ্যেতে

৮১

অভিষিক্ত হইবে, সে শঠ তক্ষশীল,
আমারে ভুলায়েছিল বিবিধ বিধানে,
উপযুক্ত প্রতিফল পাইল দুঃশীল,
দেশদ্রোহী জনে আমি ঘৃণা করি মনে !

৮২

প্রথমে চরিত্র তা'র পারিনি বুঝিতে,
ক্রমে জানিলাম সেই করিয়া ছলনা
বিজয়ের রাজ্যধন হরি চাতুরিতে
আপনারে রাজা বলি করেছে ঘোষণা !

৮৩

দেশদ্রোহকার্য্য যেই করিতে উদ্যত,
তাহারে বিশ্বাস করা নহে যুক্তিমতে,
হাতে হাতে প্রতিফল পেয়েছে দুষ্কৃত !
তক্ষশীলা-সিংহাসন ন্যায় ধর্ম্ম মতে—

৮৪

মহাবীর বিজয়বাহুর যোগ্যস্থান,
যুদ্ধ করি তা'র সঙ্গে হয়ে অতি প্রীত;
এই পুরস্কার তা'র করিনু বিধান।
যাও রাজা, রাজপুরে হয়ে আনন্দিত !"

৮৫

এত বলি বহুমূল্য রাজ-পরিচ্ছদে,
অসিচর্ম্ম-মুকুট-কবচ-রত্নাহারে—
পুরুরাজে সুসজ্জিত করিয়া আহ্লাদে,
হস্তি-অশ্ব-ধন-রত্ন নানা উপহারে

৮৬

তোষিলা যতনে বীর আলেকজাণ্ডার!
সুসজ্জিত রথে আরোহিয়া মহাবল
চলিলেন নিজপুরে, সহিতে তাঁহার
চলিতেছে সারি সারি রাজরক্ষিদল।

ইতি আর্য্যসঙ্গীত-জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে প্রতিদাননাম
চতুর্দ্দশ সর্গ।

# পঞ্চদশ সর্গ।

১

এদিকে বিজয় শুভ সংবাদ পাইয়া
শত শত সম্ভ্রান্ত, সর্দ্দার-রাজগণে
সঙ্গে করি, রাজ অভ্যর্থনার লাগিয়া
সুপ্রস্তুত রহিয়াছে নগরতোরণে।

২

দেখিতে সে রাজেন্দ্রেরে ভাঙ্গিল নগর,
বহিল জনপ্রবাহ রাজবর্ত্ম পরে,
হর্ষকোলাহলে যেন উথলে সাগর,
স্থাপিত মঙ্গলঘট প্রতি দ্বারে দ্বারে।

৩

প্রতি দেবালয়ে রাজকল্যাণ কারণে
হইতেছে যাগ যজ্ঞ দেবতা পূজন,
অন্নবস্ত্র অর্থদানে দীন দুঃখীগণে
তোষিছে নগরবাসি হয়ে হৃষ্ট মন!

৪

পথ-পার্শ্বে অট্টালিকা বাতায়ন হতে,
শত শত পুরনারী কুসুমের দাম
বরষিছে রাজভক্তি-উদ্বোধিত চিতে,
রাজছত্রপরে স্তূপে-স্তূপে অবিরাম।

৫

কুসুমরাশিতে পূর্ণ হ'ল রাজপথ,
বাজিছে বিবিধবাদ্য শ্রবণমোহন
নানাস্থানে, ক্রমে মহারাজ মহারথ
উপস্থিত রাজপুরে, অমনি তখন

৬

অন্তঃপুরে শোকোচ্ছ্বাস উঠিল ভীষণ,
পুত্রশোকাতুরা মহারাণী সুলোচনা,
আছাড়িয়া রাজপদে পড়ি অচেতন
হইলা, সহসা যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা !

৭

শোকবিমূর্চ্ছিতা দেখি সে মহাদেবীরে,
অতি ব্যস্ত হয়ে যত অনুচরীগণে,
সাধিয়া চেতনা তাঁর তুলে হাতে ধ'রে,
সান্ত্বনা করিছে সবে বিবিধবিধানে ।

৮

বীর্য্যবতী শৈলরাণী বিজয়গুণধি
বসি মহারাণীপার্শ্বে পুরুরাজ সনে,
মলিনবদনে, নাই দুঃখের অবধি,
অবিরাম অশ্রুধারা ঝরিছে নয়নে !

৯

কিছুক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়ে পুরুবীর,
কহিলা সে মহারাণী সুলোচনা প্রতি,
"ঘটিয়াছে যাহা তাহা লিখন বিধির,
খণ্ডন করিতে কারো নাহিক শকতি !

১০

একমাত্র অনুপম গুণের সাগর,
বীরপুত্র, এই রাজবংশের কেতন,
পড়িয়া সম্মুখরণে অমরানগর
করিয়াছে অলঙ্কৃত, তাহার মতন

১১

কে আছে অদৃষ্টবান এ মরধরাতে ?
তা'র জন্য শোক করা নহে সমুচিত ।
স্থির হও মহাদেবী, দেখ নয়নেতে
অন্তঃপুরে চন্দ্রসূর্য্য হয়েছে উদিত !

১২

একপুত্র পরিবর্ত্তে পুত্রকন্যাদ্বয়ে
পাইয়াছি অনায়াসে দেখ ভাল করে,
প্রাণাধিক বিজয়শৈলের মুখচেয়ে
ভুলি পত্রশোক লভ সান্ত্বনা অন্তরে !

১৩

পথে পড়ে পাইয়াছি এ যুগলনিধি,
এমন কখনও আর দেখনি নয়নে,
সহস্র রাজার ধন মিলায়েছে বিধি,
ইহাদিগে হৃদে ধরি জুড়াও জীবনে !"

১৪

এত কহি করে ধরি শৈলবিজয়েরে
সুলোচনা অঙ্কোপরি করিলা স্থাপন,
হেরিয়া সে অপরূপ বিমুগ্ধঅন্তরে
হইলেন মহারাণী সুস্থির তখন !

১৫

অপূর্ব্ব বাৎসল্যস্নেহে দ্রবীভূত হয়ে
অপলকে নিরখে কুমার-কুমারীরে,
মমতায় একেবারে অভিভূত হয়ে
অভিষিক্ত করে দোঁহে স্নেহের-আসারে!

১৬

অতি প্রজ্ঞাবতী মহারাণী সুলোচনা,
ভবিতব্য ভাবি, শোকসন্তপ্ত-স্বামীরে
প্রসন্ন হেরিয়া, হৃদে পাইল সান্ত্বনা,
কহিলা রাজেন্দ্রে চাহি প্রফুল্ল-অন্তরে,

১৭

"জন্মিলেই মৃত্যু হয় এ মরজগতে,
আমার সে প্রাণ পুত্র স্বদেশের তরে
সম্মুখসংগ্রামে শত্রু দলিতে দলিতে
যথার্থ বীরের মত দেহত্যাগ ক'রে

১৮

বৈকুণ্ঠে গিয়াছে চলি, তাহার কারণে
কিজন্য করিব শোক? একের বদলে
পাইয়াছি দুই, পুত্রকন্যারত্নধনে,
পূজিতে পেতেছি তব চরণকমলে,

১৯

হেরি যদি নাথ তব প্রসন্নবদন,
পান করি যদি তব স্নেহসুধাধার,
যত শোকদুঃখ সব হয় নিবারণ,
জীবনে মরণে সার ঐ শ্রীচরণ!"

২০

শুনিয়া রাণীর উক্তি হর্ষোৎফুল্ল-স্বরে
কহিলেন পুরুরাজ "আর এক তব
আছে স্নেহময়ী কন্যা, দেখাইব পরে
গ্রীকমহারাণী সেই, স্নেহ-অকৈতব !

২১

করুণার প্রতিকৃতি রোসেনা, আমার
জীবনদায়িনী শান্তিদেবী এ ধরাতে,
উথলি তাঁহার হৃদি স্নেহপারাবার
আপ্লুত করেছে মোরে সুধাতরঙ্গেতে !

২২

নারীকুল-কৌস্তুভ সে দেবী রোসেনার
স্নেহামৃত পান করি গ্রীক্‌কারাগারে,
ছিলাম জীবিত, কথা কি কহিব তাঁর ?
পিতৃহীনা 'পিতা বলি' তোষিত আমারে !"

২৩

এইরূপে আদ্য হইতে যত বিবরণ,
কহিলেন পুরুরাজ সবার গোচরে,
গ্রীক রাজমহত্ত্ব করিতে সংকীর্ত্তন,
প্রেমাবেগে নেত্রে জল ঝর্ ঝর্ ঝরে !

২৪

পুনঃ কহিলেন বীর "গ্রীকধুরন্ধর
সবিশেষ গুণগ্রাহী, অতীব ধীমান,
একদিন মাত্র করি সম্মুখসমর
বুঝেছেন এদেশে বিফল অভিযান !

২৫

হিন্দুদের প্রতাপ নিরখি নয়নেতে,
সঙ্কুচিত গ্রীকসৈন্য সংগ্রামে বিমুখ,
স্পষ্টই বলেছে তা'রা বীরের সাক্ষাতে
"কদাচিৎ আর না হইবে পূর্ব্বমুখ!"

২৬

যুদ্ধে যুদ্ধে পরিক্লান্ত গ্রীক সেনাদল,
স্মরিয়া ক্ষত্রিয়বীর্য্য বিমুখ রণেতে,
বুঝি গ্রীকবীরবর স্বীয় বাহুবল,
জয়কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন মতে

২৭

'উচ্চসাম দান' রাজনীতি অনুষ্ঠানে
বাঁচায়ে স্বীয় মহত্ত্ব বিজয়গৌরব,
ফিরিবেন, শুনিলাম আচার্য্যের স্থানে
গিয়াছিলা সেকেন্দার, তাঁহার বৈভব

২৮

দেখিয়া নয়নে, হেরি তাঁহার মূরতি,
শুনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ জীবন্তবচন,
অভিভূত দ্রবীভূত মাসিডোনপতি,
ভারত অজেয়দেশ জেনেছে এখন!

২৯

ভারত অদ্ভুত স্থান, সাহিত্য-দর্শন
তত্ত্ববিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান,
যুদ্ধবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা নানা বিদ্যাধন
পরিপূর্ণ, সমুন্নত অতি গরীয়ান!

৩০

সভ্যতায় স্বর্গের সমান, ধরাতলে
ভারতীয় মানবেরা স্বর্গের দেবতা,
ইহাদিগে পরাজয় করা বাহুবলে
অসম্ভব, এই হেতু অতি উদারতা

৩১

প্রদর্শন করি বীর মোহিল সকলে!
বস্তুতঃ সে গুণগ্রাহী বিশাল মহৎ
প্রেমপূর্ণহৃদয় ভুলিতে কোন কালে
পারিবনা, ধরাধামে বাঁচিব যাবৎ!

৩২

প্রীতি-উপহারে তাঁ'রে প্রীত করিবারে
সমারোহে সুসজ্জা করিয়া ত্বরা করি,
বহুমূল্য দ্রব্যভার পাঠাও তাঁহারে,
রতন-মুকুট, বর্ম্ম, চর্ম্ম, তরবারি,

৩৩

দিব্য রত্নময়হার, রত্ন-পরিচ্ছদ,
নানা রত্নধন, সুসজ্জিত গজবাজী
দাও সেকেন্দারে, আর স্নেহের আস্পদ
রোসেনার তরে হেমমণি মুক্তারাজি-

৩৪

খচিত বিচিত্রশিল্পচাতুরিপূরিত
নানাবিধ আভরণ দাও পাঠাইয়া,
কলসী কলসী দাও সুধা নানামত
নানা ফল পুষ্পাসব অমৃত জিনিয়া।

৩৫

বহুবিধ পলান্ন মিষ্টান্ন রাশি রাশি
পাঠাও সে বীরবরে অহে মন্ত্রিবর !"
শুনিয়া অমাত্যবর মহোল্লাসে ভাসি
পাঠাইতে উপহার হইল তৎপর।

৩৬

এদিকে সে মহাবীর গ্রীক অধীশ্বর,
বসেছেন সভাতলে লইয়া স্বগণে,
বিজয়গৌরবে ভাসে বদনভাস্বর !
মহানন্দে মহোৎসবে মগ্ন সর্ব্বজনে।

৩৭

আরিস্তভাল সঙ্গে দণ্ডমাচার্য্যের
অলৌকিক স্বভাবের প্রসঙ্গ তুলিয়া
নানাবিধ তত্ত্বপূর্ণ আলাপ সুখের
করিছেন, একচিত্তে আপনা ভুলিয়া।

৩৮

এমত সময়ে আসি শাস্ত্রী একজন
কহিল প্রণাম করি কৃতাঞ্জলি ক'রে,
"হে রাজেন্দ্র পূজ্যপাদ দেবের নন্দন !
মহারাজ পাঞ্চনদ মহা আড়ম্বরে

৩৯

পাঠায়েছে নানা উপঢৌকন সম্ভার
অতি সমারোহে, দূত শিবির বাহিরে
উপস্থিত, আজ্ঞামাত্র হয় আগুসার,
যথাদেশ মহারাজ ! করুন দাসেরে।"

৪০

ইহা শুনি মহামনা গ্রীকধুরন্ধর,
আনন্দ উৎফুল্লচিত্তে কহিলা শাস্ত্রিরে,
"সমাদরে সে সবারে আনহ সত্বর!
যাও বীর সেলুউকস! অভ্যর্থনা ক'রে

৪১

আনহ সে রাজদূতে, দ্রব্যাদি সহিতে,
দেখি কি দিয়াছে, রাজকুলঅলঙ্কার,"
আজ্ঞামাত্র সেনাপতি শিবির দ্বারেতে
উপস্থিত হয়ে, করি অতি শিষ্টাচার

৪২

আনিল সে রাজদূতে, কহিল হর্ষেতে,
বহুবিধ দ্রব্যভারে পূর্ণিত প্রান্তর!
বাহিরিয়া শুভদৃষ্টি করুন নেত্রেতে।
শুনি গ্রীকবীরবর হইয়া সত্বর—

৪৩

পাত্রমিত্র সেনাপতি অনুচরদলে
বেষ্টিত হইয়া আসি শিবিরের দ্বারে,
দেখি সেই সমারোহ, অতি কুতূহলে
ধন্যবাদ করিলেন পুরু মহাবীরে।

৪৪

পরে রাজদূতবরে দিব্যসম্মানেতে
সম্মানিত করি দিয়া নানা পুরস্কার,
বসাইয়া সমাদরে সম্মুখভাগেতে
জিজ্ঞাসেন রাজবার্তা করি শিষ্টাচার!

৪৫

দূত সবিশেষ কহি কুশলবচন,
রাজলিপি প্রদান করিল সমাদরে,
মন্ত্রিবর পত্রপাঠ করেন তখন—
"হে রাজাধিরাজ গ্রীক-গৌরব ! তোমারে

৪৬

কি বলিয়া সম্বোধিব ? স্বর্গীয় প্রীতিতে
উদ্ভাসিত চিত্ত তব, সারল্য-আধার,
অমৃতের উৎস তুমি সংসার-মরুতে,
সদ্গুণের খনি তুমি স্নেহপারাবার !

৪৭

পুত্রবৎ আমি তব হেরি চন্দ্রানন,
অপূর্ব্ব বাৎসল্যরসে গলিয়া গিয়াছি,
হে বৎস, হে প্রিয়তম, হৃদয়নন্দন !
তোমারে পাইয়া পুত্রশোক ভুলিয়াছি।

৪৮

গ্রীকরাজলক্ষ্মীদেবী অনুপমা সতী
সাম্রাজ্ঞী করুণাময়ী রোসেনা, আমার
এ দগ্ধ হৃদয়ক্ষেত্র স্নেহামৃতে যদি
না সিঞ্চিত বিসিক্ত করিয়া কারাগার,

৪৯

তা'হলে এ প্রাণপাখী মরিত পুড়িয়া,
তোমার মহত্ত্ব ক্ষমা থাকিত কোথায় ?
সেই প্রাণাধিকা কন্যা রোসেনা লাগিয়া
যৎকিঞ্চিৎ আভরণ দিলাম তোমায়,

৫০

এই আভরণ গুলি দিনেকের তরে
আমার সে স্নেহময়ী কন্যা রাজেন্দ্রাণী
পরিধান করি, তাঁর সুদীন পিতারে
পরিতোষ করিবেন, অহো মহামানি !

৫১

তোমারে কি দিব, আর কি আছে আমার ?
সমস্ত হৃদয়রাজ্য করিয়াছ জয়,
যা আছে আমার বৎস ! সমস্ত তোমার,
গ্রীক-উপনিবেশ যেখানে ইচ্ছা হয়

৫২

পার করিবারে, বৎস ! থাকিয়া ভারতে
সমগ্র বিজিত রাজ্য করহ শাসন,
নিত্য ঐ মুখচন্দ্র পাইব দেখিতে,
তুমিও করিবে নানা জ্ঞান উপার্জ্জন !

৫৩

যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য যাহা করিনু প্রদান
গ্রহণ করিয়া মোরে সমধিক স্নেহে
আবদ্ধ করিবে, বৎস ! তোমার সম্মান
পরাজিত করিয়াছে সাগরপ্রবাহে !

৫৪

অকিঞ্চিৎকর এই দ্রব্য সমুদয়
গ্রহণ করিবে নিজ মহত্ত্বগুণেতে ;
তোমারে এখন আর চক্ষুলজ্জাভয়
করিনা, ভাবিনা তুমি বিদেশী মনেতে !

৫৫

দেখিনা তোমারে পৃথ্বীবিপ্লবী দুর্দ্দম,
দেখি স্নেহাস্পদ প্রিয়পুত্রের অধিক,
দেখি শান্ত-প্রসন্ন-ধার্ম্মিক অনুপম
প্রাজ্ঞ রাজ-ঋষিতুল্য অতি গুণাধিক !

৫৬

কি জানি কি সূত্রে বিধি ঘটান কিরূপ,
শক্রভাবে পুত্রলাভ বিচিত্র কথন।
জগতের ইতিহাসে চিত্র অপরূপ !
—থাকিবেক চিরকাল ইহার স্মরণ !

৫৭

এখন বিজয়বাহু বিবাহ-উৎসবে
সদম্পতি আসিয়া এ পাঞ্চালপুরেতে,
আনন্দের সাগরেতে ভাসাইবে সবে !
আগামী সপ্তাহে শুভ শুক্রবাসরেতে

৫৮

হইবেন বিবাহিতা কেকয়কুমারী
বীরাঙ্গনা শৈলবালা, তক্ষশীলাপতি
বিজয়বাহুর সহ, বিজয় তোমারি—
অনুগত ভ্রাতা এবে অহে মহামতি !"

৫৯

শুনিয়া রাজার পত্র গ্রীসের ঈশ্বর,
আনন্দে উৎফুল্লচিত্ত, ধন্যবাদ করি
পুরু মহারাজে বীর লিখিলা উত্তর
অতিমাত্র বিনয় ও শিষ্টাচার করি।

৬০

"হে মহাত্মা ! পূজ্যবর, ভক্তির ভাজন !
আপনার স্নেহামৃতপূর্ণ ব্যবহারে,
জগতে বিমুগ্ধ নাহি হয় কোন্ জন ?
বহু অনুগ্রহ করা হয়েছে আমারে !

৬১

রাজদত্ত উপহার সাদরে গ্রহণ
করিলাম, প্রিয়তমা রোসেনার তরে.
যে সব অমূল্য ভূষা দিয়াছ, রাজন !
ভূষিত হইয়া তাহে, তোষিতে তোমারে

৬২

যা'বে ধর্ম্মকন্যা তব আমার সহিতে,
প্রধান প্রধান যত গ্রীক পুরুষেরা
যাইবেন সঙ্গে মোর উৎসব দেখিতে,
স্ত্রী পুরুষে শতাধিক হইব আমরা।

৬৩

যোগ্যে যোগ্য-সম্মিলন, দেবদেবীদ্বয়
হইবেন পরিণীতা দেখিব নয়নে,
এ মোর পরমভাগ্য দেবের আলয়
হইলাম নিমন্ত্রিত বিবাহ দর্শনে !"

৬৪

এইরূপ পত্র দিয়া পুরুরাজ দূতে
বিদায় করিয়া যথোচিৎ শিষ্টাচারে,
উপস্থিত খাদ্যরাশি দেখি সম্মুখেতে,
ভোজন-উৎসব তরে কহেন সবারে !

৬৫

শুনি রাজআজ্ঞা এফেষ্টিন ক্রূরমন
কহিল, "শত্রুর অন্ন বিশ্বাস করিয়া
ভক্ষণ করিয়া সবে হারাব জীবন,
অবশ্যই তীক্ষ্ণবিষ মিশ্রিত করিয়া

৬৬

দিয়াছে খাদ্যেতে, দ্বিধা হয় বিলক্ষণ,
মার্জ্জার কুক্কুরগণে এক এক করি
সমুদয় কিছু কিছু ক'রায়ে ভোজন,
অগ্রে খাদ্য দ্রব্য সব দেখিয়া বিচারি

৬৭

বিশুদ্ধ যদ্যপি হয় তাহা হলে পর
হবে রাজভোগযোগ্য, তৃপ্তির সহিতে
ভক্ষিবে সকলে"; শুনি গ্রীকবীরবর
উপহাস করি' কহে হাসিতে হাসিতে

৬৮

"সাবধান সেনাপতি! করনা ভোজন,
হলাহল মিশ্রিত এ খাদ্য দ্রব্য সব
মার্জ্জার কুক্কুরে কেন করিয়া ভোজন
মরে আর সে অবোধ গরিবেরা সব ?

৬৯

আমিই মরিব নিজে হলাহল পানে।"
এত বলি মহামনা আলেকজাণ্ডার,
পরিচারকের দলে কহিল তৎক্ষণে
"সমুদয় কিছু কিছু করিব আহার !

৭০

দাও সুপবিত্র অন্ন করিব ভক্ষণ,"
শুনি দাসদল শীঘ্র হইয়া তৎপর,
রাজদত্ত নানা খাদ্য করিল অর্পণ,
ভোজন করেন বীর আলেকজণ্ডর!

৭১

চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় উপাদেয় অতি
নানাবিধ পলান্ন মিষ্টান্ন সুধাতার,
নানা ফল পুষ্পাসব পিষ্টক প্রভৃতি
মহানন্দে গ্রীকরাজ করিয়া আহার—

৭২

অতি পরিতৃপ্ত হয়ে কহে' সভাজনে
"এইবার সন্দেহ কি আছে কারো আর?
না বুঝিয়া অবিশ্বাস করি, অকারণে
এফেষ্টিন মনঃকষ্ট দিয়াছে আমার!

৭৩

ভারত ভূস্বর্গ এর অধিবাসিগণ
পবিত্র দেবতা, অতি নির্ম্মলপ্রকৃতি,
জানেনা ইহারা কভু শঠতা কেমন,
বিশেষতঃ মহাত্মা সে পঞ্চনদপতি।

৭৪

যথার্থ বাৎসল্যস্নেহে অভিভূত হয়ে
পবিত্র হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করে
দিয়াছেন মহাবীর, বীরের হৃদয়ে
ক্রূরতাভুজঙ্গ কভু থাকিতে না পারে।

৭৫

এতাধিক নীচকর্ম্ম করে কোন্ বীরে ?
কাপুরুষ যোগ্য এই নিকৃষ্ট কল্পনা
করি, এফেষ্টিন ধরা দিল আপনারে,
যা'র যে প্রকৃতি তাহা গোপনে থাকেনা !

৭৬

যার যত পরাক্রম জেনেছি সকল,
ষোড়ষবর্ষীয় শিশু বীর সুকুমারে
বধিয়া আমারে অতি ব্যথিত কেবল
করিয়াছ ! ভেদনীতি অনুষ্ঠান ক'রে

৭৭

চোরের সমান মোরে করি কলঙ্কিত,
তক্ষশীল-কুবুদ্ধিতে চালিত হইয়া,
প্রলোভনে ব্যোমকেশে করি বশীভূত।
গোপনে নিশীথকালে দস্যুতা করিয়া

৭৮

করেছ যে অপকার্য্য না শুনি বচন ,
যদি পঙ্কে নিমগ্ন না হ'ত গজবর,
ন্যায়মতে পুরুসনে হত যদি রণ ;
যদি আমি সে সময়ে হইয়া তৎপর

৭৯

না হ'তাম অগ্রসর, তাহা হ'লে পরে
পুত্রহত্যা প্রতিশোধ করিত প্রদান,
যাইতে হইত সেইদণ্ডে যমপুরে !
মহাবাহু পুরুরাজ বজ্রাগ্নি সমান

৮০

দলবল সহ ভস্ম করিত তোমারে !
  আমার অপ্রতিহত অদৃষ্টের জোরে
রক্ষা পেলে কোনমতে, দৈবচক্রে পড়ে
  বন্দী হ'ল মহাবীর পড়িয়া দুস্তরে !

৮১

যদি তাঁরে ন্যায়যুদ্ধে করিতাম জয়
  তা'হলে শ্লাঘার কথা ছিল শক্র বলি,
করিয়া সে মহাত্মারে অন্যায়ে বিজয়
  নিরন্তর অনুতাপ অনলেতে জ্বলি !

৮২

হেরি তাঁর স্বাভাবিক প্রতাপগৌরব,
  বীরজনোচিত চিত্ত, উদারস্বভাব,
দেবতা বলিয়া তাঁ'রে হয় অনুভব,
  এই হেতু তাঁর সনে ভুলি বৈরিভাব—

৮৩

স্বাভাবিক প্রীতিপাশ-আবদ্ধ হৃদয়ে
  দারুণ দুঃখেতে তাঁরে করিতে সান্ত্বনা,
যত্ন চেষ্টা করিতেছি বিবিধ উপায়ে,
  তুমি কেন বিপরীত করিছ ভাবনা ?

৮৪

এই যে অচ্ছেদ্য প্রীতি-সন্ধি-বন্ধনেতে
  বান্ধিনু ভারতে আমি, উদ্দেশ্য ইহার
গুরুতর ! কেবা তাহা পারিবে বুঝিতে ?
  ( এই শেষ দিগ্বিজয় হইল আমার ! )

৮৫

মিটেছে আগ্নেয় তৃষ্ণা অপার লালসা,
প্রেমবন্যা প্লাবনে সুসিক্ত হৃদিস্থল,
( বুঝিয়াছি জগতে অমৃত ভালবাসা!
বৃথা দম্ভ অভিমান তুচ্ছ বাহুবল!)

৮৬

বুঝিয়াছি দুঃখময় সংসার মধ্যেতে
হৃদয়গৌরবমাত্র সুখ-সুধাস্বাদ,
বৃথা কাষ্ঠ-লোষ্ট্র, আমি সংগ্রহ করিতে
ভ্রমিতেছি দেশে দেশে করিয়া বিবাদ!

৮৭

নিষ্ঠুর-কুটিল-প্রাণ-শূন্য মূর্খগণ
সহবাসে ভুলিয়াছি বিবেক-হৃদয়,
সিংহশার্দ্দূলের মত হিংসা আচরণ
করিয়া বেড়াই ছুটে ভূমণ্ডলময়!"

৮৮

এইরূপ মহাবীর কহি এফেষ্টিনে,
ভোজন করিতে আজ্ঞা করিল সকলে,
এফেষ্টিন মনোদুঃখে বিরস বদনে
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল সভাস্থলে!

৮৯

রাজদত্ত চর্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় সব
নানাবিধ সুখাদ্য ভুঞ্জিয়া গ্রীকগণ,
পান করি সুধাসম নানা পুষ্পাসব,
অতি পরিতৃপ্ত, মত্ত হইয়া তখন

৯০

নানাবিধ আনন্দ-উৎসব প্রবাহেতে
ভাসমান হ'ল সবে, শিবির-সাগরে
উথলে তরঙ্গ যেন, সঙ্গীতবাদ্যেতে
দিকচয় বিমোহিত হ'ল একেবারে !

ইতি আর্য্যসঙ্গীত জাতীয়-নিগ্রহ
মহাকাব্যে ভোজনোৎসব
নাম পঞ্চদশ সর্গ।

# ষোড়শ সর্গ।

১

শারদ-পূর্ণিমা নিশা উজ্জ্বল ভুবন,
নির্ম্মল সুনীলানন্ত প্রশান্তগগনে
হাসিছে যামিনীকান্ত কৌমুদীরঞ্জন ;
ফুটিছে কুসুমবালা অমৃতকিরণে !

২

সেফালি, মল্লিকা, যূথি, চম্পক, টগর,
নিশাগন্ধ, গন্ধরাজ, স্থলকমলিনী
—বিকসিত, মধুগন্ধে বিহ্বল ভ্রমর
—করিছে বীণার তানে গুণ-গুণ-ধ্বনি।

৩

অমিয়-চন্দ্রিকাস্রোতে-পরিস্নাত হয়ে,
গাহিয়া পাপিয়া দূর আকাশের কোলে
উড়িছে, অনন্তশূন্যে প্রতিধ্বনি হয়ে,
সে স্বরতরঙ্গ যেন উচ্ছ্বাসে উথলে !

৪

নিদ্রাগত কমলিনী সরসী-শয্যায়,
দিবাভ্রমে মুগ্ধ অলি মকরন্দ আশে
মুদিত পদ্মিনীপদে পড়িয়া লুঠায়,
গুণ, গুণ, গুণ, তানে সাদরে সম্ভাষে !

৫

চক্রবাক চক্রবাকী বিরহে আকুল,
দুকুলে দু'জনে থাকি ডাকে উভরায়!
রজনী প্রভাত আশে হইয়া ব্যাকুল,
ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্বদিকভাগ প্রতি চায়!

৬

জ্যোৎস্নাধবলাকীর্ণ নিশায় দিবস
ভাবি কলহংসকুল মিলিছে নয়ন,
শাখিশাখে পাখী সব অলসে অবশ
থাকিয়া থাকিয়া করে মধুর কূজন!

৭

নির্ম্মল কাজল-জিনি বিতস্তার বারি
উজলিছে চক্‌মক্ পূর্ণচন্দ্রকরে,
যেন কৌমুদীর দল নীলাম্বর ছাড়ি,
তটিনীতরঙ্গে পশি জলক্রীড়া করে!

৮

তীরেতে শোভিছে দিব্য পাঞ্চাল নগরী, *
যেন মন্দাকিনীতীরে শোভে সুরলোক!
চিরশারদীয়পূর্ণচন্দ্র বিভাবরী-
সেবিত, অজ্ঞাত ব্যাধি জরা মৃত্যুশোক—

* প্রাচান পাঞ্চালনগর বিতস্তাতীরে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে সরিৎ প্রবাহের সম্যক পরিবর্ত্তন হওয়ায় তত্তীরবর্ত্তী নগরাদি অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে বিতস্তাহ্রদয়ে যে শৈলসেতু বিদ্যমান ছিল, এক্ষণ তাহার কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ইহা খ্রীষ্টাব্দের তিন শত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বকাব কথা। এই সুদীর্ঘ কালস্রোতে কোথায় কি ভাসিয়া গিয়াছে, কোন্ বস্তু কি প্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে স্থির করা অসম্ভব।

৯

দেবতার দলে মগ্ন মহামহোৎসবে,
মহাসমারোহ আজ পঞ্জাবনগরে,
রাজপুরী পরিপূর্ণ অতুলবৈভবে,
অসংখ্য বিজয়কেতু নগর প্রাচীরে—

১০

দুর্গের উপরে, রাজপ্রাসাদের চূড়ে
উড়িতেছে মহোল্লাস করিয়া সূচনা,
সাগরে তরঙ্গ যেন খেলে স্তরে স্তরে
কল্লোলশবদ জিনি বিবিধ বাজনা—

১১

—বাজিতেছে দিক্‌চয় করিয়া শব্দিত,
মহাহর্ষকোলাহল উঠিছে অম্বরে,
ভারত রাজন্যগণ হয়ে আমন্ত্রিত
সমবেত, রাজসভা উজ্জ্বলিত করি।

১২

তক্ষশীলা-কেকয় রাজ্যের মুখ্যগণ,
কুলাচার্য্য সেনাপতি সচিব সর্দ্দার,
ধাত্রী, রাজ মিত্রদল, প্রজা অগণন
আগমন করিয়াছে, নানা উপহার

১৩

আনিয়াছে তাহাদের রাজা রাজ্ঞী তরে;
বিজয়ী বিজয়বাহু শৈলসুন্দরীরে
হেরিয়া নয়নে অতি প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রাণ খুলে শত শত আশীর্ব্বাদ করে।

১৪

বহু মানসহ রাজ ভক্তি উপহারেঃ
পূজিল অমাত্য সেনাপতি সেনাগণ
প্রজাগণ সহ, নবরাজ দম্পতিরে,
অনুরাগ পরাকাষ্ঠা করি প্রদর্শন।

১৫

নানা রাজ্য হইতে আগত শত শত
জনরাশি পরিপূর্ণ পঞ্জাব নগরে,
গৃহে মাঠে ঘাটে বাটে লোক সংখ্যাতীত,
মহামহোৎসবে সবে মত্ত একেবারে!

১৬

নানাস্থানে নিত্য বাদ্য আনন্দ-সঙ্গীত
হইতেছে, নাচিতেছে নর্ত্তকী সকল,
নিত্য গীত-ঐকতানে সবে বিমোহিত!
কোথাও বা রঙ্গালয়ে অভিনেতাদল

১৭

অভিনয় করিতেছে নাট্য অভিনব,
নব-বীরদম্পতির অপূর্ব্ব আখ্যান,
হইয়া দর্শকগণ চিত্ত-অভিভব
নাট্যভ্রমে ভাবরসে আকুলিত প্রাণ!

১৮

কোথাও বা বন্দী, নব-বীরদম্পতির
মহিমা পূর্ণিত সুমধুর গাথাবলী
গাহিতেছে, শুনিয়া সে ওজস্বী গম্ভীর
—কাব্যকথা, বীর হৃদি উঠিছে উথলি!

১৯

যথাকালে যথাযোগ্য ক্ষত্র ব্যবহারে *
উদ্‌বাহ সম্পন্ন হল, নবীন দম্পতি
চির-আশা পোষিত স্বর্গীয়প্রীতিভরে
বিগলিত, লজ্জাহত, পরস্পর প্রতি

২০

অমৃত অধিক প্রিয় স্নিগ্ধ অপাঙ্গেতে
নিরখিয়া চিত্তাবেগে শিহরে পুলকে !
কুহরে হৃদয়-পাখী প্রাণের কুঞ্জেতে,
উদ্ভাসিত পরস্পর স্বর্গীয় আলোকে !

২১

শুভোদ্বাহ পরদিন মধ্যাহ্ন কালেতে
পুরন্দর সভা জিনি, রত্নাকর সম
মহাসভা সমবেত, রাজন্যগণেতে
পরিপূর্ণ, গৌরব পূর্ণিত অনুপম !

২২

রাজন্যমণ্ডিত হয়ে পঞ্চনদেশ্বর
বসেছেন মধ্যস্থলে রত্নসিংহাসনে.
কেকয়-ঈশ্বরী তক্ষশীলার ঈশ্বর
বিজয়বাহুকে লয়ে অতি হৃষ্ট মনে !

২৩

সর্ব্বোচ্চ মহার্ঘতম সিংহাসনপ'রে
বসেছেন গ্রীকবলী রোসেনা সহিতে,
স্বীয় সহচরগণে লয়ে চারিধারে,
অপরূপ শোভা, তাহা নাপারি বর্ণিতে !

* বর্ত্তমান সময়ে শরৎকালে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রাচীনকালে ইহার কোন বিধি নিষেধ ছিলনা।

২৪

নানাদিকদেশাগত রাজ-অনুচর
সহস্র সহস্র উপবিষ্ট সভাপরে,
বিচিত্র এ সমারোহ, গ্রীসের ঈশ্বর
হেরিয়া বিমুগ্ধচিত্ত হ'ল একেবারে !

২৫

অদম্য হৃদয় যার মহাসমরেতে,
শত্রুর সাগরে পড়ি দমেনা অন্তর,
আজ সেই এ প্রশান্ত সভার মধ্যেতে
চিন্তাবেগে অভিভূত ! হেরিয়া সুন্দর

২৬

সুসভ্যতা, সমারোহপূর্ণ সভাস্থল,
হেরি আর্য্য রীতিনীতি, রত্নসিংহাসনে
রাজশ্রীমণ্ডিত বীর দম্পতিযুগল,
সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ চিত্ত হইলা তৎক্ষণে।

২৭

"রণস্থলে উগ্রচণ্ডা বেশেতে যাঁহারে
হেরেছিনু, এই কি সে নারী সুদারুণা ?
এযে শান্তি-প্রীতি-স্নেহাধার একাধারে,
ব্রীড়া-অবনত যেন সাক্ষাত্ করুণা !

২৮

কি আশ্চর্য্য সুশিক্ষা এ সুশীলা বালার,
কোমলে কঠিনে কভু হেন সম্মিলন
দেখিনাই, হেন দেবী গুণের আধার
বিজয়েরি উপযুক্ত ভূষণশোভন।"

২৯

এইরূপ স্বগত সে গুণগ্রাহী বীর
আলোচনা ক'রেছেন তন্ময় অন্তরে,
দেখিছে রোসেনা সতী হইয়া সুস্থির
অনিমেষনেত্রে সেই বীরদম্পতিরে।

৩০

সুশীলা সরলা বালা ভুবনমোহিনী
রাজ-রাজেশ্বরী দেবী রমণীললাম
—রোসেনা, মহিমাশ্রীতে যেন দেবেন্দ্রাণী
বসেছেন দেবেন্দ্রসদৃশ গুণধাম

৩১

রাজেন্দ্র স্বামীর পার্শে, হর্ষে অতিশয়,
নিরখি সে অপরূপ বিমুগ্ধ সকলে,
প্রেমস্নেহে বিগলিত সমস্ত হৃদয়,
ভাসে সভা সদ্ভাবের তরঙ্গ হিল্লোলে।

৩২

মহারাজ পুরু উঠি দাঁড়া'য়ে তখন
স্নেহ-কৃতজ্ঞতাভার আনত হৃদেতে,
কহিতে লাগিলা সবে করি সম্বোধন,
"মান্যবর রাজন্যগণের করুণাতে

৩৩

শুভোদ্বাহ সুসম্পন্ন হইল, সাদরে
সকলেরে ধন্যবাদ করি একে একে,
শতাধিক ধন্যবাদ গ্রীক মহাবীরে,
শত শত আশীর্ব্বাদ করি রোসেনাকে!

৩৪

ভুবনবিজয়ী বীর উদার হৃদয়
মহাভাগ আলেকজাণ্ডার গুণনিধি,
ঢালিয়া অমৃতধারা, ঘোর মরুময়
হৃদয়প্রান্তর মম না সিঞ্চিত যদি,

৩৫

যদি শান্তি-সুধাময়ী করুণারূপিণী
রোসেনার স্নেহামৃতে হ'তাম বঞ্চিত,
তা'হইলে কিসে প্রাণ বাঁচিত না জানি,
হইত না এ সুহৃদ্‌সভা সম্ভাবিত ?

৩৬

এ মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিত কি আর ?
এ মান্য রাজন্যগণ আমার এ পুরে
হইত কি সমাগত ? সাক্ষাৎ আবার,
হইত কি কারো সঙ্গে ? ধন্যবাদ তাঁরে—

৩৭

যিনি এই বিগ্রহ-সন্ধির মূলাধার,
যিনি শান্তিসুধাধারা ঢালিয়া জগতে
জু'ড়ালেন, সেই করুণার পারাবার
সর্ব্বকালপরিব্যাপ্ত বিশ্ব-সর্ব্বভূতে।

৩৮

যা কিছু ঘটিয়া থাকে নিখিল-জগতে
সকলের সব সেই মঙ্গল-আলয়,
মঙ্গলের জন্য নানা বৈচিত্র্য বিধিতে
বেঁধেছেন, অলঙ্ঘ্য সে নিয়মনিচয়।

৩৯

শত শত প্রণিপাত তাঁহার চরণে,
কে বুঝিবে তাঁর লীলা বৈচিত্রবিধান ?
সুখে দুঃখে অভিভূত—সংসার-তুফানে
ভাসিয়া বেড়াই মাত্র নাই কোন জ্ঞান !

৪০

ক্ষুদ্রতায় সমাচ্ছন্ন মলিন-অন্তর,
কূর্ম্মবৎ সঙ্কীর্ণ স্বগতমগ্ন থাকি,
নিজ-ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া নিরন্তর
জগতের বহির্ভাগে একা পড়ে থাকি !

৪১

হে রাজন্যগণ ! প্রিয় আলেকজাণ্ডার !
আর আমি গৃহসুখ বাসনা করিনা,
দিবস হয়েছে গত, এখন আমার
ব্রহ্মচর্য্য-অনুষ্ঠান করিতে বাসনা।

৪২

সংসারের সুখ-আশা মিটেছে আমার,
বুঝিয়াছি সমুদয় মোহের ছলনা,
অসার সংসার হ'তে দুর্গম কান্তার
শতগুণে শ্রেষ্ঠ তার নাহয় তুলনা।

৪৩

বিজয়বাহুকে রাজ্য করিয়া অর্পণ
বনবাসে ব্রহ্মচর্য্য-আচরণ করে,
যাপিব য'দিন দেহে রহে এজীবন,
পুনঃ আর গৃহাশ্রমে না আসিব ফিরে।

৪৪

এ মোর বাসনা সবে কর অনুমতি
এ রাজদম্পতি করে স'পি সমুদয়,
আনন্দে অরণ্যে গিয়া করি অবস্থিতি,
ইহাই কর্ত্তব্য বলি করেছি নিশ্চয়।"

৪৫

পুরুরাজ-বাক্য শুনি গ্রীসের ঈশ্বর
উঠিয়া সভার মধ্যে দাঁড়ায়ে, কাতরে
কহিলেন শোকভার-আনত অন্তর
"হে মহাত্মা! নিদারুণ বিষাদসাগরে

৪৬

ভাসাইয়া আমা সবে বনবাসব্রত
অনুষ্ঠান করিবেন, শুনিয়া একথা
হইলাম ক্ষুব্ধ অনুতপ্ত বিষাদিত,
অতঃপর কে হইবে আমাদের নেতা?

৪৭

আমিই নিমিত্তভাগী হইতেছি পিত!
একমাত্র পুত্ররত্নে বধিয়া তোমার
ক'রেছি যে অপকার্য্য, মহান গর্হিত,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহিক আমার!

৪৮

নিকৃষ্ট উপায়ে অতি অন্যায় ভাবেতে
তোমারে নির্জ্জিত কবি, মর্ম্মেতে তোমার
দিয়াছি যে ব্যথা, তাহা স্মরণ করিতে
হৃদয় বিদীর্ণ যেন হতেছে আমার!

৪৯

এই সব কারণে বৈরাগ্য সুদারুণ
অধিকার করিয়াছে তোমার হৃদয়,
তাহাতেই করিয়াছ এদারুণ পণ ?
পরিহরি সংসারের সুখ সমুদয়—

৫০

বনবাসে ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণে
যাপিবে জীবনকাল কঠোর-ক্লেশেতে,
সহিতে পারিনা ইহা, দেব ! নিজগুণে
ক্ষমা কর, রাজ্যত্যাগি যেওনা বনেতে !

৫১

অন্ততঃ আমার কথা রাখি মহামতি,
কলঙ্ক-মলিন এই অন্তরে সান্ত্বনা
প্রদানিতে কিছুকাল পালুন প্রকৃতি,
নতুবা এ অনুতাপ হৃদয়ে সহেনা !”

৫২

শুনি গ্রীকবলী উক্তি পুরু মহামতি
কহিলেন—“প্রিয়তম—হৃদয়নন্দন !
কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা ভেবেছি সংপ্রতি
তাহাই করিতে মোরে কর নিয়োজন।

৫৩

পুত্রশোকে অভিভূত হইতাম যদি,
তাহাই যদ্যপি হ'ত বৈরাগ্যের হেতু,
তা'হলে সংসার ত্যাগ অবশ্য অবিধি,
বনবাস-ক্লেশকর [illegible] কেতু।

৫৪

জন্মিলে মরিতে হয় এ মর্ত্ত্য-সংসারে,
শয্যায় শয়ন করি আমার নন্দন,
পিতামাতা বন্ধুগণে শোক-পারাবারে
ভাসাইয়া মরে নাই, কর্ত্তব্যপালন

৫৫

করিয়া, ক্ষত্রিয়-ব্রত উদ্যাপন ক'রে
আনন্দে অমরপুরে করেছে গমন !
স্মরি বীরমৃত্যু সুখ উপজে অন্তরে,
এ নিমিত্ত শোকাকুল নই কদাচন !

৫৬

অন্যায়ে বিজয় মোরে করেছ সমরে,
এই কথা নিজ মুখে যবে বারম্বার
কহিছ হে বীরবর ! সভার ভিতরে,
তখন নির্জ্জিত আমি নই গুণাধার !

৫৭

তথাপি সংগ্রামে বন্দী হয়েছি যখন
তখন অবশ্য আমি হয়েছি পতিত,
ইহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ
করাই ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্র অনুমত।

৫৮

ইহাতে দুঃখিত বৎস হ'ওনা অন্তরে,
শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘিবার নাহিক শকতি,
বিশেষতঃ প্রৌঢ় আমি হয়েছি সংসারে
এখন আমার পক্ষে ইহাই মুকতি !

৫৯

প্রসন্ন সরল মনে এ মুমুক্ষু জনে

দাও সুবিদায় বৎস! সংসার-শৃঙ্খল

দুঃসহ হয়েছে মোর! এ ভীম বন্ধনে

সুখ শান্তি তিরোহিত হয়েছে সকল।

৬০

কিছুই সুস্থির নহে নশ্বর সংসারে,

জলবিম্ব প্রায় এই অসার জীবন

এই আছে এই নাই! পলক ভিতরে

প্রলয় হ'তেছে, বৎস! ইহার কারণ

৬১

কি জন্য উদ্যোগ এত—এত আড়ম্বর?

তিলমাত্র শান্তি নাই, হৃদয়-শ্মশানে

ভূত প্রেত তাণ্ডব করিছে নিরন্তর!

দগ্ধ হৃৎপিণ্ড লয়ে চিবায় দশনে!

৬২

অতএব প্রিয়তম না কর বারণ,

রাজ্য হতে অরণ্য অশেষ সুখাকর,

নিরুপাধি নির্ম্মল হইয়া এ জীবন

যাপিব আশ্রমবনে অহে গুণাকর!"

৬৩

শুনিয়া রাজার উক্তি সমধিক শোকে

সন্তপ্ত হইয়া বীর আলেকজাণ্ডার,

কহিলা, "হে মহাভাগ! কি কব কাহাকে?

এ সব অদৃষ্ট দোষে ঘটিল আমার!

৬৪

যা'হক এখন এই বক্তব্য আমার
কিছুকাল এ সংকল্প পরিহার ক'রে
পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য কর আপনার।
যতদিন থাকি আমি ভারত ভিতরে

৬৫

—পালুন প্রকৃতি, দেব! হয়ে শুদ্ধচিত
ব্রহ্মচর্য্য-আচরণ করুন গৃহেতে,
আমার বাক্যাতে যদি না হও সম্মত
কন্যা রোসেনার বাক্য লঙ্ঘিবে কি মতে?"

৬৬

গ্রীকরাজ-বাক্য শেষ না হতে তখন
সাম্রাজ্ঞী রোসেনাসতী উঠিয়া সভাতে
কহিলেন মহারাজে করি সম্বোধন
"হে পিতঃ! আমার বাক্য হইবে রাখিতে,

৬৭

জানি আমি কন্যাধিক ভালবাস মোরে;
আজ যত দয়ামায়া বুঝিব তোমার,
তখন যে বলেছিলে "হেরিয়া তোমারে
বাঁচিবার ইচ্ছা পুনঃ হতেছে আমার?"

৬৮

ভেবেছিল পিতৃহীনা বালিকা তখন
এ দুঃখিনী পিতৃস্থান পূরণের তরে,
স্নেহকল্পতরু বিধি করেছে সৃজন,
অযাচিতরূপে দূর ভারত ভিতরে!

৬৯

ভেবেছিল সুধা-স্নিগ্ধস্নেহ-ছায়াতলে
জুড়া'বে অশান্তি-শোকদুঃখের জ্বলন !
সে আশা ডুবিল আজ অতল সলিলে
শুনি তব বনবাসব্রত-আচরণ।

৭০

এ হেন দারুণপণ শুনিয়া শ্রবণে
বজ্রাহতবৎ চিত্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,
যত আশা সমস্তই বিফল এক্ষণে
হায় ! এ দুঃখের কথা ক'ব কা'র কাছে ?

৭১

হায় বিধি ! এত যদি আছিল মনেতে
তা'হলে এ মহাত্মার সহিত সাক্ষাত
কেন ঘটাইলে ? এই বালিকা-হৃদেতে
কেন স্নেহ অঙ্কুরিত করিলেন নাথ !

৭২

হে পিতঃ হে মহাপ্রাণ ! কন্যা রোসেনারে
ভাসাইয়া অভিনব শোকবারিধিতে
যাইতে পাবেনা তুমি রাজপুরী ছেড়ে,
গৃহে থাকি ধর্ম্ম কর্ম্ম পারেন করিতে।

৭৩

শুনিয়াছি তব কাছে 'জনক' গৃহেতে
থাকিয়াও তপঃসিদ্ধি লভিলা অতুল,
আপনি কিজন্য তবে যাবেন বনেতে
অকারণ আমা সবে করি শোকাকুল ?

৭৪

যদি তা'ই হয়, যা'ন অরণ্য-বাসেতে—
আপাততঃ সে সঙ্কল্প করি পরিত্যাগ,
যতদিন থাকি মোরা ভারতভূমেতে
পূর্ব্ববৎ রাজত্ব করুন নরনাথ।

৭৫

তা'রপর যাহা ইচ্ছা করেন আপনি
তাহাই করিবে তাত! এ মোর মিনতি,
প্রিয়তমা কন্যা আমি তোমার নৃমণি,
বহু অধিকার মম আছে তব প্রতি!

৭৬

আমার এ অন্তরের অন্তস্তল-জাত
সুগভীর শোকভাব করি অনুভব,
অভিরুচি হয় যাহা কর নরনাথ!"
এত বলি গ্রীকরাজ্ঞী হইলা নীরব।

৭৭

মহাবাহু বিজয় উঠিয়া সভাস্থলে
নিতান্ত কাতর শোকাচ্ছন্ন হৃদয়েতে
কহিলা, "হে পূজ্যপাদ পিতঃ! ধরাতলে
জন্মাবধি পিতৃ মাতৃস্নেহ অমৃতেতে

৭৮

বঞ্চিত আমরা, মাত্র দৈবের কৃপাতে
বাঁচিয়াছি, কোনকালে স্নেহ সুধাপান
করি নাই, পিতামাতা পড়েনা মনেতে!
বিধি যদি এতদিনে মিলাইল স্থান—

৭৯

—পাইলাম পিতামাতা, কিন্তু ভাগ্যফলে
অনাথ হতেছি পুনঃ হায়রে নিয়তি !
হে পিতঃ—হে মহাত্মন্ ! কোথা যাবে ফেলে ?
এ অনাথ বালকের কি হইবে গতি ?

৮০

কে শিখাবে সযতনে লোকব্যবহার ?
বিপদে কাহার কাছে দাঁড়াব আমরা ?
কে আছে জগতে লব আশ্রয় তাহার ?
কে বহিবে এ বিশাল রাজ্যের পসরা ?

৮১

পঞ্জাব কেকয় তক্ষশীলা রাজ্যত্রয়
একত্রে শৃঙ্খলা সাধি করি সুশাসন.
কিছুদিন রাজকীয়কার্য্য সমুদয়
প্রদর্শন করি, শিক্ষা দিয়া যশোধন,

৮২

সংসারের সংস্রব পারেন ছাড়িতে,
গ্রীকরাজদম্পতির ইহাই কামনা,
ইহাঁদের প্রাণস্পর্শী অকাট্য বাক্যেতে
আপাততঃ বনবাস বাসের বাসনা

৮৩

পরিহরি পিতঃ সুখশান্তির পাথারে
ভাসাও আমা সবারে, রাখুন বচন।
মহামনা গ্রীকরাজ মুখাপেক্ষা ক'রে
আরো কিছুকাল রাজ্য করুন রাজন!"

৮৪

স্নেহময়ী শৈলবালা উঠিয়া তখন
লজ্জা-অবনতমুখী নেত্রে বহে জল,
বিষাদে বিশুষ্ক প্রায় আকুলিতমন,
শোকভার-রুদ্ধকণ্ঠে যুড়ি পাণিতল,

৮৫

কহে অতি বিনীত মধুরবচনেতে,
"পিতঃ এ দারুণপণ করি পরিহার
রাখ আমাদিগে, এই সংসার-সিন্ধুতে
কে হইবে আমা সবাকার কর্ণধার ?

৮৬

অজ্ঞাত সংসার পিতৃ-মাতৃ-বন্ধু হীন
বালিকার আশৈশব রক্ষকপালক,
পিতৃবন্ধু, পিতৃসম পালি এতদিন
জীবিত রেখেছ মোরে জানে সবলোক।

৮৭

আজ সেই স্নেহামৃতে হইয়া বঞ্চিত
কিরূপে জীবনকাল করিব যাপন ?
হে পিতঃ, হে মহাত্মন্! হন অবহিত
গৃহে থাকি ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালন

৮৮

অবশ্য হইতে পারে, রোসেনা ভগিনী
বলিলেন যাহা তাহা অতীব সঙ্গত,
এতাধিক প্রায়শ্চিত্ত কিসের না জানি,
ক্ষমা কর দেব! চিত্তে হয়ে কৃপান্বিত,

৮৯

আমাদের মুখ চাহি ছাড়ুন এপণ,
কিসের বা বন্দী তুমি, কাহার সে পাপ?
কিসের প্রায়শ্চিত্ত তা'র নাই নিরূপণ!
বস সিংহাসনে, অতি প্রবল প্রতাপ

৯০

রাজেন্দ্র বিক্রম সিংহ! দেবেন্দ্র জিনিয়া—
দেশত্রয় সুশাসন শৃঙ্খলা বিধান
করুন, সংসারে যা'তে থাকি দাঁড়াইয়া
এরূপ অশনি-শক্তি করুন প্রদান!

৯১

শুনি সকলের বাক্য রাজেন্দ্রধীমান,
কিছুক্ষণ কর্ত্তব্যবিমূঢ় হৃদয়েতে
নীরব নিস্পন্দভাবে করি অবস্থান
কহিলেন, "তোমাদের নির্ব্বন্ধ বাক্যেতে

৯২

বনবাস বাসনা ক'রয়া পরিহার
আরো বর্ষকাল থাকি সংসারআশ্রমে
পালিব প্রকৃতি, কথা রাখিনু সবার
তোমাদিগে ক্ষুণ্ন করি অরণ্য গমনে

৯৩

অভিলাষ করিনা, হে প্রিয়তমগণ!
হে প্রাণপুত্তলীদেবীশৈল, রণসেনক!
শুনি তোমাদের হেন কাতর ক্রন্দন
হৃদয়-সাগরে মোর উথলিছে শোক!

৯৪

হে মাতঃ বিজয়লক্ষ্মী স্নেহের পুত্তলি
শৈলবালে ! তোমাদোঁহে রাজসিংহাসনে
বসাইয়া শিখাইব রাজকার্য্যাবলী
ইহাই কর্ত্তব্য মোর হইল এক্ষণে !

৯৫

সুদৃঢ় হইবে যবে তোমরা রাজ্যেতে
তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ছাড়িব সংসার,
পড়িয়া থাকিব গিয়া দণ্ডমাশ্রমেতে
সেবিব অনন্যমনে চরণ তাঁহার।

৯৬

কিন্তু সংসারের আশা মিটেছে আমার
এ রাজ্য পিঞ্জরবদ্ধ থাকিতে হৃদয়
প্রাণান্তে সম্মত বৎস! হতেছেনা আর
আর কিছুদিনমাত্র রাজ্য অভিনয়

৯৭

করিব কোনো প্রকারে তোমাদের তরে
বিশেষতঃ প্রিয়তম আলেকজাণ্ডার
প্রাণাধিকা প্রিয়কন্যা রোসেনা আমারে
বাধ্য ক'রেছেন ইথে, এখন আমার

৯৮

ইহাই কর্ত্তব্য, বর্ষকাল কোনমতে
বহিব সংসার কুপে. হায়রে হৃদয় !
কবে তুমি স্নাত হবে শান্তি অমৃতেতে ?
কবে অন্ধ চিদাকাশে হবে চন্দ্রোদয়

৭৯

কবে তুমি ছাড়িয়া এ সঙ্কীর্ণ সংসার
অনন্ত শান্তির রাজ্যে বেড়া'বে উড়িয়া ?
কবে তুমি অস্তিত্ব ভুলিয়া আপনার
গুরুদেব পাদপদ্মে রহিবে পড়িয়া ?

ইতি আর্য্যসঙ্গীত-জাতীয়নিগ্রহ
মহাকাব্যে উপসংহারনাম
ষোড়শ সর্গ।

# পরিশিষ্ট।

## সমালোচনা।

নানা সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে এবং দেশীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কর্ত্তৃক গ্রন্থকারপ্রণীত "আর্য্যসঙ্গীত পূর্ব্বভাগ" "ভুবন মোহিনী প্রতিভা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ" এবং "সিন্ধুদূত" প্রভৃতি কাব্যের এত সমালোচনা হইয়াছে যে, তৎসমুদয় প্রকাশিত করিলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। বাহুল্যভয়ে তাহা না করিয়া কোন কোন সমালোচনার মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বান্ধব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিয়াছেন:—

"* * ইহা সাহস সহকারে বলিতে পারি যে, যদি "প্রতিভা" নামের কিছুমাত্র অর্থ থাকে, তাহা হইলে "ভুবন মোহিনীতে" উহা বর্ত্তমান আছে।"

"* * মনুষ্যগণের উপর শিক্ষাও কর্ত্তৃত্ব করে, প্রতিভাও কর্ত্তৃত্ব করে। কিন্তু এই উভয়বিধ কর্ত্তৃত্বে অনেক অন্তর। যাঁহার শক্তি শিক্ষাসিদ্ধ তিনি প্রভুপদবীতে অধিরূঢ় হইলেও যেন অপ্রভু, যাঁহার শক্তি প্রতিভালব্ধ তিনি আপাততঃ অপ্রভু বলিয়া অবহেলিত হইলেও মানবজাতির প্রভু। মনুষ্যের হৃদয় তাঁহাকে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। জগতে অনেক লোকেই মুখের কথা কহিয়া পরের মন কাড়িয়া লইতে যত্ন পাইয়াছেন, শিক্ষা ও শাব্দিকতার বলে বাক্যের সহিত বাক্য গাঁথিয়াছেন এবং ভাবের পর ভাব যোজনা করিয়া এক বিচিত্র ক্ষমতা দেখাইয়াছেন; অথচ লোকে তাঁহাদিগের কথা শুনিয়াও শুনে নাই, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য

গ্রহণ করিলেও হৃদয়ে তাহা অনুভব করে নাই। কিন্তু যেই অকোনেল্ মেরাবো, কি ওয়েণ্ডেল্ ফিলিপস্ আসিয়া সাধারণবর্গের প্রতিনিধিরূপে দুইটা কথা বলিয়াছেন, অমনি সকলে তাঁহাদিগের চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। ইহার অর্থ কি—না "শিক্ষা ও প্রতিভা।" শিক্ষা শুকপক্ষীর মত অভ্যস্ত কথা কহে; সেই অভ্যস্ত কথা কেন লোকের অন্তরাত্মায় স্পৃষ্ট হইবে? প্রতিভা পাগলিনীর মত আপনার প্রাণের প্রাণ ঢালিয়া দেয়, সুতরাং ঐ প্রাণপ্রবাহ যাহাতে গিয়া নিপতিত হয় তাহাকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। চক্ষু এবং কল্পনা উভয়ের যুগপৎ পরিতৃপ্তির জন্য লোকনিবাসে অনেকেই করে চিত্রকরের তুলিকা লইয়া আপনার মানসপটের চিত্রনিচয়কে দৃশ্যপটে আঁকিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও শক্তি কতকদূর যাইয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং কেহ তাঁহাদিগের কারুকার্য্যদর্শনে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তোষলাভ করিয়াছে, কেহ বা দেখিয়াও যেন দেখে নাই, এই ভাবে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে একবার রেফেল্ কি মাইকেল এঞ্জেলো কিম্বা ঐ প্রকার অন্য কোনও ক্ষণজন্মা পুরুষের ঐন্দ্রজালিক পটলেখা নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছে, সেই চিত্রার্পিতবৎ উহার দিকে স্থিরবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে এবং কিরূপে নিজমনের গূঢ়তম চিন্তাগুলি পরকীয় তুলিকায় প্রতিফলিত হইল, একমনে এই ভাবনাই ভাবিয়াছে। এইরূপ পাঠকসমাজে, এইরূপ বৈজ্ঞানিক সমাজে, এইরূপ কবিসমাজে—সর্ব্বত্রই "শিক্ষা ও প্রতিভার" এইরূপ প্রভেদ। যে তানসেন, যে নিউটন্ এবং যে হাফেজ্ এবং যে শঙ্করাচার্য্য কি শাক্যসিংহ, সে জন্ম হইতেই শঙ্করাচার্য্য ও শাক্যসিংহ। শিক্ষা উপমাতার মত দুগ্ধসাগুবার্লি সিঞ্চন করিয়া ক্রমে তাঁহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করে, তাঁহাদিগের চক্ষু মিলিয়া দেয় এবং তাঁহাদিগের অভ্যন্তরীণ অনলশিখায় উপযুক্ত ইন্ধন দিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোক জন্মায়, কিন্তু উহা তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করেনা। যাহা আছে শিক্ষায় তাহারই বিকাশ হইতে পারে, যাহা নাই তাহা আনে

না। অনুরনের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা আপনাদের পাণ্ডিত্য বলের উপর নির্ভর করিয়া চায়না হইতে পেরুপর্য্যন্ত বহির্জগৎ দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যের অন্তর্জগৎ দর্শন করিবার যে চক্ষু তাহা ব্যাসের কিম্বা সেক্স্‌পিয়রের। এবং পোপের ও আডিসনের শ্রেণীস্থ কবিরা শ্রাবণ্ড বচনবিন্যাস করিয়া মনুষ্যের মন ক্ষণকাল আকৃষ্ট রাখিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যকে মোহিত কি উন্মাদিত করিবার যে শক্তি তাহা কালিদাসের কি বায়রণের।" * * "কারণ সাহিত্যের উন্নতি এবং সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা পরস্পর অতি দৃঢ় নিয়মে শৃঙ্খলিত। কিন্তু ইহা তথাপি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, এত দুঃখে জর্জ্জরিত এত প্রকারে নিগৃহীত রহিয়াও আমরা বঙ্গে "প্রতিভার" অভিনব স্ফুরণ দেখিতে পাইতেছি এবং জন্মান্তরীণ প্রিয়জনের পবিত্র কণ্ঠধ্বনির ন্যায় উহার প্রাণপ্রদ পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুলকে পূর্ণ হইতেছি। বঙ্গে অবশ্যই বীণাপানির কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে এবং "প্রতিভার" মৃতসঞ্জীবনী শক্তিরও একটুকু একটুকু সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" * * "কি রচনার ছটা, কি কল্পনার গরিমা, কি উদ্দীপকতা, কি করুণার্দ্রতা, ইহার কোনও বিষয়েই "আর্য্যসঙ্গীত" কাহারও নিকট ন্যূন বোধ হইবে না।" * * "সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্যে হিমাচলের অনেকরূপ কল্পনা আছে; কিন্তু এখানকার এই কল্পনা নিতান্ত হৃদয়স্পর্শিনী। হিমাচল ভারতপ্রান্তে বিধিপ্রতিষ্ঠিত এক ত্রিকালজ্ঞ সাক্ষী, এই একটি চিন্তাতেই ভাবুকের মনে কত চিন্তাই উথলিয়া উঠে এবং হর্ষ ও বিষাদ এবং স্মৃতি ও আশার বিরোধমূলক কি ভয়ানক উচ্ছ্বাস হৃদয়ে আসিয়া ছাইয়া পড়ে। এই ভারত! ঐ হিমাদ্রি! ভারত কি ছিল এখন কি হইয়াছে! কিন্তু হিমাদ্রির অভ্রভেদী উন্নতমস্তক যেন কালের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে এবং গান্ধাররাজ্য হইতে ব্রহ্মদেশ এবং কুমারিকা হইতে তিব্বতরেখা পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে কতই কি ঘটিল তাহা অবুক্তচক্ষু উন্মীলন করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। হিমাদ্রির

বিকট ভারতসন্তানের বিলাপ আর্য্যসঙ্গীতে একটী আশ্চর্য্য অন্তরা। পাঠ সময়ে এইরূপ প্রতীত হয়, যেন কে কোনও নিদারুণ দুঃখে বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন করিতেছে, আর অচলের তুষারশীতল পাষাণবক্ষও সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে দ্রব হইতেছে!" * * "কিন্তু এদেশের সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এরূপ গাঢ়রচনায় বীতস্পৃহ। তাঁহারা পুষ্টিকর ভোগাবস্তু অপেক্ষা সুপের সরবতেরই বেশী আদর করেন এবং কবিতায় অনুরাগ দেখাইতে হইলে ভারবি কি ভবভূতির জলদগম্ভীর মধুর নির্ঘোষে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ঋতুসংহার, অমরশতক এবং গীতগোবিন্দ প্রভৃতি ললিত কাব্যের মৃদুল মৃদুল ত্রিতন্ত্রীনিক্কণেই মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন। আমরা তাঁহাদের বিনোদনের জন্য নিয়ে কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলাম। * * দেখিয়া তাঁহারা সুখী হইবেন এবং ভাষা রসপূর্ণ হইয়াও অশিষ্ট শব্দের সম্পর্করূপ কলঙ্ক হইতে কিরূপ নির্ম্মুক্ত রহিতে পারে তাহা দর্শন করিয়া ভাষারসজ্ঞ বিজ্ঞব্যক্তিরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিবেন। *

* * "ভুবন মোহিনী প্রতিভার" প্রথম কবিতার নাম "পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী।" "পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী" যেরূপ সুললিত স্বরে ও মৃদুল ভঙ্গিমায় গাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা শুনিয়া প্রথমতঃ কামিনীর স্নেহগদ্গদ্ অর্দ্ধস্ফুট কথা, ভ্রমরীর ঝঙ্কার অথবা নিশীথে বংশীধ্বনিই মনে আসিতে পারে। কিন্তু এভাব বহুক্ষণ থাকেনা। বিহঙ্গী কিছুক্ষণ পরেই গলরুধির বদনা, স্ফুরিতাধরা ভীমা কাত্যায়নী এবং উহার সমস্ত মৃদু ঝঙ্কারই আতঙ্কজনক ভৈরব হুঙ্কার! যেন কি ভাবিয়া কি গাইতে আরম্ভ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই কি দুঃখে কি ক্রোধে সে ভাব সে ভঙ্গি একেবারে ভুলিয়া গেল।" * * "প্রতিভার" অধিকাংশ গীতই এইরূপ প্রমত্ত, তরঙ্গ, বিশৃঙ্খল বিকট হাস্যযুক্ত ভয়াবহ। বস্তুতঃ আর্য্যজাতির অতীত কীর্ত্তি এবং আর্য্য সন্তানের অধুনাতন হীনদশা কবির হৃদয়পটে এমত দৃঢ় অঙ্কিত রহিয়াছে যে তিনি প্রায় কোন প্রসঙ্গেই উহা একেবারে বিস্মৃত হইতে

সমর্থ হন নাই। তাঁহার "হিমালয় বিলাপ" "অলস যুবক" "১৯ এ এপ্রেল" "দুঃখিনী মহিষী" "বাঙ্গালীর জ্ঞানালোক" "উন্মাদিনী" "শারদীয় প্রদোষ" ইত্যাদি সমস্ত কবিতাই ভারতক্ষেত্ররূপ মহাশ্মশানে সমীরণের নৈশনিস্বন! কখনও পুত্রশোকাতুরা জননীর বিলাপ, কখনও অবমানিতা বনদেবতার মর্ম্মবিদারী অভিশাপ, কখনও নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস, কখনও আলুলায়িতকেশা উন্মাদিনীর অর্থহীন প্রলাপ। * * "কবি কহিয়াছেন "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হিতৎ।" একথা সত্য কিনা এবার তাহা দেখিব। এদেশে মণিমাণিক্য বিকায় কিনা এবং বাঙ্গালী কাচকাঞ্চনের তারতম্য বুঝে কিনা, এবার তাহা জানিতে পারিব। * "তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে এবং বিধাতা তাঁহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন যদি তাহা অব্যাহত পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে এদেশে তাঁহার নাম পুণ্যপুঞ্জময়ী গৃহদেবতার নামের মত সর্ব্বত্র পূজিত হইবে।"

বান্ধব। ১২৮২ ফাল্গুন।

এডুকেশন্ গেজেট সম্পাদক ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, এস্, আই মহাশয় "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"* * এই গ্রন্থের অনেক স্থল এরূপ যে এইক্ষণকার সুপ্রসিদ্ধ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বঙ্গ কবিরাও এতাদৃশ কবিতা প্রণয়নে আত্মগৌরব স্বীকার করিতে পারেন।" * * "কিন্তু যিনি পাঠ করিবেন তিনি যেন একটু চিন্তা করিয়াই পাঠ করেন এবং একবার মাত্র পড়িয়াই সব বুঝিয়াছেন মনে না করেন। পুস্তকখানি যথার্থই চিন্তাসহ হইয়াছে।"

এডুকেশন্ গেজেট।

১২৮২ সাল ২৬শে চৈত্র।

বর্দ্ধমান বিভাগের বর্ত্তমান স্কুল ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"* * বঙ্গীয় সাহিত্য-রাজ্যে সম্প্রতি আপনি উচ্চতম আসনে আসীন। শুধু ইংরাজাধিকৃত উড়িষ্যা নহে, পর্ব্বতময় মহারণ্য সঙ্কুল গড়জাতেও আপনার সুকবিত্বের সৌরভ ব্যাপ্ত হইয়াছে

কটক } শ্রীরাধানাথ রায়
জয়েণ্ট ইন্‌স্‌পেকটর অভ স্কুলস্‌

---

পণ্ডিতবর ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"* * আপনার অনুগ্রহপ্রেরিত "আর্য্য সঙ্গীত" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। উহা পাঠ করিয়া দেখিলাম আপনার কবিত্ব যেরূপ প্রথিত, পুস্তকখানি তাহার অনুরূপই হইয়াছে।"

হুগলি নর্ম্মাল স্কুল
১২৮৭ সাল। ১২ই শ্রাবণ। } শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন।

---

ভারত মিহির সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

* * "ভুবন মোহিনী প্রতিভা" এইরূপ স্বদেশানুরাগ উদ্দীপনী গীতিমালায় পরিপূর্ণ। যিনি এই গ্রন্থ খানা একবার পড়িয়াছেন তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে, গ্রন্থকারের ক্ষমতা ও গুণ সামান্য নহে। পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে কিরূপে আঘাত করিতে হয় তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। প্রকৃতির উজ্জ্বল আলোকিত অংশ অপেক্ষা তিমিরাবৃত দৃশ্য বর্ণন করিতে লেখক বিশেষ পটু। বীভৎস ও ভয়ানক রসের অবতারণায় ইহাঁর লেখনীকে মন্ত্রপূত বলিয়া বোধ হয়।" * * *

"ভুবন মোহিনী প্রতিভা পাঠ করিয়া আমরা যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, শুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা পাঠকদিগকে তাহার অংশী করিতে পারিনা। ইহার মধ্যে দুইটী দার্শনিক কবিতা আছে, এই কবিতা-

যের মতামত সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহিনা। কিন্তু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এ শ্রেণীর এত উৎকৃষ্ট কবিতা বোধ হয় এই প্রথম লিখিত হইল।”

ভারত মিহির। ২২শে অগ্রহায়ণ। ১২৮৪ সাল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদক ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

“অনেকদিন হইল এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আমরা পাইয়াছি, কিন্তু নিতান্ত অপ্রয়োজন বলিয়া আমরা ইহার সমালোচনা করি নাই ; কারণ এ গ্রন্থ বিলক্ষণ পরিচিত ও সমাদৃত।”

বঙ্গদর্শন। অগ্রহায়ণ, ১২৮৫।

প্রতিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

“* * * তাঁহার গুণে, তাঁহার কবিত্বে, তাঁহার উদ্দীপনা শক্তিতে শুধু আমরা বলিয়া নহি, সমগ্র বঙ্গদেশ, সমগ্র জগৎ, মোহিত হইবে। যে প্রস্তাবে যখন যে রসের অবতারণা করিয়াছেন, তখনই বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেই রসের ভাবগুলি শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া আমাদের উন্মাদ করিয়াছে।”

প্রতিকার। ১২৮৪ সাল।
২য় ভাগ ৩৮ সংখ্যা।

আর্য্যদর্শন সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

* * * “এই গ্রন্থদ্বয় প্রথম শ্রেণীর কাব্য। ইহার কোন্ রচনা নিকৃষ্ট, কোন্‌টী উৎকৃষ্ট বলিব? সকলই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, শ্রুতি-

সুখকর। * * * এই সকল কবিতাতে কবির কবিত্বের দৃষ্টান্ত জীবন্ত ও জ্বলন্ত। * * * ফলতঃ গ্রন্থের প্রতিভা নাম অন্বর্থ হইয়াছে।”

আর্য্যদর্শন, ১২৮৭। পৌষ।

অমৃতবাজার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

“We have read the *Bhuban Mohini Prativa* by Babu Nabinchandra Mukherji with great pleasure. It consists of a number of Poems which are really beautiful and soul-stirring. Bengali literature owes a great deal to men like Babu Nabin Chandra Mukherji. The *Arya Sangit* by the same author is also a production of much thought.

*The Amrita Bazar Patrika.*
The 15th January 1880.

---

ভারত মিহির সম্পাদক মহাশয় “সিন্ধুদূত” সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

“* * কাব্যের ঘটনা সাদৃশ্যে মহাকবি কালিদাসের “মেঘদূতের” সঙ্গে “সিন্ধুদূতের” মূল কল্পনার সাদৃশ্য আছে মাত্র। এই উভয় কাব্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। “মেঘদূতে” আদিরস প্রধান, “সিন্ধুদূতে” বীররস প্রধান। “মেঘদূতে” বহিঃ প্রকৃতির বিশাল ছায়ায় অন্তঃপ্রকৃতি ঢাকিয়া গিয়াছে। “সিন্ধুদূতে” অন্তঃপ্রকৃতির গভীর উচ্ছ্বাসে বহিঃ প্রকৃতি ভাসিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই উভয় কাব্য একশ্রেণীর নহে; সুতরাং ইহাদের তুলনা সম্ভবেনা। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলা কবি সমাজে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার “ভুবন মোহিনী প্রতিভা” এবং “আর্য্যসঙ্গীত” প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্যে উপযুক্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। “সিন্ধুদূত” তাঁহার এই খ্যাতির

অনুপযুক্ত হয় নাই। এই ক্ষুদ্র কাব্যে নবীন বাবু যে মনোহর কবিত্ব ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, যেরূপ আবেগময়ী ভাষা এবং জ্বালাময়ী উদ্দীপনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি এবং মনে মনে নবীন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছি। মৃতপ্রাণ বঙ্গবাসীর একবার বিরলে বসিয়া এই পুস্তক খানা পাঠ করা উচিত।"

ভারত মিহির।

---

"* * আপনার প্রতি জননী বীণাপানির করুণা হইয়াছে। আপনি কায়মনঃপ্রাণে তাঁহার পদারবিন্দ বন্দনা করিবেন।

ঢাকা, বান্ধব কার্য্যালয়। ১২৮২। ১১ই মাঘ } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ বান্ধব সম্পাদক।

"Babu Devendranath Mukherji read the following review by himself of some of the works of Babu Nabinchandra Mukherji. The meeting after hearing the individual opinion of members present decided that the review shall be accepted and published in the Journal.

* * তাঁহার সঙ্গীত দীপক মল্লার মিশ্রিত। সুতরাং তাঁহার সঙ্গীত ঝঙ্কারে একদিকে বহ্নি বর্ষণ হয় অপর দিকে বারি বর্ষণ হয়। * * * তাঁহার সঙ্গীত বিরহিনীর বিরহতাপ বৃদ্ধির জন্য নয়, বিলাসীর বিলাস উদ্দীপনের জন্যও নয় এবং তুচ্ছবৃত্তি গায়িকাদিগের মত জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যও নয়। তাঁহার লক্ষ্য এই সকল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উচ্চ ও উন্নত এবং তাহা সর্ব্বাংশে স্বার্থবিরহিত সুতরাং তাহা পবিত্র। * * এরূপ চিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যে অতি অল্পই দর্শন করিয়াছি। প্রথম ভাগের আর দুইটী কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার একটি "হৃদয়োচ্ছ্বাস" অপরটী "উন্মাদিনী।" "হৃদয়োচ্ছ্বাস" যথার্থই "হৃদয়োচ্ছ্বাস"। ইহাকে "হৃদয়োচ্ছ্বাস" না বলিয়া "হৃদয়-সিন্ধুচ্ছ্বাস" বলিলে আরও সঙ্গত হইত। সিন্ধুর উচ্ছ্বাস যেমন অপ্রমেয়,

অনন্ত, অগাধ, অতলস্পর্শ, "হৃদয়োচ্ছ্বাস"ও কবির ভাবোচ্ছ্বাস সেইরূপ অপ্রমেয়, অগাধ, অতলস্পর্শ। "হৃদয়োচ্ছ্বাস" তিন সর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক সর্গই মহাভাবময়, বিচিত্রভাবময়। ইহার স্বর্গ বর্ণনা, মর্ত্ত্য পথ বর্ণনা, আকাশ বর্ণনা বিরাটভাবের উদ্দীপক। "হৃদয়োচ্ছ্বাসের" মধ্যেও কবি মাতৃভূমির কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই কবিতার মধ্যে দেহতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, পরিণামতত্ত্বের কথাও বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দুরূহ দর্শনিকতত্ত্বের কথা কবি আপনার সুকোমল কল্পনা-তুলিকায় চিত্রিত করিয়া যারপরনাই সুকোমল, সুন্দর ও সরস করিয়াছেন। "উন্মাদিনী" প্রকৃতই উন্মাদিনী। উন্মাদিনী কি? উন্মাদিনী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী মহাশক্তি। উন্মাদিনী কি? উন্মাদিনী বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রসবিনী প্রকৃতি। উন্মাদিনী কি? উন্মাদিনীকক্ষভ্রষ্ট ঘূর্ণ্যমান গ্রহবৎ, প্রভঞ্জনের প্রলয়ঙ্করী শক্তিবৎ, মহার্ণব মধ্যস্থিত প্রচণ্ড আবর্ত্তবৎ এবং নিদাঘকালের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডবৎ এক বিচিত্র বিরাট ব্যাপার! * * ভুবন মোহিনী প্রতিভার দ্বিতীয় ভাগও প্রথমভাগের অনুরূপ,—প্রত্যুত কোনও কোনও অংশে উৎকৃষ্টতর। দ্বিতীয় ভাগের লিখিত "পিতৃতর্পণ" "পরাধীনের প্রণয়" "দার্শনিক সংসার" "অবনী বৈচিত্র্য" "কে তুমি?" প্রভৃতি কবিতা বঙ্গভাষানুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তিরই পাঠকরা উচিত। "পিতৃতর্পণের" আদ্যোপান্তে আক্ষেপ—অগ্নি-গর্ত্ত আক্ষেপ,—অভিমান গর্ত্ত আক্ষেপ, বিদ্যুৎ-গর্ত্ত নিবিড় মেঘমালার মত আক্ষেপ; আক্ষেপ হইতে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুদ্বিকীর্ণ হইতেছে।" * * * "সিন্ধুদূতের ছন্দ সচরাচর প্রচলিত ছন্দ হইতে পৃথক। পৃথক হইলেও মানসিক কোনও উচ্চ বা গভীর ভাব অভিব্যক্তির পক্ষে ইহা উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট। এই পুস্তকের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানে একটা পরিস্ফুট, একটা প্রগাঢ় স্বাধীনতা স্পৃহা উদ্দীপিত রহিয়াছে। ইহার প্রকৃতি বর্ণনা, সাগর বর্ণনা, সাগরতট বর্ণনা অতীব বিচিত্র ও বিমোহন। নির্ব্বাসিত ব্যক্তির হৃদয়ে যে সকল বৃত্তির স্ফুরণ ও পরিচালনের প্রয়োজন সিন্ধুদূতে সে সকলেরই স্ফুরণ ও পরিচালন হইয়াছে;

সুতরাং কবি ইহাতে অন্তর্দর্শিত্বের প্রভূত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। একখানি ক্ষুদ্রায়তন পুস্তক হইলেও সিন্ধুদূত বাঙ্গলা সাহিত্যের কবিত্ব-কক্ষে অতি উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইবে। * *

আমি প্রথমেই বলিয়াছি নবীনচন্দ্র একজন কবি। আবার বলিতেছি নবীনচন্দ্র একজন কবি। আমি তাঁহাকে কবিবর বলিতে চাহি না. কবিকুলশেখরও বলিতে চাহিনা,—এমন কি এই বৈশেষণিক বিপ্লবের সময়ে আমি তাঁহাকে কোনও বিশেষণেই বিশেষিত করিতে চাহিনা। আমি তাঁহাকে কেবল কবিই বলিতে চাহি,—এবং তাহা বলিলেই তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইল বলিয়া মনে করি। নবীন চন্দ্র কবি, স্বদেশপ্রেমিক কবি—স্বজাতির শুভানুধ্যায়ী কবি। তাঁহার কবিতামালাকে জাতীয়-কবিতা বা জাতীয়-সঙ্গীত বলিলেই যথার্থ বলা হয়। অনেকে বলেন কথঞ্চিৎ লব্ধনামা ও লব্ধবিত্ত হইলেই বাঙ্গলার গ্রন্থকারগণ আর মাতৃভাষার সেবা করিতে অগ্রসর হয়েন না। পূর্ব্বে কথাটাকে নিন্দাবাদ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু কথাটার সত্যতা দিন দিন উপলব্ধি করিতেছি। কথাটার সত্যতা সমালোচ্য কবির জীবনেও উপলব্ধি করিতেছি। এ সকল জাতীয় সাহিত্যের পক্ষে বড়ই পরিতাপের কথা।

| | |
|---|---|
| The Bengal Academy of Literature- The 15th December 1893 | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "বেঙ্গল একাডেমির" সভ্য। |

প্রকাশক,

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

# শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থাবলী।

মূল্য

১। ভক্তচরিতামৃত (বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎরূপ সনাতন ও জীবগোস্বামীর জীবনচরিত, প্রেমভক্তিতত্ত্বের সমালোচনা সম্বলিত।) ... ... ॥৶০

২। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত ৶০

৩। শ্রীহরিদাস ঠাকুর (ভক্তচূড়ামণি যবন হরিদাসের বিস্তৃত জীবনবৃত্ত।) ... ... ॥০

৪। মেয়েলিব্রত (স্ত্রীসমাজে প্রচলিত বারব্রত, ছড়া ও আখ্যায়িকা প্রভৃতি, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।) ... ... ।০

৫। শ্রীনিবাস আচার্য্যচরিত (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয়াবতার শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর বিস্তৃত জীবনচরিত, এবং মহাপ্রভুর পরিবর্ত্তিসময়ের দেশের ও বৈষ্ণবসমাজের ধর্ম্ম ও সমাজিক আন্দোলনের সবিস্তার ইতিবৃত্ত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পরবর্ত্তী বহুসংখ্য মহাজনের জীবনের বহু ঘটনা ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে,... ... ... ১।০

কাপড়ে বাঁধা ... ... ... ১॥০

পুস্তকগুলি বিদ্বৎসমাজ ও বহুসংখ্য পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসা সহকারে সমালোচিত।

এই পুস্তকগুলি নলহাটী-লুপলাইন ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারী এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয়।